গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী—১১

চান্দেলী

(ঐতিহাসিক কাহিনী)

শ্রীহরিদাস পালিত

গৃহস্থ পাব্‌লিসিং হাউস্‌
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা
আশ্বিন,—১৩২২

[মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

Publisher
Chintaharan Gooha of
The Grihastha Publishing House.
24, Middle Road, Entally.

Printer
Ashutosh Banerjee,
The India Press.
24, Middle Road, Entally,
Calcutta.
1915.

উৎসর্গ পত্র

দীন গ্রন্থরচয়িতার উৎসাহ-দাতা

সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র ঘোষ

মহাশয়ের

কর কমলে

গ্রন্থকারের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

চান্দেলীর প্রথম খণ্ড খানি

উৎসৃষ্ট হইল।

সন ১৩২২ সাল
আশ্বিন

বিনীত
শ্রীহরিদাস পালিত।

নিবেদন
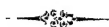
বার বৎসর পূর্ব্বে "চান্দেলী" লিখিত হইয়াছিল। যদিও পূর্ণভাবে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের মসলা দিয়া ইহা রচিত নহে, তত্রাচ কেবলমাত্র অনৈতিহাসিক উপাদানেও ইহার গঠনকার্য্য সম্পাদন হয় নাই। কুল-পঞ্জিকা অবলম্বনে ও ইতিহাসের আবরণেই ইহা রচিত হইয়াছে। সমাজ যাহা অবগত আছে এবং যে আদর্শে বঙ্গীয় সমাজ পরিচালিত হইতেছে—তাহারই মর্ম্মকথা লইয়া এই গ্রন্থের কলেবর পরিপুষ্ট। সমাজ প্রচলিত প্রথার অমান্য করিতে পারি নাই। "চান্দেলী" একবারে কাহিনী নহে—অলীক কল্পনাও নহে—ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সত্যেরও সমাবেশ আছে। চান্দেলীর আর একটী নাম "পদ্মিনী"। ঢাকুর নামক কুলপঞ্জিকায় "পদ্মিনী" সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, সে উপাখ্যান মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে সাহসী হই নাই। যাহাই হউক 'চান্দেলী'-উপন্যাস—উপন্যাস মধ্যে যে সকল কথা অতি প্রয়োজনীয় সেইরূপ কথারই আলোচনা করা হইয়াছে।

আশা করি গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ মধুপের ন্যায় গুণ ভাগই গ্রহণ করিবেন—রাষ্ট্রবিপ্লবের, আত্ম কলহের, ধর্ম্মবিদ্বেষের অশুভ ফলের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া, দেশের ও দশের মুখ চাহিয়া যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অনিবার্য্য কারণে এবং আমার সম্পূর্ণ অনবধানতার দোষে পুস্তক মধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনারা দয়া করিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ মহাশয় এই উপন্যাসখানি গৃহস্থ-গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে 'চান্দেলী' লোক লোচনের চির অন্তরালে অবস্থান করিত। ভগবান তাঁহার অশেষ মঙ্গল বিধান করিবেন। ইতি

কুচুট—বর্দ্ধমান
আশ্বিন, ১৩২২

শ্রীহরিদাস পালিত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—সাধনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়—রাজধানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় অধ্যায়—রাজ্যশাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চতুর্থ অধ্যায়—অশান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চান্দেলী

প্রথম অধ্যায়

সাধনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌড়পুরী—দক্ষিণ মশান

পবিত্র গৌডমণ্ডলের নরপতি মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন দেবের রাজত্বকাল গৌড়নগর অতুল শোভায় শোভিত, ধন জন পরিপূর্ণ, অমরাবতীর ন্যায় অম্লান বিজয়শ্রী দ্বারা উদ্ভাষিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত নদীত্রয় দ্বারা গৌড়পুরী সুরক্ষিত, এবং উন্নত রক্তবর্ণের সুদৃঢ় ইষ্টক প্রাকারদ্বারা বেষ্টনীবদ্ধ থাকিয়া শত্রুগণের ভীতি বিস্তার করিতেছে। নগর প্রাচীর উন্নত, অতি সুন্দর সুদৃঢ় চারিটি তোরণ দ্বারে সুশোভিত। উত্তরে চণ্ডীদ্বার, পশ্চিমে পাটলাদ্বার, পূর্ব্বে বাসুলীদ্বার এবং দক্ষিণে লৌহদ্বার নামে চারিটি প্রধান সিংহদ্বার ব্যতিত নগর প্রবেশের কতিপয়

ক্ষুদ্র দ্বারও বিদ্যমান রহিয়াছে। জনসঙ্ঘট্টে প্রায় সকল দ্বারই মুখরিত, অসংখ্য নরনারীর আগম নির্গম নিবন্ধন, গৌড়নগরীর জনসংখ্যাধিক্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নদী-বক্ষে বিবিধ বর্ণের পতাকাদ্বারা পরিশোভিত হইয়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরণী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে। সুবৃহৎ সমুদ্রগামী তরণীচয় চারি প্রকার বর্ণরাগে রঞ্জিত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তরঙ্গে তরঙ্গে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। প্রতি দুর্গশিরে জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। প্রহরে প্রহরে তূর্য্যধ্বনিসহ দুন্দুভি-নাদিত হইতেছে। প্রত্যেক নগরদ্বার উন্মুক্ত, সুসজ্জিত সৈনিকগণ প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নগর মধ্য হইতে যাহারা বহির্মুখে গমন করিতেছে এবং বহির্ভাগ হইতে যাহারা নগরে প্রবেশ করিতেছে তাহাদের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ প্রহরীগণ নিয়ত তৎপর রহিয়াছে।

নগরের দক্ষিণ তোরণদ্বারদেশ জন বিরলতা নিবন্ধন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। ভীমকায় লৌহকবাটে তোরণদ্বার ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উন্মুক্ত কৃপাণধারী নগররক্ষী সৈনিক পুরুষগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লৌহ দ্বারদেশের মধ্য দিয়া সুপ্রসস্থ রক্তবর্ণ শরণী দক্ষিণদিকাভিমুখে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে, অতি প্রাচীন বৃহদাকার বট অশ্বত্থ তরুরাজি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সূর্য্যকিরণ অবরোধ পূর্ব্বক, স্থানটিকে একেবারে ছায়াযুক্ত ও শীতল করিয়া রাখিয়াছে। বিবিধ বিহঙ্গমকুলের কলতানে পাদপরাজি যেন সজীব বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন মধ্যস্থ মন্দির চূড়াপার্শ্বে ময়ূরদল চন্দ্রক-গুচ্ছ বিলম্বিত করিয়া ময়ূরীসহ মধ্যে মধ্যে কেকারব করিতেছে। পালিত মৃগযুথ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। বিবিধ বৃক্ষরাজি পুষ্পভারে অবনত হইয়া ধরণীতল চুম্বন করিবার উপক্রম

করিয়াছে এবং ধীর পবন হিল্লোলে পুষ্পগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিভাগ পুষ্পময় করিয়া তুলিতেছে। শ্রেণীবদ্ধ কদম্ব তরুদল নববিকশিত পুষ্পভারে পরম রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। মধুপগুঞ্জনে কাননভূমি বনদেবী-করতাড়িত বীণার ঝঙ্কারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এতাদৃশ রমণীয় উদ্যান পরিশোভিত ভূখণ্ডে জনসমাগম আদৌ নাই বলিলে বলা যায়।

পদ্মপরিশোভিত জলাশয়তীর পুষ্পবাটীকাসমাকীর্ণ এবং আম্র পনসাদি বিবিধ ফলবান পাদপরাজিদ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে। দেবমন্দিরচূড়ায় বিবিধবর্ণের পতাকানিচয় মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে প্রকম্পিত হইতেছে। রক্ত-শরণীর দক্ষিণে ও বামে এবং অনতিদূরে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবমন্দিরচূড়ার স্বর্ণকলস সূর্য্যালোকে ঝক্ মক্ করিতেছে। অনতি দক্ষিণে পুষ্পিত লতামণ্ডপের বেষ্টনীদ্বারা সীমাবদ্ধ নবীন তৃণসমাচ্ছাদিত "দক্ষিণ মশান" যমালয়ের ন্যায় ভীতি বিস্তার করিতেছে।

রম্য গৌড়পুরীর দক্ষিণস্থ মনোহর ভূভাগে জনবিরলতার একমাত্র কারণ চামুণ্ডা মন্দির শোভিত দক্ষিণ মশান। অধিকাংশ নগরবাসী এতদঞ্চলে পদার্পণ করে না। মধ্যে মধ্যে হতভাগ্য অপরাধীগণকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন কালে জনসমাগম হইয়া থাকে। চামুণ্ডা-মন্দিরভূমি নগরবাসিগণের হৃদয়ে আতঙ্ক-উৎপাদক ভীষণ নরকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই মশানের পশ্চিমভাগে পবিত্র তীর্থ ভূমির উপরিস্থ পাটলাচণ্ডীর অত্যুচ্চ পাষাণ-মন্দির সাধক-গণের সমাগমে মধ্যে মধ্যে জনপূর্ণ হইয়া উঠে। যাঁহারা সাধক তাঁহারা নগরের প্রলোভন ও কোলাহল হইতে দূরে আগমন করিয়া দেবারাধনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পাটলা মন্দিরের অনতি দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে গৌড়নগরের মহাশ্মশান হইতে চিতাধূম উত্থিত হইতেছে।

চির শান্তি, চির বৈরাগ্য ও জীবনের শেষ পরিণাম সহ এই পুষ্পিত কাননভূমি দেবদেবী-মন্দিরদ্বারা সজ্জিত থাকিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। জীবন মরণের নীরব ভাবপ্রবণতা বিহঙ্গকুলের কুলতানের সহিত মিলিত হইয়াছে। মৃদুল হিল্লোলে পুষ্পপরাগ লইয়া বায়ু ক্রীড়া করিতেছে। এই স্থানে বিলাসীর বিলাস বাসনা, প্রণয়ীর প্রণয়, শিশুর হাস্য ও সাধকের সৌম্যমূর্ত্তি ধূলার সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। ধনী নির্ধনের, শত্রু মিত্রের সহিত মিলন সুখ এই স্থানে সংসাধিত হইয়া থাকে—রাজার মুকুটমণ্ডিত শির, দরিদ্রের রৌদ্রতপ্ত শিরের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া সংসারের ক্ষণিক মান, অপমান, গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিতেছে। সতী অসতীর চিতাগ্নি, সমানভাবে এই রঙ্গভূমে জ্বলিতেছে। ধাম্মিক অধাম্মিক সমানভাবে এই পবিত্র ভূমির উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। জেতা বিজেতার সমান সমাদর এই শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই পবিত্র মাতৃভূমির বীর সন্তানগণ মাতৃভূমির পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া, এই পুণ্যভূমে ঐ দেখ শয়ান রহিয়াছে, ঐ দেখ তাহাদের চিতাভস্ম হইতে শুভ্রজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারগণ মিলিত নেত্রে উহাদের পার্শ্বদেশে পতিত রহিয়াছে। ইহা জননীর শান্তিপ্রদ ক্রোড়, এস্থলে সকলের সমান সম্মান, সমান আদর। ঐ দেখ পররাজ্যলোভী, পরসুখশান্তি-হরণকারী দাম্ভিক নরপতিগণ সপারিষদ নিদ্রিত রহিয়াছে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকারীর জীবন-হন্তা মাতৃভক্ত বীরদলের দেহ ধূলিকণার সহিত মিলিত হইয়া পুষ্পপরাগ মণ্ডিত বায়ুসহ ভাগীরথী সলিলে স্নান করিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ এই মাতৃভূমির উপর সমানভাবে অবস্থান করিতেছে। অনন্ত প্রবাহ পবন অনন্তের দিকে বহিতেছে। সূর্য্যদেব অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত

কিরণ জাল ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই স্থলের অনন্ত প্রেম, অনন্ত ভক্তি, অনন্ত ত্যাগবল, মানবাত্মাকে অনন্তের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। সঙ্কীর্ণ মনা, সঙ্কীর্ণ পল্লী নগরবাসীগণ অনন্ত অনন্তব্যাপী উন্মুক্ত প্রেম রাজ্যের সীমা না দেখিয়া, সভয়ে ক্ষুদ্রায়তন বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিবার জন্যই অনন্ত ভাব-সমুদ্রোত্থিত-তরঙ্গে সন্তরণ দিতে আসিতেছে না। সেই কারণে গৌড় পুরীর দক্ষিণ-মশানভূমি জনহীন পবিত্র ও নিস্তব্ধ রহিয়াছে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ত্যাগী, তাঁহারা মাতৃক্রোড়ে শয়নের জন্য বীরদর্পে আগমন করিতেছেন—মাতৃ সম্মান রক্ষার্থে দলে দলে তাঁহারাই বীরদর্পে মাতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা মাতা, বীর সন্তানের বলিতে সুপ্রসন্না রহিয়াছেন। জননীর ঋণ, ভক্ত সন্তানগণ— আত্মশোনিত দানে শোধ করিয়াছেন। এই সেই গৌড়ের মহাশ্মশান।

আষাঢ় মাসের অপরাহ্ন কাল, গাঢ় নীরদ জালে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্য কিরণ মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে। প্রবল বায়ু-প্রবাহজনিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দ, পক্ষী কলরবসহ মিশ্রিত হইয়া তুমুল রব উত্থিত করিয়াছে। বট, অশ্বত্থ তরুতল নিবীড় অন্ধকারের সৃষ্টি করিযাছে। সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বায়ুতরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিল, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইয়া ভূমে পতিত হইতেছে, কত পুষ্পিত লতা ছিন্ন হইল, চাঁপা কদম্ব শাখাগুলি পুষ্পসহ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। চপলার চমকে দিক সকল ক্ষণিক উদ্ভাষিত হইয়া উঠিতেছে। জলদমালার আবর্ত্তনে ভীষণ গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। ভীত চকিত হরিণগণ লতামণ্ডপে লুক্কাইত হইল। মূষল ধারে বৃষ্টি পতিত হইয়া ভূপতিত কুসুমরাশি ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মেঘ, বায়ু ও বৃষ্টি পাদপ-কুলের সহিত ভীষণ সমরাভিনয় আরম্ভ করিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে

পরিশ্রান্ত পাদপের গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। মেঘমালা অন্তরীক্ষ হইতে অশনিনাদে জন্মভূমির সেবক, সহিষ্ণু পাদপগণের জয় ঘোষণা করিতে করিতে প্রভঞ্জনসহ প্রস্থান করিল। সূর্য্যদেব, স্বীয় রশ্মিজাল দ্বারা বারিসিক্ত বৃক্ষপত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া, ভাগীরথীর আবিল জলোপরি আপন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে আক্‌মহলের ধূসর শৈলের পার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। পক্ষিকুল কলরব করিতে করিতে শাখাশ্রয় গ্রহণ করিল। দূরে দক্ষিণ তোরণদ্বারোপরি তূর্য্যধ্বনিসহ দুন্দুভি নিনাদিত হইল। কাননমধ্যস্থ পাটলা দেবীর মন্দিরে এবং চামুণ্ডা মন্দিরে আরাত্রিককার্য্য আরম্ভ হইল। করতাল, মৃদঙ্গ, কংস, ও ঘণ্টা বাদিত হইল। ধূপ ধূনার পূত ধূম বায়ুতরঙ্গে ইতস্তত বিস্তারিত হইয়া কাননভূমি সুপবিত্র করিয়া তুলিল। সুবাসিত তৈলপূর্ণ প্রদীপ-মালায় পাটলা মন্দিরের চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল। নগর হইতে পুণ্য মানসে যাহারা এই মন্দিরে আরাত্রিককার্য্য দর্শনার্থ আগমন করিয়াছে, তাহারা পতাকা দান করিতেছে, ধূপাধারে ধূপ প্রদান করিতেছে, মন্দিরগাত্রে প্রদীপ প্রজ্জলিত করিতেছে। পুষ্পপাত্রসহ উজ্জ্বল আলোক লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে।

গৌড়ীয় ভাস্কর শিল্পকলার আদর্শে পাটলা দেবীর এই বিখ্যাত স্বর্ণভূষিত পাষাণ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মন্দিরের প্রধান প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে উন্নত মর্ম্মর বেদিকার উপরে অষ্টধাতুময়ী দশভুজা পাটলা দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন; শ্বেত-কমল-মালায় দেবীর শোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুবর্ণ ছত্রে দেবীর শিরদেশ শোভিত রহিয়াছে, বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে দেবীদেহ শোভিত। দেবীমূর্ত্তি ব্যতিত মন্দির মধ্যে বহু দেবদেবী বিদ্যমান থাকায় দেবসভার সৃষ্টি হইয়াছে।

একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার মুণ্ডিত মস্তক পীতবাস পরিহিত প্রৌঢ়, দেবীর আরাত্রিক কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার গলদেশে শ্বেত পুষ্পের সুদীর্ঘ মালা লম্বিত রহিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী আরাত্রিক কার্য্য সমাপনান্তে স্তোত্র পাঠ আরম্ভ হইল। সমাগত নরনারীগণের মধ্য হইতে প্রজ্ঞা-পারমিতার নাম উচ্চারিত হইতেছিল। নারীগণ মধ্যে মধ্যে "উলু" ধ্বনি করিতেছিল। মুণ্ডিত মস্তক পীত কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত শ্রমণ ও যতিগণের হস্তস্থিত 'চক্র' ঘূর্ণিত হইতেছিল। মন্দিরের এক স্থানে একটি বৃহৎ "চক্র" বিদ্যমান ছিল, সমাগত নরনারীগণ সেই চক্র আবর্ত্তন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবার সময়ে "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" উচ্চারণ করিতেছিল। স্তোত্রপাঠ সমাধা হইলে প্রসাদ বিতরিত হইল। নারীগণ প্রসাদ লইয়া মন্দির ত্যাগকালে মন্দির গাত্রস্থ প্রদীপে, আপন আপন করতল উত্তপ্ত করিয়া, সেই হস্ত আপন আপন গণ্ডে স্পর্শ করিতেছিল। ক্রমে জনস্রোত নগরে প্রবেশ করিল। কতিপয় শ্রমণ ও ভিক্ষু মন্দিরের পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবালয়ের আলোক একে একে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। গভীর অন্ধকার সকানন দেবী-ভূমি আবৃত করিয়া ফেলিল। দূরে নগর তোরণদ্বার বন্ধের সঙ্কেতসূচক তূর্য্যধ্বনী শ্রুত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে এক প্রহর নিশা গৌড় নগর উপকণ্ঠস্থ বনভূমে আপন অধিকার বিস্তার করিয়া দ্বিতীয় প্রহরে প্রদার্পণ করিল—ভীষণ শব্দে দক্ষিণ তোরণের লৌহ কপাট অর্গলনিবদ্ধ হইল।

শ্মশানে শিবাগণ উচ্চরব করিয়া উঠিল। পেচক উড়িয়া উড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে মন্দির চূড়ায় বসিল। ঝিল্লিকুল ঝি ঝি রবে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। বৃক্ষতলে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। ধরিত্রীদেবী

অভিনব বেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। উর্দ্ধে তারকানিকর অন্ধকারের মধ্যে হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রকৃতি রঙ্গমঞ্চের দীঘ নৈরাশ চিত্রে চিত্রিত এবম্বিধ-পটান্তরাল হইতে দীর্ঘাকার গৌরাঙ্গবপু মুণ্ডিত মস্তক এক প্রৌঢ় যষ্টি হস্তে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিলেন। এই প্রৌঢ়ই ইতঃপূর্ব্বে পাটলা মন্দিরে আরাত্রিক কায্য করিতেছিলেন। মন্দিরের একটি ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই দ্বার মধ্য দিয়া তিনি অন্য একটি কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারটি অর্গল নিবদ্ধ করিয়া গুপ্ত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বৃহৎ মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগস্থ পুষ্পবাটীকায় উপনীত হইলেন। ধীর পদবিক্ষেপে প্রৌঢ় মশানাভিমুখে চলিয়াছেন। প্রেতভূমির প্রেত-নৃত্য দর্শণার্থ যেন তিনি গমন করিতেছেন। লতাজাল-বেষ্টনীদ্বারা সীমাবদ্ধ প্রেতভূমি মশান, দূর হইতে প্রগাঢ় অন্ধকারের স্তূপ বলিয়াই বোধ হইতেছিল। শত সহস্র খদ্যোতিকা লতামণ্ডপের উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্যঃ ও পার্শ্ব ভাগে উড়িতেছিল। তাঁহাদের ক্ষীণ আলোক বিন্দুগুলি ক্ষণকালের জন্য একবার উজ্জ্বলিত একবার নির্ব্বাপিত হইয়া নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকার ও আলোক মালার সমন্বয় মধ্যে প্রৌঢ় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কৌষেয় বসনে কতিপয় ক্ষুদ্র আলোক আবদ্ধ হইয়া গেল। সেই ক্ষুদ্র আলোক সাহায্যে ঘনসন্নিবিষ্ট নৈশ অন্ধকারের মধ্যেও তাহার গতি পরিলক্ষিত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রেতভূমির মধ্যস্থ কুঞ্জবাটীকায় প্রবেশ করিয়া চামুণ্ডা মন্দিরের বহির্দ্বার স্পর্শ করিলেন এবং সল্লায়াসেই উহা উন্মুক্ত হইয়া গেল; এবং অদূর মন্দিরস্থ দীপালোক তাঁহার বদন মণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিল।

সম্মুখে সুসজ্জিত সুবৃহৎ নাটমন্দির। তখনও নাটমন্দিরের দুই চারিটি আলোকাধার হইতে নির্ব্বানোন্মুখ দীপ ক্ষীণালোক বিকীরণ করিতেছিল।

প্রৌঢ় জলাধার হইতে জল গ্রহণ পূর্ব্বক পদধৌত করিয়া দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির অভ্যন্তরে দুইটি বৃহৎ প্রদীপ প্রজ্জলিত ছিল। উন্নত বেদিকা-উপরিস্থ সুবর্ণ কলসটী প্রস্ফুটিত শতদলে বিমণ্ডিত রহিয়াছে। ধূপাধার হইতে ক্ষীণ ধূপ-ধূম রেখা তখনও উত্থিত হইতেছে। পূজোপকরণ সমূহ যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রৌঢ় সেই স্বর্ণ ঘট-সম্মুখে মস্তক নত করিলেন। সুবৃহৎ কোষা হইতে জলোত্তোলন পূর্ব্বক আচমন করিয়া, যথাসুখে মৃগচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

মন্দির অভ্যন্তরে দেবদেবীর পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে, সকল দেবতার সম্মুখেই ধূপাধার ও দীপাধারে স্বর্ণ প্রদীপ নির্ব্বাণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সুপ্রসস্ত মন্দিরাভ্যন্তরে, একটী নবযৌবন শ্রী-সমন্বিতা রমণী যোগাসনে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি প্রৌঢ়কে যথাস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"মহামায়ার প্রসাদে আপনার সর্ব্ববিধ মঙ্গল ত?" প্রৌঢ় প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"লোকেশ্বর প্রসাদে আপনার মঙ্গল ত?"

রঙ্গভূমির পট পরিবর্ত্তিত হইল, কতিপয় প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাস্যমুখী ফুলমালা বিভূষিতা যুবতী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রৌঢ়ের সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। প্রৌঢ় যুবতীকে তদনুরূপ প্রতিপ্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থ মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে, যুবতী যথাসুখে প্রৌঢ়ের প্রতি সম্মুখ ভাবে উপবিষ্টা হইলেন। উভয়ে উভয়ের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ধূপাধার হইতে ধূমরেখা বায়ুহিল্লোলে মন্দির মধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে দ্বারদেশের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া প্রাঙ্গণে সৌরভ বিতরণ করিল। নৈশ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিল। দূরে শিবাদল চীৎকার করিল, পেচক ডাকিতে ডাকিতে বৃক্ষশাখে বসিল।

দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করিয়া নিশা তৃতীয় প্রহরে পদার্পণ করিল। নগরে তূর্য্যধ্বনি হইল। প্রৌঢ় ও যুবতী উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীর পদবিক্ষেপে মন্দির মধ্যস্থ পার্শ্বদ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক আলোকমালা পরিশোভিত একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চক্রসাধন

বৌদ্ধপ্রভাব মন্দীভূত হইয়া পড়িলেও সমগ্র গৌড় জনপদে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। বিহার, সঙ্ঘারাম স্তূপ ও চৈত্যে গৌড়দেশ শোভিত ছিল। একমাত্র গৌড়নগরেই দ্বাদশটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম, জগদ্দল মহাবিহারের ন্যায় কতিপয় মহাবিহার, কয়েকটী স্তূপ ও চৈত্য বিদ্যমান ছিল। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধদেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ ও অসংখ্য ছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের সংখ্যা বহু সহস্র ছিল। গৃহস্থ বৌদ্ধ প্রায় জনসংখ্যার অর্দ্ধেক হইবে। বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ও বৈদিক পাঠার্থী গমন করিত। সমগ্র বিহারগুলি বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তথায় শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিতেন। পথে, ঘাটে, মাঠে, গোঠে, চৈত্যসমীপে, দেবালয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। অধিকাংশ উৎসবই বৌদ্ধ উৎসব, তথায় বুদ্ধপ্রচারিত নির্ম্মল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার সুচারুরূপে সম্পাদিত

না হইলেও বহু বৌদ্ধ শাখা ধর্ম্মের উপদেশ প্রচারিত হইত। ভিক্ষুণীগণ গ্রাম, নগর ও পল্লীবাসীগণের আবাস ভবনে প্রবেশ করিয়া, পুরমহিলা-গণকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন। ভাস্কর ও শিল্পিগণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণের বিবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সুলভে বিক্রয় করিত। গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল, মহাযানগণের প্রচারিত বহু উপ-বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা গৌড়ভূমি প্রকৃত বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত অমিয় ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া কাল্পনিক পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গৌড় নগরের ইতর ও ভদ্রগণ তান্ত্রিক-ভাবদুষ্ট বজ্রযান ও মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম্মের পঙ্কিল গর্ত্তে পতিত হইয়াছিল। কুমারী ভিক্ষুণীগণের অবাধ গতিবিধির মধ্য দিয়া চিত্তের নির্ম্মল ভাব অপনীত হইতেছিল। যুবক, যুবতী ও বিধবাগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়াই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দলভুক্ত হইতে পারিত। কেহ মস্তক মুণ্ডনে অস্বীকার করিলে, কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড প্রদানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গৌড় নগরের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীমান সিংহগিরি এবং প্রধানা ভিক্ষুণী শ্রীমতী বিশালাক্ষীর শাসনে সমগ্র গৌড় দেশের বৌদ্ধসমাজ পরিচালিত হইতে ছিল। তাঁহাদের অধীনে বহু সংখ্যক শ্রমণ ও শ্রমণী, গৌড় জনপদের সমুদায় বৌদ্ধমন্দিরে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। গৌড়নগর ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাণীগণের যে প্রকার সুখ্যাতি লোকালয়ে বিদ্যমান ছিল ক্রমশঃ তাহা লোপপ্রাপ্ত হইয়া ঘৃণার্হ হইয়া উঠিয়াছিল। ধার্ম্মিকগণ বলিতেন—বর্ত্তমান বৌদ্ধসমাজ পাপের বন্যায় দেশ ভাসাইয়াছে —দেশের সমগ্র হীনচরিত্র নরনারীর উৎকট বিলাসবাসনা চরিতার্থের জন্যই তাঁহারা বিপণি সজ্জিত করিয়াছেন। শৌণ্ডীকগণ একমাত্র তাঁহাদের কৃপাগুণেই ধনী হইতেছে। নগর মধ্যে গুপ্তহত্যা, যুবতীহরণ, শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, রমণীগণের নির্লজ্জভাবে কুলত্যাগ, চৌর্য্য ও মিথ্যাবাদিতার

সংখ্যাধিক্য এই হীণচরিত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের দ্বারাই সর্ব্বত্র সংসাধিত হইতেছে। বৌদ্ধগণই রাজসংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক অধিকাংশ রাজকীয় পদ অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং রাজ্য শাসনভার প্রায়শঃ রাজ হস্ত হইতে তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছেন। সৈন্য, সেনাপতিগণের অধিকাংশই বৌদ্ধ, সুতরাং গৌড়রাজ বৌদ্ধ নেতাগণের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। দেশবাসীগণের মধ্যে জাতিগত অত্যাচার ও ভেদাভেদ জ্ঞান নিবন্ধন এবং রাজানুগ্রহ লাভের তারতম্য হেতু, একটা মহান্ অন্তর্ব্বিপ্লবের সূচনা উপস্থিত হইয়াছে। দেশে অশান্তির বায়ু খরবেগে বহিতেছে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বৈদিকপন্থীগণেব সহিত বৌদ্ধপন্থীগণের নিয়ত সংঘর্ষ চলিতেছে। বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষগণ, রাজ্যমধ্যে নিয়ত বিপ্লববহ্নি প্রজ্জলিত করিতেছে—দিন দিন কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছে।

গৌড় নগর বিলাস স্রোতে ভাসিতেছে। পুষ্পবিপণি ও গন্ধরাগবিপণি সন্ধ্যা সমাগমে যুবক যুবতীগণে মুখরিত হইয়া উঠে। চতুষ্পথ, পান্থশালা, পথ, দেবালয়, জলাশয়-তীর, বারবিলাসিনী ও ভিক্ষুণীগণে পূর্ণ হইয়া পড়ে। নগরবাসীগণ চিত্তপ্রসাদনের জন্য উক্ত স্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে। সুরা-বিপণী মত্ত ও প্রমত্ত যুবক যুবতীগণে নিয়ত পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতে নগরাধ্যক্ষের সমীপে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত বহু নর নারী দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৌড় নগর এবম্বিধ প্রকারে ভারতের সভ্য নগর সমূহের মধ্যে প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছে। গৌড়ীয় সভ্যতা, গৌড়-দেশ প্লাবিত করিয়া ভারতের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় নাট্যের আদর ভারতময় বিস্তারলাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রতি রাত্রে গৌড় নগরের নাট্যশালাসমূহে নাটকাভিনয় হয়, নট ও নটবধূগণ অশ্লীল নাটকের

অভিনয় করিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। নাগরীকগণ ধর্ম্মাচরণ ছলে, গুপ্ত স্থানে যুবতীগণসহ সমবেত হইয়া সুরা ও মাংসের যথেচ্ছা অপব্যবহার পূর্ব্বক, বীভৎস চক্রসাধনে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই চক্রসাধন স্থান হইতেই প্রলোভিত হইয়া বহু কুলকামিনী গৃহত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনীদলের পুষ্টিবিধান করিতেছে। গৌড়বাসী ধনী যুবকগণ কুসঙ্গে পতিত হইয়া চক্রসাধন কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং অচির-কালমধ্যে কপর্দ্দক হীন হইয়া ভিক্ষুদলে প্রবেশ লাভ করিতেছে। রাজপুরুষগণের হৃদয়, বারবিলাসিনীগণের চরণপদ্মে বিক্রীত হইয়াছে। তাহাদের সন্তোষ বিধানার্থ বিবিধ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, অন্যায় ভাবে অর্থ আহরিত হইতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য শ্রীসিংহগিরি গৌড় নগরের এতাদৃশ শোচনীয় অধঃপতন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাৎকালীক ধর্ম্মাচরণ-প্রণালী-গুলিকে সুপথে পরিচালিত করিতে নিয়ত প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মভাব দেশবাসীগণকে আদৌ সুপথে পরিচালিত করিতে পারিতেছিল না, বৈদিকপন্থীগণের গুপ্ত চেষ্টায়, জনপদবাসীগণের হৃদয়ে বৌদ্ধ বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিতেছিল। বৌদ্ধ প্রধানগণ, বৈদিক পন্থীগণের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং তাহাদিগকে দমনার্থ বিবিধ কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করিতেছিল, সিংহগিরি বাধ্য হইয়া নিকৃষ্টভাবে নগরবাসী যুবকগণের প্রিয় হইবার উপায় বিধান করিতেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে সিংহগিরি বৌদ্ধাচার্য্য হইলেও তাঁহাকে ধর্ম্ম চিন্তা ত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে সমগ্র সময় ব্যয় করিতে হইতেছিল এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য কলাপের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক কৌশল প্রবাহিত হইত। গৌড় রাজ্যের সমগ্র রাজশক্তি নিজ মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছিল বৌদ্ধ

দলপতি তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেছিলেন না। তিনি প্রজাশক্তিকে তুচ্ছবোধ করিয়া রাজশক্তিরই আরাধনা করিতেন। সেই রাজশক্তিকে এককেন্দ্রীভূত করণ অভিপ্রায়ে অদ্য গভীর নিশায় চামুণ্ডামন্দিরে বিরাট পূজার আয়োজন হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য সেই রাজশক্তির পূজক এবং ভিক্ষুণী বিশালাক্ষী তাঁহার উত্তরসাধিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

অভিনয় আরম্ভ

ভব রঙ্গমঞ্চের পট পরিবর্ত্তিত হইল। উজ্জ্বল আলোকমালা শোভিত সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষের চিত্রপট সম্মুখে প্রসারিত হইল। বিলাস বাসনা চরিতার্থের জন্য যতপ্রকার উপকরণের আবশ্যক তাহা স্তরে স্তরে উক্ত গৃহ মধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। শতাধিক সুন্দরী এবং শতাধিক যুবক ও প্রৌঢ় পুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক অবস্থায় সুন্দর আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সিংহগিরি ও বিশালাক্ষীর আগমন প্রতিক্ষায় তাহারা ঔৎসুক্য হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদের গৃহ প্রবেশের সহিত নরনারীগণ দণ্ডায়মান হইয়া নতমস্তকে অভিবাদন করিল। সকলের কণ্ঠলগ্ন সুবৃহৎ মাল্য দুলিয়া দুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল, ফুলবাস এবং বিবিধ গন্ধরাগে কক্ষস্থ বায়ু সৌরভে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মহাত্মা সিংহগিরি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সৌগতের নিকট সকলের মঙ্গল কামনা করিলেন। যুবক, যুবতী ও প্রৌঢ়গণ আপন আপন সুখাসনে উপবেশন করিল। যুবতীগণ প্রত্যেক পুরুষের বামভাগস্থ আসনে উপবিষ্ট হইল। অলক্ষিতভাবে ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বীণার ঝঙ্কার উঠিল, মধুরভাবে মৃদঙ্গ বাদিত হইল, তৎ সঙ্গে সঙ্গে রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

সুগন্ধি বায়ুসহ মনোহর সঙ্গীত তরঙ্গে তরঙ্গে কক্ষমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। সুখোপবিষ্ট নরনারীগণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক ক্ষণকাল স্বরলহরী প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত বারিধির ন্যায় সমতল হইয়া গেল। কর্ণপটহে বীণার ঝঙ্কারসহ সুললিত স্বরের উত্থান পতন ও মৃদুল মৃদঙ্গধ্বনি তখনও যেন ধ্বনিত হইতেছিল। আচার্য্য সিংহগিরির মুখনিঃসৃত গম্ভীর শব্দ সেই অনুভবময় ক্ষীণ তরঙ্গের উপর নূতন তরঙ্গের প্রভাব বিস্তার করিল। আচার্য্য সুদূর মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় বলিলেন—"হে সমাগত মহানুভব মহোদয়গণ ও সমাগতা সুন্দরীগণ আপনারা পবিত্রাত্মা সৌগতের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। তাঁহার পবিত্র হস্ত আপনাদের মস্তকে চির শান্তি বর্ষণ করুক!" সমাগত নরনারীগণ নীরবে মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া অভিবাদন করিল। আচার্য্যের এবম্বিধ বাক্যাবসানসহ শ্রীমতী বিশালাক্ষী কোমল অথচ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—"হে স্নেহশীলা সুন্দরীগণ—হে প্রিয় ভগ্নিগণ, সৌগতের প্রেমরাজ্য শান্তিময় হউক! আমরা সেই প্রেমরাজ্যের অম্লান্ সৌন্দর্য্য-সুখ-বিলাসে নিমগ্ন হইয়া সকল নরনারী একত্রে এই সুখ সম্মিলনে আত্মবিনিময় করিয়া, এক প্রাণ, এক মন হইয়া সৌগতের আরাধনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আমাদের এই পবিত্র কার্য্য কলাপের মধ্যে দুরাত্মা "মার" যেন প্রবেশ করিতে না পারে। হে বরণীয়া কুলস্ত্রী-গণ—সকলেই হৃদয়ে ধারণা করুন আমরা পবিত্র শক্তিরূপিণী এবং আমাদের দক্ষিণস্থ প্রেমময় পুরুষগণ প্রকৃত "পুরুষ"। আমরা শক্তিদ্বারা পুরুষকে সঞ্জীবিত করিয়া সাধনার দুস্তর মার্গ অতিক্রম করিব। মোক্ষ আমাদের আজ্ঞাধীন হইবে। লজ্জা, ভয়, সম্মান, সম্ভ্রম দূরে যাউক! আমরা নির্ব্বিকার হৃদয়ে প্রকৃতিরূপে পুরুষকে আলিঙ্গন করিব। দুরাত্মা মারের প্রভাব এই চক্র হইতে দূর হউক।" বিশালাক্ষীর বাক্যাবসানসহ

সকল রমণীগণ আপন আপন দক্ষিণস্থ পুরুষের কণ্ঠদেশ নিজ নিজ ভুজলতা-দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। বিশালাক্ষী সিংহগিরির কণ্ঠদেশ স্বীয় ভুজলতাদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়া আদেশ করিলেন—

"চক্র সাধনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলে লোকেশ্বর ও আর্য্যতারার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চক্রসাধন মণ্ডপে গমন করুন।" সভা ভঙ্গ হইল যুগলমূর্ত্তিতে নরনারীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সুসজ্জিত দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলে—সিংহগিরি ও বিশালাক্ষী অপেক্ষাকৃত একটি বৃহৎ দ্বারাভ্যন্তর দিয়া প্রস্থান করিলেন। আবার বীণার ঝঙ্কার উঠিল, মৃদঙ্গ মধুর ধ্বনি করিল, কোমল রমণী কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তর পূর্ণ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভৈরবীচক্র

সুপ্রশস্ত অষ্টভুজাকৃতি লতামণ্ডপ, বিবিধ পুষ্পিত লতা দ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে। বিবিধ মৃৎপাত্র ক্ষুদ্র এবং নাতিবৃহৎ পুষ্পিত গুল্মরাজি দ্বারা পরিশোভিত থাকায় কুঞ্জবাটীকার শোভা অত্যুত্তম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিবিধাকার গৌড়ীয় পিঞ্জরে আবদ্ধ বিবিধ বিহঙ্গম কুঞ্জবাটীকার পার্শ্বে বিলম্বিত রহিয়াছে। মণ্ডপের প্রতি কোণদেশে দীর্ঘ পিত্তলময় দীপাধারে ঘৃতপূর্ণ উজ্জ্বল প্রদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। শতদল পদ্মের ন্যায় বহু আসনে কুঞ্জের মধ্যভাগ সজ্জিত এবং উহার মধ্যভাগে

কিঞ্জল্ক ও বীজকোষের ন্যায় একখানি সুকোমল আসন বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রত্যেক আসন, নরনারীর যুগল মূর্ত্তিতে শোভিত। মধ্যস্থ বরাসনে ৺সিংহগিরি ও বিশালাক্ষী উপবেশন করিয়াছেন। প্রত্যেক আসনের সম্মুখভাগে একটি স্ফাটীক পাত্র, একটি ক্ষুদ্র পান পাত্র, এবং বিবিধ পক্ক মৎস্য ও মাংসের ক্ষুদ্র স্তূপ সজ্জিত রহিয়াছে। নরনারীগণ রক্তবসন পরিধান করিয়াছে, চন্দন দ্বারা অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়াছে, সকলের গলদেশে পুষ্পহার ও রমণীগণ কবরীপরি ফুলমালায় বেষ্টন করিয়াছে।

বিশালাক্ষী ভৈরবীচক্র দর্শন করিয়া বলিলেন—

পূজা কালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্মরেৎ।
পূজা কালেচ দেবেশী বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ॥"

অতএব হে বরণীয়া কুলকামিনিগণ আপনারা আপন আপন দক্ষিণস্থ সুখোপবিষ্ট পুরুষগণকে স্বীয় স্বীয় পতির ন্যায় ভাবনা করুন এবং তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্তপ্রসাদন করিতে থাকুন। ইহাতে কোন প্রকার ভেদাভেদ যেন পরিলক্ষিত না হয়। চক্রস্থ সমগ্র পুরুষগণ এক এবং শক্তিগণ এক সুতরাং মনে ধারণা করিতে হইবে, আমরা বহু হইলেও দুইটি মাত্র, একটি পুরুষ ও অপরটি প্রকৃতি। তৎপরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক চিত্ত, এক প্রাণ, ও একাত্মাময় ভাবনা করিয়া, সমগ্র ভৈরবী চক্র, একটিমাত্র আত্মবৎ জীব-রূপে ভাবনা করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিবেন আমরা-মূলে একটি হইবই, সুতরাং একাকী অবস্থান কালে যদ্রূপ কোন প্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচের ভাব আদৌ উপস্থিত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনারা বহুকে, একত্বের মধ্যে লইয়া, একটি স্বত্তার ভাবনা করিতে পারিলেই সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ হইবে না। বিশালাক্ষীর বাক্যাবশানের সহিত চক্রমধ্য

হইতে মৃদু মধুর হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল এবং প্রত্যেক যুগ্মনরনারী যুগলভাবে আলিঙ্গন করিয়া, বিশালাক্ষীর সম্বর্দ্ধনা করিল। বিশালাক্ষীও সিংহগিরিকে ভুজলতাদ্বারা দৃঢ়াবদ্ধ করিয়া অধরে চুম্বন করিলেন।" চক্র-কেন্দ্র হইতে চুম্বনের আনন্দ ধ্বনি সমগ্র মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

তৎপরে সিংহগিরি মূলাসনে যুগলরূপে অবস্থান করিয়া বলিলেন—

"সুরা শক্তিঃ শিবোমাংসং তদ্ভক্তো ভৈরবঃ স্বয়ম্।
তয়ো রৈব্যাৎ সমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ এব চ।"

আনন্দ স্বরূপ মোক্ষ লাভের বাসনা থাকিলে, সুরা এবং মাংসকে সাধনার প্রধান উপায় বলিয়া আমাদিগকে সম্মান করিতে হইবে। যে সকল গোপনীয় পূজাপদ্ধতি দ্বারা, আমরা সাধনমার্গে উপনীত হইব তাহা অতি যত্নসহকারে পালন করিতে হইবে। সর্ব্বদা যত্নের সহিত এই চক্রসাধন ব্যাপার গোপন রাখিতে হইবে। স্ব-সমাজভুক্ত নরনারী ব্যতিত, অপর কাহার নিকট কিঞ্চিৎমাত্র ব্যক্ত করিবে না। চক্রস্থ নরনারিগণ মস্তক নত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। পুনশ্চ আচার্য্য সিংহগিরি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"চক্র সাধনার শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে, সকলে প্রস্তুত হউন।" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়া, বিবিধ প্রকার অঙ্গ ভঙ্গিসহকারে প্রত্যেক নরমিথুন সাধনমার্গের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। পরিচারিকাগণ প্রত্যেকের গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। পুষ্পাধারে বিবিধ পুষ্প রক্ষিত হইল। আসন শুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, অঙ্গ শুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠানসহ বিবিধ অপ্রকাশ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হইল। সুরাপূর্ণ স্ফাটীকাধার উপরি পুষ্প প্রদত্ত হইল এবং তদুপরি প্রত্যেকে দক্ষিণহস্ত অর্পণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি তাড়না দ্বারা এবং কতিপয় অস্পষ্টধ্বনিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, মদিরা শোধন কার্য্য সমাধা করিল। এই অনুষ্ঠানের পর মদিরা 'কারণ' নামে অভিহিত হইল। ধূপবাসে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিশালাক্ষী স্ফাটীক-পানপাত্র কারণ পূর্ণ করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা কারণ স্পর্শ পূর্ব্বক উহার কয়েক বিন্দু মৃত্তিকা উপরি অর্পণ করিয়া সিংহগিরির হস্তে পানপাত্র প্রদান করিলেন। আচার্য্য কারণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভৈরবীরূপিণী বিশালাক্ষীর হস্তে পুনঃ প্রদান করিয়া তাঁহার, মঙ্গল কামনা করিলেন। ভৈরবী পাত্রস্থ কারণের অর্দ্ধাংশ পান করিয়া আচার্য্যের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলে, আচার্য্য আনন্দের সহিত অবশিষ্ট কারণ পান করিলেন এবং পাত্রস্থ একখণ্ড মাংস উত্তোলন পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশালাক্ষীর বদনে একখণ্ড মাংস প্রদান করিলেন।

চক্রস্থ সমগ্র নরমিথুন, আচার্য্য ও ভৈরবীর কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিল। সমগ্র চক্রটি একটু চঞ্চল ভাবময় বলিয়া বোধ হইল।

আচার্য্য মৃদুমন্দ মধুর হাস্যসহকারে চক্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"যাবন্ন চলতে দৃষ্টি যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকর্ত্তব্যং পশুপানমতঃপরম্॥"

সাধনার জন্যই শক্তিরূপিণী কারণের সমাদর ও সংব্যবহার হইয়া থাকে এবং মঙ্গলময় শিবতুল্য মাংস দ্বারা শক্তি-সুধার অর্চ্চনা করা হয়। যাঁহারা এই দুই দুর্ল্লভ পদার্থ দ্বারা সাধনা করেন, তাঁহারাই ভৈরব ভৈরবীতুল্য ফললাভ করেন। তাঁহারাই প্রকৃত ভৈরব ও ভৈরবী পদবাচ্য হইয়া চক্রমধ্যে বিরাজ করেন। মহাত্মা সৌগত যদিও এ প্রথা প্রকাশ্য-ভাবে প্রচার করেন নাই, তত্রাচ মাংসাহার সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিমত প্রকাশ পায় নাই। আমরা লোকেশ্বর ও তারাদেবীর উপাসক আমরা বজ্রযান ও মন্ত্রযান সম্প্রদায়ভুক্ত সুতরাং তান্ত্রিকাচার আমাদের একমাত্র মুখ্য ও আদরণীয় হইয়াছে।" হে চক্রস্থ ভৈরব ভৈরবীগণ আপনারা কারণ দ্বারা দেহ, মন ও আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করুন। পবিত্র মাংসাহার দ্বারা পবিত্রতার স্থায়ীত্ব সম্পাদন করুন।

মহোৎসাহে চক্রমধ্যে "শক্তি" পানের অনুষ্ঠান চলিল। অল্পকাল মধ্যে সকল কারণাধার শূন্য হইল। মাংস অদৃশ্য হইল। তৎপরে চক্রস্থ মিথুনসমূহ "ভৈরবী" পূজায় মনোনিবেশ করিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাম নিচয়ের পূজাই ভৈরবী পূজার মূল—ইহাই ভৈরবী চক্র সাধনের প্রধান অনুষ্ঠেয় কার্য্য। সেই মহান্ ভৈরবী ও ভৈরব মিথুনের ইন্দ্রিয় পূজা, লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। ভৈরবী-ভৈরব পূজা সমাধা হইয়াছে। পরিচারিকাগণ স্ফাটীকাধারে সুধা ঢালিতেছে, পাচিকাগণ বিবিধ খাদ্য, মৎস্য, মাংস, ফল, মূল পাত্রে পাত্রে পরিবেশন করিতেছে। মহানন্দে পান কার্য্য চলিতেছে। ভৈরবিগণ ভৈরবগাত্রে আবেশে ঢলিয়া পড়িতেছে, ভৈরবগণ তাহাদিগকে সংযত করিতেছে। পরস্পর বিবিধ বাক্যালাপ আরম্ভ হইয়াছে।

বীণার ঝঙ্কারের সহিত মৃদঙ্গ বাদিত হইল, কোমল রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে কুঞ্জবাটীকা মধুময় হইয়া উঠিল। নরমিথুনগণ পরস্পর হাস্যসহকারে সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল এবং পরস্পরের মধ্যে চুম্বন বিনিময়ের তরঙ্গ উত্থিত হইল। সেই তরঙ্গ ক্রমশ উদ্বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে স্নেহালিঙ্গনরূপ ঝটিকাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। সুধাপাত্র, পানপাত্র, এবং মাংসপাত্রের উপর ভৈরবী চক্রের চঞ্চল মনজনিত চঞ্চল চরণ নিপাতিত হইয়া ঠুন্ ঠান্, ঠক্ শব্দসহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গীত-সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া ভৈরবভৈরবিগণ চক্রমধ্যেই তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যপরা শিথিলবসনা চঞ্চলনয়না ভৈরবিগণের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দে ধরণীপরি লুণ্ঠিতা হইতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ভৈরব ভৈরবী পরস্পর ভুজলতাদ্বারা পরস্পরের শোভন মাল্যদাম পরিশোভিত কণ্ঠদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক বাতান্দোলিত কদলী

তরুর ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে কুঞ্জবাটীর অন্তরালে গমন করিতেছিলেন।

আচার্য্য ও বিশালাক্ষী চক্রস্থ কতিপয় ভৈরব ভৈরবীসহ গুপ্ত মন্ত্রণা-গৃহে গমন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই চক্রমণ্ডপে স্বস্থানচ্যুত আসন, পাত্র, ছিন্ন পুষ্পমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুসুমদামসহ কতিপয় ভৈরব ভৈরবীর চেতনাহীন দেহ পতিত থাকিতে দেখা গেল।

মধুর সঙ্গীতালাপের পর মধুরতর সঙ্গীতালাপ চলিতেছে। ভৈরব ভৈরবীর কোলাহল-তরঙ্গ অনন্তের গাত্রে বিলীন হইয়া গেল। রঙ্গভূমি নিস্তব্ধ হইল। সঙ্গীত শব্দ আর নাই। সহসা ইন্দ্রজালের ন্যায় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। পরিচারিণিগণ ভূলুণ্ঠিত ভৈরব ভৈরবিগণকে কোথায় লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছে; সেই স্থানে পুষ্পবৃক্ষাধার রক্ষিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এই স্থানেই যে মহান্ ভৈরবীচক্রের অধিষ্ঠান হইয়াছিল তাহা বিন্দুমাত্র অবগতির উপায় নাই। দূরে শিবাগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, গৌড় তোরণদ্বারে তূর্য্য ও দুন্দুভিধ্বনীসহ তৃতীয় প্রহর নিশাপগমে চতুর্থ প্রহর নিশার অধিকার বিজ্ঞাপিত হইল। ঝটিকার পর ধরণী যদ্রূপ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন, তদ্রূপ চামুণ্ডা মন্দির পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজধানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাস

মনোহর গৌড় নগরের পশ্চিমপ্রান্ত বিধৌত করিয়া কলনাদিনী পঙ্কিলসলিলা জাহ্নবী তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছেন। অগণ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরণী গঙ্গা-বক্ষের শোভা বিস্তার করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। ধীবরগণের অতিক্ষুদ্র তরণীনিচয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদাম সহ তরঙ্গোপরিস্থ প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় অথবা সন্তরণশীল রাজহংসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। বিন্দুবিন্দু বর্ষণশীল খণ্ড খণ্ড মেঘমালার অন্তরালে সূর্য্যদেব আপন উজ্জ্বল দেহ,ক্ষণে ক্ষণে লুক্কায়িত ও প্রকাশিত করিতে করিতে আকমহলের পাষাণ স্তূপের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তীরস্থ গৌড়ীয় প্রাসাদমালা উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিয়াছে; উহাদের মস্তকোপরি সপ্তরাগরঞ্জিত সুবৃহৎ রামধনু প্রকাশিত হইয়া গৌড়নগরীর শিরদেশে দেব-প্রভার সৃষ্টি করিয়াছে। দলে দলে পারাবত কুল শূন্যে উড়িতেছে, কেহ আবর্ত্তিত হইতেছে, কেহ

কেহ চক্রাকারে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতেছে, কতিপয় চিলে কোটার উপর উপবিষ্ট হইয়া, গণ্ডদেশ স্ফীত পূর্ব্বক কূজন করিতে করিতে প্রিয়ার মানভঞ্জনে নিযুক্ত রহিয়াছে। বহু সোপানাবলী পরিশোভিত ভাগীরথীতীরদেশে অগণ্য মালাকারগণ বিবিধ পুষ্প, পুষ্পহার এবং পুষ্পগুচ্ছের বিপনি সজ্জিত করিয়াছে। উহার পার্শ্বদেশে শত শত তাম্বূলীকগণ, প্রস্তুতিকৃত তাম্বূলের বিপনি সজ্জিত করিয়া ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শ্রমজীবিগণের দ্রুতগমন ও ভারবহন ব্যপদেশ ভাগীরথীতীর সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। পক্ষীকুল দলে দলে গঙ্গাতীরস্থ অল্প সলিলে অবগাহন করিতেছে। ভিক্ষুগণ স্নানান্তে আপন আপন কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। রমণীগণ কেহ কলসী কক্ষে গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিতেছে, কেহ কেহ জলপূর্ণ কলসী কক্ষে সঙ্গিনিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে।

প্রৌঢ় ও যুবকগণ বৈকালিক ভ্রমণ উদ্দেশে জাহ্নবীতীরস্থ পথিপার্শ্বের মর্ম্মর বেদির উপর উপবেশন পূর্ব্বক মেঘান্তরালস্থ অস্তাচলগামী সূর্য্যের জ্যোতিচ্ছটার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে। কোন স্থলে যুবকগণ একত্রে দলবদ্ধ ভাবে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। শ্যামল দূর্ব্বাদলোপরি উপবিষ্ট হইয়া, প্রৌঢ়গণ বিবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছে। কোন স্থলে গঙ্গাজলস্নাত বায়ুর সহিত আপন আপন কণ্ঠস্বর সংমিলিত করিয়া যুবক যুবতী সঙ্গীত আলাপন করিতেছে। বহু যুবক তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থলে কতিপয় যুবকের সহিত একজন জ্ঞানবৃদ্ধ প্রৌঢ় ধীরে ধীরে কোন প্রকার পরামর্শ করিতেছে। কোন স্থলে যুবকগণ লক্ষ্যভেদ শিক্ষার নিমিত্ত তীর ধনু হস্তে লক্ষ্য স্থির পূর্ব্বক বাণক্ষেপণ করিতেছে। সূর্য্যদেব ক্রমশঃ আকমহল শৈলচূড়া স্পর্শ করিলেন। মালাকারের পুষ্পবিপনি যুবক যুবতীগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাম্বূলীক

ক্রেতাগণের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া উঠিল। বহু অলঙ্কারপরিহিতা সূক্ষ্ম-বসনাবৃতা বারবিলাসিনিগণ সান্ধ্য বায়ুসেবনে বহির্গত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সুবর্ণ কলস কক্ষে গ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ হাব ভাব সহ সঙ্গিনিগণের সহিত হাস্য, কৌতুক ও পরিহাসসহ অবস্থান করিতেছে এবং চতুঃপার্শ্বে সচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। নগররক্ষী রাজপুরুষ-গণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুবক, যুবতী এবং বারবিলাসিনিগণের প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ বিপনিসমূহে এবং নৌকাসমূহে আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইল। দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাদিত হইল। গৌড়নগরীর সর্ব্বপ্রধানা বারবিলাসিনী বিদ্যুৎপ্রভা, সখী ও পরিচারিকাগণসহ উচ্চ হাস্য করিতে করিতে কুঞ্জবাটিকামধ্যে ভ্রমণব্যপদেশে প্রবেশ করিল। নটবধূ হীরাপ্রভা ও রত্নপ্রভা রাজোদ্যানের বিভিন্ন অংশে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত হাস্যালাপে নিযুক্ত হইল। সুরা-বিপনিসমূহ যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও যুবতীগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রাজোদ্যানস্থ কুঞ্জবাটীকামধ্যে প্রাচীন অশ্বত্থতরুতলে গাঙ্গনটবধূ বিদ্যুৎপ্রভা একজন অপরিচিত প্রৌঢ়ের সহিত হাস্যরসের অবতারণাসহ প্রেমালাপে নিমগ্ন রহিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা যাবত বিবিধ আলাপনের পর বিদ্যুৎপ্রভা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহচরীগণসহ নগরমধ্যে গমন করিল। অপরিচিত প্রৌঢ় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন পূর্ব্বক বিদ্যুৎপ্রভার অদূরে অনুগমন করিলেন। "নাকাধ্যক্ষ" কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবককে রজ্জুবদ্ধ-ভাবে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় কারাগারাভিমুখে লইয়া যাইতেছে। "চৌর-দ্ধরণীক" দুইজন চৌরকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া "নাকা" অভিমুখে প্রস্থান করিল। অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দিরে নরনারীগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আরাত্রিক শেষ হইয়াছে। একজন চৌর কোন এক

ধনী বণিকবধূর স্বর্ণময় কণ্ঠহার অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। নগররক্ষক রমণীর নিকট চৌরের আকার ও গঠনবিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন। যুবকগণ কৌশলে আগন্তুক যুবতীগণের সহিত বাক্যালাপ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। বৃদ্ধা শাশুড়ী, যুবতী বধূর অকস্মাৎ অদর্শনে চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল ভাবে অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত না হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে।

যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ দ্যূতক্রীড়া অভিলাষে গৌড়নগরের দ্যূতশালাভিমুখে গমন করিতেছে। একজন ব্রাহ্মণ যুবক, মাতার স্বর্ণবলয়দ্বয় অপহরণ পূর্ব্বক দ্যূতশালায় গমন করিতেছিল, পথিমধ্যে প্রধান নাকাধ্যক্ষের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইলে, যুবক তাহার অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক, নাকাধ্যক্ষ মহাশয়কে একটি স্বর্ণবলয় উপহার প্রদানপূর্ব্বক দ্যূতশালা দ্বারদেশে গমন করিল। প্রতি দ্যূতশালা গৌড়ীয়, মাগধী, উৎকলী বারবিলাসিনিগণে পূর্ণ রহিয়াছে। তাহারা দ্যূতশালাধ্যক্ষের নিয়োগ অনুসারে আগত জনগণের সহিত বাক্যালাপসহ দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতেছে। বহু রাজপদজীবিগণের অনুচরসমূহ দ্যূতশালায় অবস্থান পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতেছে।

এদিকে গৌড়নগরে গঙ্গানট-নিকেতনে অদ্য রুক্মিণী-হরণ অভিনয় হইতেছে। বিখ্যাত গঙ্গানট স্বয়ং কৃষ্ণের অভিনয় করিতেছে। নটীশ্রেষ্ঠা গঙ্গানট-বধূ বিদ্যুৎপ্রভা রুক্মিণীর বেশে সজ্জিতা হইয়া বীণা হস্তে রাগ রাগিণীর আলাপন করিতেছে। গৌড়নগরের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মোপজীবিগণ এবং গৌড়ীয় ধনকুবের বৈশ্য যুবকগণ, বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক যথাসুখে অভিনয় দর্শন করিতেছেন। বিদ্যুৎপ্রভার বীণাবাদন ও সঙ্গীতালাপ শ্রবণে দর্শকগন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিদ্যুৎপ্রভার হস্তস্থিত বীণা নীরব হইবা মাত্র নটরাজ গঙ্গানট বিবিধ গৌড়ীয় কৌশল-

জাত অঙ্গভঙ্গি সহ গোপিনীবেশে সজ্জিতা মুক্তাপ্রভা ও হীরাপ্রভার সহিত রসালাপ আরম্ভ করিল। বিদ্যুৎপ্রভা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জনৈক ধনকুবেরের যুবক পুত্রের পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠদেশ নিজ বহুমূল্য অলঙ্কার শোভিত ভুজলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া, অধরে চুম্বন করিল। যুবক আনন্দে স্বীয় কণ্ঠস্থ বহুমূল্য হীরক হার, বিদ্যুৎপ্রভার শোভনকণ্ঠে পরাইয়া দিল। জনৈক গৌড়রাজমন্ত্রীপুত্রের ইহাতে ক্রোধের উন্মেষ হইল, যুবক মন্ত্রীপুত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুতপদে বিদ্যুৎপ্রভার নিকট গমন করিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করিল। শ্রেষ্ঠীপুত্র বলপ্রয়োগে মন্ত্রীপুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিল। অদূরোপবিষ্ট মন্ত্রী দণ্ডায়মান পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে বলিলেন—"কে আছ, এই দুর্ব্বিনীত শ্রেষ্ঠীপুত্রকে নাট্যমন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া দাও?" কেহই মন্ত্রীর বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান বা সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইল না। শ্রেষ্ঠীপুত্র বিদ্যুৎপ্রভাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিল। অভিনয় সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

মন্ত্রীপুত্র অবমানিত হইয়া অবনত মস্তকে রঙ্গালয় হইতে প্রস্থান করিলেন—একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণযুবক রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ পূর্ব্বক পথিমধ্যে মন্ত্রীপুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন। "ভাই, দেখিলে ত! নিজেই নিজের মান রাখিতে হইবে?" মন্ত্রিপুত্র লজ্জাবনত বদনে উত্তর করিলেন—"শ্রেষ্ঠী বিন্দু গুপ্তের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। আমি তাহার প্রতিফল দিব। ওহে দিব্যোক ভট্ট, তুমি কি আমার কার্য্যে সাহায্য করিবে?" গম্ভীর স্বরে ভট্ট বলিলেন—"নিশ্চয়! তবে সাহায্যটা কোন্‌রূপে গ্রহণ করিবে? অপমান কি অপমান দ্বারা আহৃত হইবে।" মন্ত্রীপুত্র উত্তেজিতভাবেই বলিলেন—"নিশ্চয়!"

দিব্যো—"অবমানের প্রতিশোধ ত লইতেই হইবে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে

নয়! এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠী-সমাজ আর কাহারও অবমান করিতে সাহসী না হয়।"

মঃ পুঃ—"এক ব্যক্তির অপরাধে একটি সমাজের অনিষ্ট সাধন ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বোধ করি না।"

দিব্যো—"আমিও তাহা করিতে বলি না। কিন্তু বিন্দু গুপ্তের এপ্রকার ঔদ্ধত্যের কারণ স্বতন্ত্র। শ্রেষ্ঠী-সমাজ রাজশক্তিকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠীসমাজ একতাসূত্রে সংবদ্ধ। তাহারা প্রত্যেক রাজ-কর্ম্মচারীকে ভৃত্যের জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। তুমি মন্ত্রীপুত্র—তোমাকে বিন্দুগুপ্ত দাসপুত্র মনে করে—তোমার অশিষ্ট ব্যবহারে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তদুপরি তোমার পিতার প্রভুত্ব প্রকাশে বিন্দুগুপ্ত মন্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা ও অবমান করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যুৎপ্রভাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছিল। আর দেখ! সভাস্থ কেহই তোমার পিতার আহ্বানে তোমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। শ্রেষ্ঠীগণ অর্থ দ্বারা অধিকাংশ নাগরীকগণকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে, তদুপরি তাহাদের সরলতা, স্নেহ, ও দাতব্যে দেশের লোক বশীভূত হইয়াছে। ঐস্থলে শ্রেষ্ঠীসমাজকে অবমানিত, অপদস্থ না করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল নাই।"

এবম্বিধ বাক্যালাপ সহ উভয়ে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র তৃণগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের একপার্শ্বে একটি পিত্তলা-ধারে ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ হইতে ক্ষীণালোক বিকীর্ণ হইয়া গৃহটি আলোকিত করিয়াছে। কুটীরের অভ্যন্তরে, ভূমিপরি একখণ্ড নাতিবৃহৎ কম্বল বিস্তারিত রহিয়াছে! উভয়ে তদুপরি উপবেশন করিলেন। গৃহের একান্তে কতিপয় পুথি বস্ত্রাবৃতভাবে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। একটি জলপূর্ণ পিত্তলময় ভৃঙ্গার উপরি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। দিব্যোক

নম্র ভাষায় মন্ত্রীপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভাই দিবাকর নন্দি ? দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে, রাজসম্মানের উপযুক্ত কিছুই নাই—কেবল ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে ?"

দিবাকর—"আজ আমি কি নূতন আসিয়াছি !—তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু পাইয়াছি বলিয়া আমি এখন মানব পদবাচ্য রহিয়াছি নচেৎ গৌড়ায় ধনী যুবকের ন্যায় আমিও একেবারে অধঃপাতে যাইতাম।"

দিবোক—"কেবল গৌড়ীয় ধনীগণের নিন্দা করিও না—দেখ, কান্য-কুব্জ,রাজগৃহ, পাণ্ডুনগর, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, মঙ্গলকোট, বিক্রমপুর প্রভৃতি নগরসমূহ কুৎসিত বিলাসবাসনাস্রোতে নির্মজ্জিত রহিয়াছে। দেশের অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া পড়িয়াছে। দেশবাসী মাত্রেই অর্থের দাস হইয়াছে—দয়া,ধর্ম্ম, বিনয়, আত্মসংযম ও ত্যাগবল হইতে একেবারে দূরে অবস্থান করিয়া আপনাদিগকে উন্নত ও সভ্য বলিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেছে। স্বদেশের হিতসাধনা ত্যাগ করিয়া যাহাতে গৌড়নগর ধ্বংস হয়, যাহাতে গৌড়রাজ্য পর-রাজকরতলগত হয়, তাহার জন্য একদল লোক নিয়ত চেষ্টিত রহিয়াছে। জননী জন্মভূমির প্রতি যাহাদের ভক্তি ও মমতা নাই, এমত দল দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে, পূর্ণ কলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ দিবাকর ? গৌড়নগর সুরাস্রোতে নিমজ্জিত প্রায়। বারবিলাসিনা ও দ্যূতশালায় নগর পূর্ণ হইয়াছে। পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতায় মানব-হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। যে স্থানে গমন করিবে তথায় পরনিন্দা ও পরগৃহচর্চ্চাই শ্রবণ করিবে। দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে নিয়ত ক্রন্দন ধ্বনি উথিত হইয়া সমগ্র জনপদ পূর্ণ করিতেছে। বল দেখি !—ধনিগণ কি বধির নহে ! তাহাদের মর্ম্মভেদী দারিদ্রতা, অনাহারজনিত ক্লেশ কেহ কি দেখিতেছে ? আত্মসুখ নিবন্ধন দরিদ্রের শোণিত-শোষণ প্রবলবেগে চলিয়াছে। ধনী

ও শিক্ষিতগণ ইন্দ্রিয়সুখে নিয়ত তৎপর রহিয়াছে—দেশটা হল কি ভাই! এ স্রোত কি ফিরিবে না ?"

দিবাকর—"দরিদ্র সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আমাদের মধ্যে আদৌ নাই। কৈ একবারও ত তাহাদের কথা চিন্তা করি না! তাহারা যে আবার দেশের লোক, তাহাও ত কখন ভাবি নাই। তাহারা দেশে আছে কি নাই তাহার চিন্তা করি না। আমরা ও শ্রেষ্ঠীগণ লইয়া দেশের লোক বুঝি। এতদ্ব্যতীত আবার যে এক শ্রেণীর মানব আছে—তাহা ত অবগত নহি। একদলের অস্তিত্ব অবগত আছি—তাহারা ভিক্ষুক! তাহারা যাচক! তাহারা মানুষ নহে। পশুর মধ্যে গণ্য।"

দিব্যোক—"দেখ দিবাকর, ঐ পশুর সংখ্যাই অত্যধিক—ঐ পশুগুলাই আমাদের ও তোমাদের উদরপোষণ করিতেছে,উহারাই ভূতের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া আমাদের বিলাসবাসনার তৃপ্তিবিধান করিতেছে। উহারাই মাতৃ-ভূমির রক্ষার জন্য অমূল্য জীবন তুচ্ছ বোধে, আত্মশোণিত বিনিময়ে, মাতৃ-ভূমিকে আমাদের মা করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন মিথিলাবাসিগণ যখন গৌড়ভূমি আক্রমণ করিল, যেদিন রাজপুরুষগণ, প্রাণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন সেই দিন ঐ পশুগণই জননী জন্মভূমির রক্ষার জন্য উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে আত্মবলী-দানে গৌড়মাতাকে রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা মাতৃভক্ত তাহাদের উত্তপ্ত শোণিতস্রোতে মাতৃভূমি পঙ্কিল হইয়া গিয়াছিল। সেই গৌড়পশুগুলাই বীরবেশে, সেই ভীষণ রক্ত বন্যায় স্নান করিয়া মিথিলার প্রতি দুর্গশিরে রক্তরঞ্জিত বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল। তাহারা মরিল, গর্ব্ব বাড়িল আমাদের! সে বেশী দিনের কথা নহে। আজ সেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদালাপী, উদারমাতৃভক্ত পশুগণের স্ত্রী, পুত্র, বৃদ্ধ পিতা মাতা তাহাদের অভাবে অন্নবিনা মৃত্যুমুখে পতিত হই-তেছে। আজ আমরা তাহাদের অর্জ্জিত স্বাধীনতা সুখে অবস্থান করিয়া

সেই পশুগুলাকেই বিস্মরণ হইয়াছি! ছি! ছি!—তাই বলি পশু তাহারা না আমরা!! সেই পশুগুলার মধ্যেই মহৎ দেবত্ব ভাব বিদ্যমান, আর আমাদের হৃদয় নরকের সমগ্র কদর্য্যে শোভিত! এই যে তুমি অপমানিত হইলে—পশুগুলা কি করিয়াছে? তাহা নহে—শিক্ষিত, বিলাসী, গর্ব্বিত, লুব্ধ—স্বার্থপর আমরাই তোমায় এতাদৃশ অপমান করিয়াছি। পশুগুলাকে তুমি সামান্য স্নেহ কর, সামান্য আদর কর, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ কর, দেখিবে তাহারা তোমার জন্য প্রাণ দিবে। আর আমাদিগকে সম্মান না করিলে, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ না করিলে ব্যঙ্গ করিতেছ, বিদ্রূপ করিতেছ বোধে তোমাকেই দংশন করিব—আমরা কালকূট সর্প—উহারা অমৃত! এতকাল সর্পের আদর করিয়াছ—অমৃতের আদর কর নাই! এক্ষণে অমৃতের আদর করিতে শিখ!"

দিবাকর—"মিথ্যা নহে! যে দিন মহারাজ বল্লাল সেন দেব মৃগয়াব্যপদেশে নীচকুলজাতা পদ্মিনী চান্দেলীকে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন, যে দিন আচার্য্য সিংহগিরি চান্দেলীকে সৌগতধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক মহারাজের কুলস্ত্রী মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, সেই দিন হইতে সমুদায় রাজপদোপজীবিগণ, শ্রেষ্ঠীগণ ও শিক্ষিত দ্বিজকুল, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সেই দিন হইতে তাঁহারা মহারাজ বল্লালের প্রধান শত্রুরূপে গণ্য হইয়াছেন। সেই দিন হইতে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন কি মহারাজকে বিষপ্রয়োগে গোপনে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। রাজান্নে প্রতিপালিত বিশ্বাসী ভৃত্যগণই এই নৃসংসকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন; দেশপূজ্য মহাত্মগণ, প্রকাশ্যভাবে রাজ-নিন্দা করিতেছেন। আর আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি—কোন রাজপুরুষ কতিপয় শ্রমজীবী কৃষকগণকে, রাজার এই অন্যায় আচরণের জন্য, রাজার

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ দিবার ছলে রাজনিন্দা করিলে—তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক বলিল—রাজা দেবতা, রাজা পিতা তাঁহার নিন্দা শুনিলে নরকে গমন করিতে হইবে—এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পবিত্র হইল এবং মহারাজের কল্যাণ কামনা করিয়া শিব-মন্দিরে পূজা প্রদানপূর্ব্বক নগর ত্যাগ করিয়া আপন পল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিল। সেই দিন মনে করিয়াছিলাম উহারা মূর্খ নির্ব্বোধ এক্ষণে মনে হইতেছে, উহারাই পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, প্রকৃত রাজভক্ত ও ধার্ম্মিক। আমরাই রাজার শত্রু, আমরাই স্বদেশদ্রোহী, আমরাই জননী জন্মভূমির অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান।"

দিব্যোক—"দিবাকর,এখন বুঝ নাই, এখন দরিদ্র শ্রমজীবিগণের পবিত্র হৃদয়স্থ পবিত্র দেবমূর্ত্তি দর্শন কর নাই। বহু তপস্যার পর বুঝিতে পারিবে ! তাহারা নররূপী দেবতা, তাহাদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। দরিদ্রের হৃদয় পবিত্র তীর্থক্ষেত্র—সেই পবিত্র তীর্থভূমিতে. ক্ষণকাল অবস্থান করিলে, মানব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। যদি শিবত্বপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় হয়, তবে আইস বন্ধু, অকপটে দরিদ্রের সেবা করি। দরিদ্রের জন্য, কৃষককুলের জন্য, আত্মোৎসর্গ করিয়া অমরত্ব লাভ করি। তোমার একটি প্রাণ, কৃষকের সেবায় উৎসর্গ করিলে দেখিতে পাইবে, চতুর্দ্দিক হইতে কোটী কোটী পবিত্র বলিষ্ঠ হস্ত তোমার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। তোমার একটি প্রাণের জন্য, কোটী কোটী সরল প্রাণ ছুটিয়াছে, তোমার একটি দেহ, তাহাদের হিতকামনায় উৎসর্গ করিলে, কোটী কোটী প্রাণ, তোমার প্রাণে মিলিত হইবে। তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ, বহু প্রাণসমষ্টিতে মহৎ হইবে। এক্ষণে বলদেখি দিবাকর ? কাহার জন্য তোমার প্রাণ, মন, দেহ অর্পণ করিবে ?"

দিবাকর—"আমি আমার সর্ব্বস্ব দানে শ্রমজীবীর পূজা করিব। দরিদ্রের পবিত্র দেহ, আমার এই দুইখানি হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিব। দরিদ্রের প্রাণে আমার এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র প্রাণ মিশাইয়া দিয়া, দরিদ্রের সেবা করিব!"

দিব্যোকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, গণ্ডস্থল বহিয়া মন্দাকিনীর পবিত্রধারা প্রবাহিত হইল। হস্তপ্রসারিত করিয়া দিবাকরকে আলিঙ্গন করিল। গদ-গদ ভাষায় বলিল,—"ভাই দিবাকর, তুমি অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় পবিত্র হইয়াছ, তোমার আলিঙ্গনে আমি পবিত্র হইলাম।"

দিবাকর মিত্র দিব্যোককে কম্পিত ভুজদ্বয় দ্বারা দৃঢ় আলিঙ্গন করিল। উভয়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ, উভয়ের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রেমাশ্রু বক্ষ-প্লাবিত করিতেছে। নৈশবায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে—তৈলহীন ক্ষীণ দীপালোক, একবার মাত্র উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কুটীর মধ্যে এক দীর্ঘাকার মূর্ত্তি প্রবেশ করিলেন—স্নেহস্বরে ডাকিলেন—"দিব্যোক! দিব্যোক।" দিব্যোক দিবাকরকে ত্যাগ করিয়া ব্যাকুলভাবে দীর্ঘাকার পুরুষের পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"গুরুদেব!"

গুরুদেব—"হাঁ! দিব্যোক? আজ আমি তোমাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়াছি—শঙ্কর তোমাদের মঙ্গল করুন!"

দিব্যোক দিবাকরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"ভাই দিবাকর এই দেশ আমার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুদেব—মহাত্মা অনিরুদ্ধ ভট্ট—দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—প্রণাম কর? ইনি দরিদ্র কৃষককুলের পিতা—ত্যাগ ও সন্ন্যাস-বলে ইনি দেশপূজ্য।" দিবাকর, ভট্টচরণে মস্তক অবনত করিয়া দুইহস্তে পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক আপন মস্তকে অর্পণ করিলেন। আচার্য্য অনিরুদ্ধ ভট্ট দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করিয়া দিবাকরকে আপন বক্ষে ধারণপূর্ব্বক

বলিলেন—"দিবাকর যথার্থই তুমি দিবাকর। বুঝিলাম তুমি আমার উত্তর-সাধক হইবে। আমি ধন্য। ভগবান বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। এই বলিয়া তাহার মস্তকে হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।" দিবাকর শান্ত শিষ্ট শিশুর ন্যায় তাঁহার চরণসমীপে উপবিষ্ট হইলেন এবং দুইহস্তে চরণধারণ করিয়া নতমুখে অবস্থান করিলেন।

ভট্ট দিবাকরের হস্ত ধারণ করিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন—"দিবাকর! আজ তুমি অবমানিত লাঞ্ছিত হইয়াছ—সেই লাঞ্ছনা, সেই অবমাননাই তোমার উন্নত গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া সমতল করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি পবিত্র হইয়াছ। মানবের বৃথা অহঙ্কার, বৃথা গর্ব্ব চূর্ণ না হইলে প্রচ্ছন্ন সত্যস্থন্দর ত্যাগবলের বিকাশ হয় না। অদ্য তোমার হৃদয়স্থ প্রচ্ছন্ন সত্য উন্মুক্ত আলোক প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগের পথে চলিয়াছে—স্বদেশসেবা, দরিদ্রসেবা তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে—অদ্য হইতে তুমি দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছ। এতকাল তুমি নিদ্রিত ছিলে—দীর্ঘজীবনকাল গভীর অন্ধকারে ঘূর্ণিত হইতেছিলে। আজ জ্ঞান উষার পবিত্র আলোকে তুমি সত্যস্থন্দর ত্যাগবল লাভ করিয়া মাতৃ-সেবার উপযুক্ত হইয়াছ। তুমি ধন্য! তুমি ধন্য!"

"বৎস্য দিব্যোক কুশল ত?" "দিব্যোক উত্তর করিলেন, আপনার প্রসাদে অকুশল অসম্ভব।"

অনি—"দিবাকর বালক, বয়সে তোমার অপেক্ষা ছোট, সুতরাং তুমি আপন ভ্রাতারন্যায় সর্ব্বদা উহাকে রক্ষা করিবে সংশিক্ষা ও সৎসাহস প্রদান করিবে।"

দিব্যো—"গুরুদেব! দিবাকরের হৃদয় আপনার আশীর্ব্বাদে অদ্য পবিত্র হইয়াছে। মিথ্যা ভাবনা ত্যাগ করিয়া সত্যপদে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

সত্যালোকে আপনি উহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক আপনার প্রেমরাজ্য বিস্তার করুন। ইহাই আমার প্রার্থনা।”

অনি—“দেখ বৎস্য! দীক্ষাব্যাপার লৌকিক কর্ম্ম। দীক্ষা দ্বারা ত্যাগ-ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব! সৎচিন্তাই, ত্যাগের মধুময় পথ প্রদান করে। ত্যাগই ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষাদান করিয়া থাকে। তোমরা কর্ম্মী, তোমরা যুবক, তোমরা কর্ম্ম দ্বারাই উন্নত ত্যাগবলে বলীয়ান্ হইবে।

যুবকগণই জগৎজননী মাতৃভূমির সেবক। তোমাদের ত্যাগবলেই জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী হইবেন। তোমরাই বর্ত্তমান অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিব্যালোকে জননীর মূর্ত্তি বিকাশ করিবে। তোমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য বিস্তারিত রহিয়াছে। তোমরা চিন্তা দ্বারা কর্ত্তব্য সমুদায় একে একে পালন কর। তোমরা সকলে সমবেত হও, একত্র হও, একপ্রাণ হও, দেখিবে জননী তোমাদের নিকট তাঁহার অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তোমরা মাতৃশক্তিপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিবে। দরিদ্র নরনারীর জন্য, মাতৃভূমির দৈন্যতার জন্য, তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্রশক্তি সমুদায় কেন্দ্রীভূত করিয়া সেবাব্রতে নিযুক্ত হও। তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরাই অন্বেষণ কর। বৎস্য দিবাকর অদ্য রাত্রে তুমি বিদ্যুৎপ্রভার নাট্যমন্দিরে কি জন্য গমন করিয়াছিলে?”

দিবা। গুরুদেব! অভিনয় দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম।

অনি। শ্রেষ্ঠী বিন্দু গুপ্তের সহিত বিবাদ করিলে কেন?

দিবা। বিন্দু গুপ্তের দুর্ব্যবহারের জন্য।

অনি। বিন্দু ত কোন দুর্ব্যবহার করে নাই?

দিবা। বিদ্যুৎপ্রভার সহিত তাহার ব্যবহার বড়ই অন্যায় হইয়াছে।

অনি। আদৌ অন্যায় হয় নাই। গঙ্গানটবধূ বিদ্যুৎপ্রভা, রূপের

বিপণী সাজাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এবং গুপ্তচরগণের পরামর্শে রাষ্ট্রীয় সার্ব্বজনীন একতা ভঙ্গ করিবার উপায়বিধান করিয়া থাকে। নট নটীগণ তাহা আদৌ অবগত নহে, গুপ্ত রাজানুচরগণের উপদেশমত তাহারা কার্য্য করে। অর্থবলে তাহারা বশীভূত রহিয়াছে। তুমি নাট্যমন্দিরে গমন না করিলেই চলিত।

দিবা। আমরা গৌড়ীয় নাগরিকগণের মধ্যে উচ্চ সম্মান অধিকার করিয়াছি। আমরা যে উন্নত সমাজে অবস্থান করিতেছি তাহার মান সম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অর্থের অপব্যবহার করিতে হয়, স্বসমাজভুক্ত জনগণের কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইতে হয়। দেশকে ভুলিয়া বিলাসস্রোতে ভাসিতে হয়। প্রধানের সম্মানরক্ষার্থ সুরাপান, বেশ্যালয়ে গমন, দ্যূতক্রীড়া এবং দরিদ্রপীড়ন কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। নিয়ত এই সমুদায় কার্য্য করিতে করিতে, নিয়ত আমাদের সমাজস্থ ঐ প্রকার ব্যবহার দেখিতে দেখিতে, ঐ প্রকার-চিন্তা করিতে করিতে, আমরা এতাদৃশ অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের গৌড়ীয় উন্নত ধনী ও মানী সমাজের সমুদায় অন্যায় কার্য্যাবলী আমাদের নিকট ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে। কেহ কখন আমাদের কার্য্যে দোষারোপ করিলে, আমরা ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠি এবং আমরা তাহার উৎপীড়নে বদ্ধপরিকর হই। দোষ কাহার তাহা দেখিবার প্রয়োজন হয় না—আমরা আমাদের বিপক্ষদলেরই দোষ দেখিতে পাই। আমাদের বিপক্ষদলকে দমন করিবার জন্য আমাদের সমগ্রশক্তি অন্যায়ভাবে ব্যয় করি। আমাদের আচরিত অন্যায় কার্য্যও অপর সাধারণকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য করি। আমরা অভ্যাসহেতু আমাদের স্বসমাজভুক্ত কতিপয় যুবক রঙ্গালয়ে গমন করিয়া ঐশ্বর্য্যবলের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে তৎপর হইয়া এই লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছি। অদ্য রাত্রে আমাদের পরিবারস্থ রমণীগণও

রঙ্গালয়ে আগমন করিয়াছেন—এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ রমণীগণ আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সমক্ষে আমাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগিতা প্রদর্শন দ্বারা আত্মশ্লাঘালাভের বাসনা অত্যধিক প্রবল হইয়া থাকে। অর্থের অপব্যবহারের প্রতিযোগিতায় যে পরাস্থ হইবে, আমাদের সমাজভুক্ত রমণীমহলে তাহার দুর্নাম রটনা হইয়া থাকে। অদ্য আমি রঙ্গালয়ে আগমন না করিলে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে আমার অখ্যাতি হইত। রমণীসমাজে আমার মান থাকিত না, এমন কি আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমার নিন্দা করিতেন। অভিমানে বাক্যালাপ করিতেন না এবং রমণীসমাজে তাঁহার মান সম্ভ্রম হীন হইয়া পড়িত। সমাজের ভয়ে আমাদিগকে অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়।

আচার্য্য অনিরুদ্ধ ভট্ট ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে দিব্যোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দিব্যোক শ্রেষ্ঠ এবং রাজশক্তিপরিচালক মহাত্মাগণের নৈতিক বলের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে ত? এখন নীচাশয় জনগণের হস্তে গৌড়ভূমি কীদৃশ লাঞ্ছিত হইতেছে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছ! দিব্যোক সাবধান! দিবাকর! তুমি কি ঐ মহান সমাজে অবস্থান করিবে?"

দিবাকর আচার্য্যের পদদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, এবং বারম্বার বলিতে লাগিলেন—"গুরুদেব মুক্তির উপায়বিধান করুন। আমি আর গৃহে গমন করিব না। আমি আর মন্ত্রীপুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না। আমাকে রক্ষাকরুন।" আচার্য্য দিবাকরের গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"দিবাকর তুমি আমাকে ধন্য করিয়াছ। তুমি পবিত্র হইয়াছ। তোমার কর্ত্তব্য তুমি অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দিবাকর, হিংস্রপশু মধ্যস্থিত অরণ্য ত্যাগ না করিয়া সেই মহারণ্য হইতে তাহাদিগকে উৎসারিত করিয়া জনপদবাসিগণকে আতঙ্কশূন্য করাই বীরের কার্য্য, সেবাব্রতেব্রতী এবং ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত পুরুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা স্মরণ

রাখিও। তুমি সংসারী, তোমারদ্বারা সংসারের শক্রকুলের উচ্ছেদ সাধনাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। তুমি গৌড়ীয় শক্তিশালী সমাজের অপবিত্রতা বিদূরিত করিয়া পবিত্রতার নির্ম্মলজলে ধৌত করিতে সমর্থ হইবে কি? ইহাই শুনিতে চাই—বল পারিবে কি?"

দিবাকর—"সুপথ দেখাইয়া দিন, আমি সেই পথে ভ্রমণ করিব। আমাদের সমাজ আপনার পরামর্শবলে পবিত্র হইবে।"

অনিরুদ্ধ—"না দিবাকর ইহা সম্ভবপরনহে। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমাকেই নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। তোমার গন্তব্য পথ তোমাকেই উদ্ভাবিত করিতে হইবে। তোমার সৎচিন্তা, তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিবে। তুমি স্বয়ং তোমার স্বহস্ত প্রস্তুতিকৃত সুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইবে। যাহাতে তোমার পদস্খলন না হয়, তাহার ভার তোমার বন্ধুগণই গ্রহণ করিবেন। কত বাধাবিঘ্ন কত বিপদ আপদের মধ্যদিয়া তোমার গন্তব্যপথ প্রসারিত তাহা তুমি উপলব্ধি করিবে। নূতন নাবিক, তাহার তরণীসহ ঝটিকাবর্ত্তে পতিত না হইলে শ্রেষ্ঠ নাবিক হইবার যোগ্য হয় না। তুমি তোমার তরণীর কাণ্ডারী হইয়া অসংখ্য জলাবর্ত্ত, ঘূর্ণীবায়ু ও ঝটিকার মধ্যদিয়া বাহিয়া লইয়া যাও। সুপথ পাইবে, বিজ্ঞ হইবে। ঐ দেখ অনন্ত আকাশ হইতে অনন্ত শক্তি তোমার মস্তক উপরি বর্ষিত হইতেছে। এই পবিত্র গৌড়মণ্ডলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই জননী ধরিত্রীদেবীর পীযূষসুধা পান করিয়া জীবিত রহিয়াছ। ঐ হরিপদ বিনিস্থতা পবিত্রা জাহ্নবী জীবনে তোমার জন্মভূমি পবিত্রিকৃতা হইয়া তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই দেবমাতা জন্মভূমিকে তুমি সকল কলঙ্ক হইতে মুক্ত কর। মাতৃপূজাদ্বারা জীবন সার্থক কর। স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিবে, দেবতাগণ তোমার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন। তুমি অমর হইবে। পবিত্র নরনারীগণের

প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ মিলিত হউক। দরিদ্রের কাতর ক্রন্দনজনিত নয়নাশ্রু তুমিই মুছাইয়া ভ্রাতা ভগ্নীর সমাদর করিবে। আমাদের জননী তোমার মহৎ কার্য্যে শান্ত ও শ্রীবিশিষ্টা হইবেন—তুমি মা বলিয়া ডাকিবার অধিকারী হইবে। তোমার মাতৃসম্ভাষণে জননী জন্মভূমি জাগরিতা হইয়া তোমাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিবেন।

দিবাকর আমার বাক্যগুলি স্মরণ রাখিও। রাত্র অধিক হইয়াছে—শয়ন কর। আমি চলিলাম। দিব্যোক, অদ্য দিবাকর তোমার সহিত শয়ন করিবে। দেখ দিবাকর—অদ্য নাট্যমন্দীরে যুবক বিন্দু গুপ্ত তোমার উপর যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে তাহা আমার আদেশেই করিয়াছে তুমি তাহার উপর ক্রোধ করিবে না। কল্য প্রাতে, সেই সরল মাতৃভক্ত বিন্দুগুপ্তকে তোমার দাসরূপে লাভ করিবে। অনিরুদ্ধ প্রস্থান করিলেন।" উভয়ে সেই সামান্য শয্যাপরি শয়ন করিল। দিবাকরের নিদ্রা সহসা তাহার চেতনা হরণে সমর্থ হইল না। ধীরে ধীরে দিবাকরের অজ্ঞাতসারে নিদ্রাদেবী তাহার নয়নদ্বয় নিমিলিত করিয়া দিলেন। দিব্যোক রাত্রে যতবার চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততবারই স্বপ্নঘোরে দিবাকরকে কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শ্রবণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাগরিক সমাজ

গৌড়-ধর্ম্মাধিকরণিক মহামন্ত্রী শ্রীযুক্ত হলায়ুধ মিশ্রের গৃহে অদ্য একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। সমগ্র রাজপদোপজীবিগণ ও প্রধান

প্রধান নাগরিকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। স্বয়ং মহারাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রীবাসভবনের গণেশমূর্ত্তি-শোভিত প্রধান প্রবেশদ্বার ধ্বজপতাকা এবং পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছে। সপুষ্প কদলি-তরুদ্বয় বারিপূর্ণ হেমঘটসহ দ্বারদেশের উভয়পার্শ্বে মঙ্গলোদ্দেশে সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রবেশ পথের উভয়পার্শ্বে সুদূর পর্য্যন্ত কদলিতরু ও ঘটরাজি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। চন্দন মিশ্রিত বারিসিঞ্চনে শরণি আর্দ্র হইয়াছে। লাজ সমষ্টি যূথিকাপুষ্পের ন্যায় পথোপরি বিকীর্ণ রহিয়াছে। বংশী-রবসহ মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হইতেছে। রমণীগণ উলুধ্বনিসহ শঙ্খ-বাদন করিতেছেন। নিমন্ত্রিত জনগণ সুসজ্জিতভাবে মন্ত্রীভবনে আগমন করিতেছেন। দাসগণ নিমন্ত্রিতগণের পদধৌত করিয়াদিতেছে।

মন্ত্রীভবনের বহির্বাটীতে চন্দ্রাতপ-পরিশোভিত সুবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ভিক্ষুকগণের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রশস্ত আসন বিস্তারিত রহিয়াছে। মহারাজ এবং রাজপুত্রগণের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠাসন সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ভাটগণ সভাপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনাসূচক যশঃগান করিতেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া পরস্পর হাস্যালাপে নিযুক্ত হইতেছেন। বালকগণ চঞ্চল চরণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইয়া মণ্ডপের শোভাবর্দ্ধনার্থ পুষ্পিত পাদপরাজী হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। স্বর্ণমরকত-শোভিত চামর-নিকর-ধারণ-পূর্ব্বক সুসজ্জিত ভৃত্যগণ সভ্যগণের ক্লান্তি হরণার্থ ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে। সভামধ্যে স্থানে স্থানে স্বর্ণময় পুষ্পাধারে বিবিধবর্ণের সৌগন্ধ পুষ্প স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। বহুসংখ্যক স্বর্ণপাত্র চন্দনপঙ্ক দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

বিবিধাকার বহুমূল্য শত শত ধূপাধার হইতে বিবিধপ্রকার সুগন্ধি ধূম উত্থিত হইতেছে। ক্রমশঃ নিমন্ত্রিতগণের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন সুতুমুল

কোলাহল সমুত্থিত হইয়া অসংখ্য ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন স্থানে ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক উত্থাপিত করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কোন স্থানে রাজ-নৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠীগণ বাণিজ্যবিষয়ক কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন। অধমর্ণগণের ঋণশোধ সম্বন্ধে ঔদাসিন্যভাব এবং কুশীদবৃদ্ধির প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যগণের নৃসংশ কুশীদঘটিত কার্য্য দ্বারা অধমর্ণের প্রতি যে প্রকার ভীষণ অত্যাচার হয় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রেষ্ঠীগণের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। কুশীদজীবিগণ হাস্যসহকারে শ্লেষবাক্য পরিপাক করিতেছেন। যুবকগণ দলবদ্ধভাবে উপবেশনপূর্ব্বক নাট্যালয় ও নটী সম্বন্ধে আপনাপন মতামত প্রকাশ করিতেছেন। কতিপয় যুবক তীব্রভাষায় দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা লইয়া সমাজপতি এবং রাজ-পুরুষগণের সহিত তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন—আমরা ইহা করিব, তোমাদিগকে উহা করিতে বাধ্য হইতেই হইবে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ শাস্ত্রালাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। শ্রমণ, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক আলাপ করিতেছেন। বৈদিকপন্থী প্রৌঢ় এবং যুবকগণের সহিত ভীষণ তর্ক চলিতেছে। ভিক্ষুণী-গণের মধ্যে কেহ কেহ তালমানসমন্বিত সুশ্রাব্য বৌদ্ধসঙ্গীত আলাপন করিতেছেন। পুরমহিলাগণের দ্বারা সভার একদেশ পূর্ণহইয়া গিয়াছে। বিবিধ কলরবে সভা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বহির্দ্বারে তূর্য্য ঘন ঘন নিনাদিত হইল। বিবিধ বাদ্য বাদিত হইল। ভাটগণ "মহারাজ বল্লালসেন দেব আগমন করিতেছেন," বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। কর্ম্মকর্ত্তাগণ রাজ-সম্ভাষণে গমন করিতেছেন। রমণীগণ চতুর্দ্দিক হইতে লাজসহ পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক শঙ্খ ও উলুধ্বনি দ্বারা রাজসম্ভাষণ

করিতেছেন। রমণীকণ্ঠনিসৃত মধুর গীতধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজভৃত্যগণ দণ্ড, ছত্র, চামর হস্তে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। শিবিকাবাহকগণের ধ্বনি জনতামধ্যস্থ কোলাহল ভেদ করিয়া শ্রবণগোচর হইল। দেহরক্ষী সৈনিক যুবকগণ কেহ বল্লম, কেহ উন্মুক্ত কৃপাণ, কেহ ধনুর্ব্বাণ হস্তে সভাপ্রবেশ পথের উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। মহারাজের শিবিকা বহির্দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক সভা-মণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রশস্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। মাগধগণ রাজপ্রশংসাসূচক গাথা সুস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। রমণীগণ পুষ্প ও লাজ রাজশিরে বর্ষণ করিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিসহ উলুধ্বনি মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। বৃদ্ধ রাজা অবতরণ করিলেন, ভৃত্য সুবর্ণ পাদুকা দ্বারা পদদ্বয় শোভিত করিয়া দিল। ছত্রবাহক রাজশিরে সুবর্ণ মনিমাণিক্যময় রাজছত্র ধারণ করিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী হলায়ুধমিশ্র মহারাজের হস্তধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডহীন বৃদ্ধরাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীর সহিত হাস্যসহ মধুর আলাপ করিতে করিতে রাজযোগ্য আসনসমীপে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বজাতি ক্ষত্রিয়গণকে অভিবাদন করিলেন। বরেন্দ্রনগরবাসী মহাসামন্ত সমাজপতি মহাত্মা কর্ক্কটনাগ বরেণ্য আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, মহারাজ তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন-সহকারে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বৈশ্যগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠীপ্রবর ধনকুবের মধুকর গুপ্তের হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে দ্বাদশটী শিবিকা সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইল। যুবরাজ, সেনাপতি, সান্ধি-বিগ্রহিক পশুপতি ও অন্তরঙ্গগণ একে একে অবতরণপূর্ব্বক যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃসর সভাস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মাগধগণ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন স্তুতিগান করিল। সভাস্থ

জনগণ রাজআগমনে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কেবল কতিপয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুবক, বৃদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠী যুবকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি রাজসম্ভাষণার্থ দণ্ডায়মান হন নাই। রাজা, রাজামাত্য ও রাজপরিবারস্থ সকলে উপবিষ্ট হইলে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণকালের জন্য সভা নিস্তব্ধ হইল।

মহারাজ বল্লালসেন দেব সভাস্থ জনগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন দেব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুবকগণের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

হলায়ুধ মিশ্রপুত্র সুবৃহৎ সুবর্ণপাত্র ফুলমালাপূর্ণ করিয়া এবং একটি স্বর্ণ কটোরাপূর্ণ তরলচন্দনসহ সভামধ্যে আগমন করিলেন। ঘটকপ্রবর দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান ব্রাহ্মণ সমাজপতির বংশবিবরণ বর্ণনা করিলেন। প্রধান ব্রাহ্মণপতি মালাচন্দন প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে ঘটক কর্ত্তৃক পরপর কুলশ্রেষ্ঠগণের বংশকীর্ত্তণসহ মালাচন্দন প্রদত্ত হইতেছিল, বরেন্দ্র ও রাঢ়ীশ্রেণীগণের মধ্যে মালাচন্দন ব্যাপারঘটিত তর্ক উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ-কষায়-লোচনসহ চীৎকার ও আস্ফালনে সভা কম্পিত হইয়া উঠিল। কেহ বলেন আমি অগ্রে মালাচন্দন প্রাপ্ত হইব। কেহ বলিলেন আমি উহার পরে মালাচন্দন প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এক এক সমাজ হইতে এক একজন কুলশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ঘটক সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক সমাজের মধ্যস্থ দোষ গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলস্থ প্রত্যেক বংশের কুলবিবরণ কীর্ত্তনের সহিত কত গুহ্য গার্হস্থ্য কলঙ্ক প্রকাশ্য সভায় কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। সাধারণ জনগণ যে সকল গোপনীয় ব্যক্তিগত, বংশগত, কুলগত কলঙ্ক বিষয়ে অবগত ছিল না তাহা অদ্যকার প্রকাশ্য সভায় শত শত শ্রেষ্ঠ জনগণের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অসন্তোষের বীজ উপ্ত করিল। ব্রাহ্মণগণের

মধ্যে যাহাদের কুৎসিত গৃহছিদ্র প্রকাশিত হইল তাঁহারা মস্তক নত করিয়া সভায় উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রমেই ব্রাহ্মণসমাজে বিবাদ ঘনীভূত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ ক্রোধে, কেহ কেহ অভিমানে, কেহ কেহ অবমানিত হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে সমর্থ না হইয়া মহারাজ বল্লালসেনকে ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ রাজপুরোহিতকে ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণ-সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনারা উপস্থিতক্ষেত্রে বিবাদ না করিয়া অন্য এক দিবস ইহার সুমীমাংসার জন্য দিন স্থির করুন। সেই দিবস রাজসভায় উপযুক্ত ঘটক মহোদয়গণ দ্বারা সুবিচারপূর্ব্বক বিবাদ মীমাংসিত হইবে। যাঁহার পর যিনি মালাচন্দন প্রাপ্ত হইবেন তাহা সেই রাজসভায় প্রদত্ত হইবে। অদ্য মালাচন্দন প্রদান না করিয়া পৃথক পাত্রে রক্ষিত হউক।"

ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতে একজন তেজস্বী বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। "ওহে রাজদাস রাজপুরোহিত? সামাজিক সম্মান অসম্মানের বিচার রাজদ্বারে অসম্ভব। রাজা সমাজ-শাসনের কেহই নহেন। আমরা রাজানুগ্রহ প্রার্থনা করি না। বিশেষতঃ তুমি একজন পতিত ব্রাহ্মণ, তুমি পতিত ক্ষত্রিয় রাজার অন্নদাস, তুমি রাজার দান গ্রহণ করিয়াছ, তুমি শূদ্রতুল্য, তোমার বাক্যে ও শাসনে বাহ্মণ-সমাজ পরিচালিত হইবে না। তুমি আমাদের সমাজ হইতে পতিত হইয়াছ। তুমি আমাদের মধ্যে অবস্থানেরও উপযুক্ত নহ।" রাজপুরোহিত করযোড়ে বিনয়বাক্যে বলিলেন। "হে মহানুভব ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ শ্রবণ করুন— আমি মহারাজের দানগ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছি কি না তাহার বিচার প্রার্থী হইয়া আপনাদের নিকট পূর্ব্বকৃত নিবেদন ব্যক্ত করি নাই। আমি

রাজআদেশ অনুসারে উপস্থিত কলহ হইতে নিবৃত্তি হইবার জন্য এবং অন্য এক দিবস রাজভবনে এই বিবাদের মীমাংসার জন্য দিন স্থির করিবার প্রার্থনা মাত্র করিয়াছি।” পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—“ওহে রাজভৃত্যাধম! তোমার রাজা জাতিচ্যুত হইয়াছেন। নীচকুলোদ্ভবা চান্দেলী সহবাসে তোমার রাজা সমাজচ্যুত জাতিচ্যুত—যাহার জাতি নাই—তাহার ধর্ম্ম নাই—তোমার রাজা ম্লেচ্ছ আমরা ম্লেচ্ছের অনুশাসনে সমাজ পরিচালিত হইতে দিব না। রাজ্যের রাজা বল্লালসেন, সমাজ বা জাতির রাজা নহে। আমাদের জনপদের রাজা বল্লালসেন বলিয়া এই সভামধ্যে বসিতে দিয়াছি। নতুবা সামাজিকভাবে সভার একপ্রান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিতেও দিতাম কি না সন্দেহ। মহারাজ যদি ব্রাহ্মণ-সমাজ শাসনের জন্য এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সভাত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ আমরা সভাত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিব।” মহাসান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি আচার্য্য বৃদ্ধের তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—“ওহে সমাজপতি মহাশয়? আপনি পণ্ডিত হইয়াও অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ও মহারাজের প্রতি অন্যায় কটূক্তি দ্বারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

প্রথমতঃ আপনারা সামাজিক ব্যাপার লইয়া আত্মকলহের সৃষ্টি করিতেছেন—ক্রমে এই কলহ ব্যক্তিগতভাবে বদ্ধমূল হইবে এবং এই যৎসামান্য কলহের মধ্য দিয়া বিপুল অশান্তির পুষ্টিবিধান হইবে। সেই অশান্তির দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবে, এই প্রকারে দেশে একতা বিনষ্ট হইয়া রাজবিদ্রোহী সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন করিবে। রাজশক্তি দ্বারা সেই অশান্তি ও বিপ্লব আমূল বিনষ্ট না হইলে রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে—কেহই রাজশাসন মান্য করিবে না, রাজার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস অপনিত হইবে সুতরাং রাজা বর্ত্তমানে রাজ্য অরাজক প্রায় হইয়া

উঠিবে—এক্ষেত্রে রাজশক্তি দ্বারা অঙ্কুরেই ভবিষ্যৎ অশান্তি ও বিপ্লব নিরাময় করণার্থ রাজশক্তির প্রয়োজন হইতেছে। আপনাদিগকে রাজাদেশ মান্য করিতে বাধ্য হইতে হইবে। সময়ে সময়ে বাধ্য হইয়া সমাজশাসনে রাজশক্তির প্রয়োজন আবশ্যক হয়। রাজা কেবল রাষ্ট্রপতি নহেন, তিনি সমাজপতিও বটেন। তবে সকল সময়ে সকল সামাজিকশাসনে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা অশান্তির বৃদ্ধি বাঞ্ছা করেন না কিন্তু আবশ্যক বোধ হইলে কেবল সামাজিক শাসন কেন, পারিবারিক শাসনের ক্ষমতাও রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ—নীচকুলোদ্ভবা চান্দেলীকে রাজপ্রাসাদে স্থানদান অন্যায় হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ মধ্যে কেহ ধীবর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেহ বিধবাবিবাহ করিয়াছিলেন, কেহ নাগ, কেহ রাক্ষস কন্যার পাণীগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণের নিম্নতর জাতীয়া রমণী গ্রহণে শাস্ত্রীয় অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং মহারাজের চান্দেলী গ্রহণ বিধিপূর্ব্বক কার্য্যই হইয়াছে।” সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি আচার্য্যের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে একজন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া সদর্পে বলিতে আরম্ভ করিলেন—“চাটুকার রাজান্নে প্রতিপালিত আচার্য্য পশুপতির পক্ষেই এই সকল উক্তি শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। দাসত্বের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ব্যবসা দাসত্ব নহে! ব্রাহ্মণের কার্য্য সকল জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন। ব্রাহ্মণ সংসারী হইয়াও ত্যাগী। ব্রাহ্মণ সমাজের, রাষ্ট্রের এমন কি সমগ্র জগতের মঙ্গল-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা করেন না। আমরা সেই ব্রাহ্মণ।

আমরা সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভারত ব্রাহ্মণ শাসন ভূমি। ব্রাহ্মণ্যশক্তির সহিত রাজশক্তি মিলিত হইলে তবে ভারতের রাজ্য শাসিত হইবে, নচেৎ নহে। ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু, সকল সম্রাটের

সম্রাট হইয়াও দরিদ্র, ভিক্ষুক, নির্লোভী আনন্দময়। ত্যাগী নির্লোভী ব্রাহ্মণ দেবতাই রাজাকে শাসন করিবেন। আমি সেই পবিত্র নরদেবতা ব্রাহ্মণ্যশক্তি প্রভাবেই বলিতেছি। ব্রাহ্মণের শাসন ব্রাহ্মণগণই করিবেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতিগণের সমাজশাসন এমন কি দৈহিক ও পারত্রিক কল্যাণ উদ্দেশে সর্ব্ববিধ শাসনই, প্রভুত্ব ইচ্ছাধীন ব্রাহ্মণগণই প্রভুত্ব করিবেন। ব্রাহ্মণের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজা ব্রাহ্মণ শাসন বলেই রাষ্ট্রশাসন ও পালন করিবেন। রাজা স্বয়ং কিছুই নহেন। ওহে রাজপদোপজীবি রাজদাস! প্রজাশক্তি বলেই রাজশক্তি পরিচালিত হইয়া থাকে ইহা কি অবগত নহ! প্রজাপুঞ্জ রাজভক্তি রক্ষা করিলে রাজা রাষ্ট্রপতিরূপে অবস্থান করেন। তোমরা কি ইতিহাস পাঠ কর নাই—প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া এই গৌড়মণ্ডলে গোপাল দেবকে রাজশক্তি প্রদান করিয়াছিল! তৎকালে কি এই গৌড়মণ্ডলে কেহ রাজা ছিল না বলিতে চাহ! প্রকৃতি-পুঞ্জ রাজভক্তিহীন হইতেছে কেন? ইহার কি কোন সন্ধান রাখ না? দেখ, দেশমধ্যে বৌদ্ধ ও আর্য্যধর্ম্মীগণের মধ্যে শাসননীতি ভিন্নভাবে পরিচালিত করিয়া আর্য্যসমাজে অশান্তির বীজ কি উপ্ত কর নাই! সমদর্শী হইবার জন্য বহুবার পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে—ইহার ফলে এই করিয়াছ—আর্য্যধর্ম্মী প্রকৃতিপুঞ্জকে বিবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত করিতেছ! আর দেখ!—মহারাজ রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জকে সন্তোষ রাখিবার জন্য সতীসাধ্বী সীতা-দেবীকেও পরিত্যাগ করিয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। আর আপনারা রাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া চান্দেলীগ্রহণ রাজধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। চাটুকার রাজভৃত্যগণের মুখেই উহা শোভা পায়। ব্রাহ্মণের বেদবাক্য উহা নহে! প্রকৃতিপুঞ্জ চান্দেলীকে চাহে না। রাজা তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিলেই প্রকৃতিপুঞ্জ সুখী হইবে।

পুত্রতুল্য প্রজাগণ পিতৃতুল্য দেবতা নরপতিকে অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা

করিয়া থাকে। তাহারা চান্দেলী গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত হইলেও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছে। দেশহিতাকাঙ্ক্ষিগণ বলিতেছেন, যে দেবতার আদর্শ লইয়া রাষ্ট্রীয় পবিত্রতা সংরক্ষিত হইতেছে তাঁহার আদর্শ প্রকৃতি-পুঞ্জের রুচি অনুসারে গঠিত হইলে মঙ্গলবিধান হইবে। আমরা আশা করি না মহারজ কর্ত্তৃক সমাজে একটি কুৎসিত প্রথার প্রচার হউক। আমরা রাজার প্রতি অসীম ভক্তি বিদ্যমান রাখিতে চাই। রাজভক্তিতে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় পূর্ণ রাখিতে চাই। আমরা বিপ্লববাদী নহি। আমরা জননী জন্মভূমির অপেক্ষা স্বর্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। রাজা সেই জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা সাকার দেবতারূপে রাজচরিত্র নির্ম্মল দেখিতে চাই। চান্দেলী গ্রহণে প্রজাপুঞ্জের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। রাজার প্রতি অভক্তি জাগরিত হইতেছে। রাজাকে চান্দেলী ত্যাগ করিতেই হইবে এবং বৌদ্ধ ও বৈদিক সমাজমধ্যে পক্ষপাতিত্ব মুলক শাসন ও পালননীতি ত্যাগ করিতেই হইবে। আমরা ত এমত বলিতেছি না, যে বৌদ্ধপন্থীদিগকে নির্য্যাতন করা হউক বা বৈদিকপন্থীগুণ অপেক্ষা হীন মনে করা হউক। আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা তাহা বলি না! সমানভাবে, পক্ষপাতিত্বহীনভাবে, সমদর্শন দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন ও পালন করা হউক। আপনি যদ্রূপ রাজপক্ষ হইতে বলিলেন— রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিপ্লব নিবারণের জন্য ব্রাহ্মণেতর সমাজশাসনে রাজ-শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করিবেন। আমিও ব্রাহ্মণশক্তির একশক্তিরূপে এবং প্রকৃতিপুঞ্জশক্তির একশক্তিরূপে বলিতেছি রাষ্ট্রপতি বল্লালের চরিত্র-গত এবং পক্ষপাতমূলক শাসনজনিত রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছে। প্রজাশক্তি বল্লালের ন্যায় রাজার যথেচ্ছাচারমূলক রাজশক্তিকে সংযত করিবার ন্যায্য উপায়বিধান করিবেই করিবে।”

সভাস্থ সভাগণ ব্রাহ্মণ যুবকের নির্ভীক বাক্যশ্রবণে ভূয়সী প্রশংসা

করিল। ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতে আর কোন কথাই সভায় উত্থাপিত হইল না। ব্রাহ্মণ-বালকের তেজপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বল্লালসেন দেব মস্তক অবনত করিলেন। যুবরাজ লক্ষ্মণসেন দেব বীর ব্রাহ্মণ-যুবকের বদনমণ্ডল এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মহামন্ত্রীহলায়ুধ মিশ্র স্বতন্ত্র একখানি হেমথালে ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য মালা ও চন্দন রক্ষা করিয়া, ক্ষত্রিয় সমাজ-পতিগণের সম্মানপ্রদানে অগ্রসর হইলেন।

রক্তচন্দন-তিলকে শোভিত রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত একজন যুবক ঘটক দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষবংশতিলক মন্ত্রীপুত্র দিবাকরের বংশ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"প্রৌঢ় রাঢ়ভূমির পবিত্র ঘোষবংশতিলক দিবাকর সর্ব্বাগ্রে মালাচন্দন প্রাপ্তির একমাত্র অধিকারী।" অন্য একজন রক্তচন্দনের তিলকধারী রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত গৌরবর্ণ বৃদ্ধ ঘটক বলিলেন,—"বরেন্দ্র-ভূমিপতি নাগবংশতিলক কর্ক্কটনাগই সর্ব্বাগ্রে মালা চন্দন পাইবার উপযুক্ত পাত্র।" যুবক ঘটক বৃদ্ধের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বে তাহাই হইত, নাগরাজ কর্ক্কটদেব সমাজপতি হইলেও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাঢ়পতি ঘোষবংশতিলক দিবাকর জ্যোতিষ্মান হইয়াছেন। সুতরাং নাগকুল বিষহীন বোড়াসর্পের ন্যায় হইয়াছে। দিবাকর অগ্রে মালাচন্দন প্রাপ্ত হইবেন।" সমাজপতি কর্ক্কটনাগ দণ্ডায়-মান হইয়া বলিলেন, "আমি জামাতার পূজাই সর্ব্বাগ্রে করিতে চাই।" সুবর্ণ থাল হইতে মালা ও চন্দন দিবাকরকে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে তৎসন্নিকটে নীত হইলে দিবাকর বাধাপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"যে মহাত্মার কন্যাগ্রহণে আমার কুল অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে তিনিই সর্ব্বাগ্রে মালা চন্দন প্রাপ্তির অধিকারী।" বৃদ্ধ ও ঘটকগণ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। ঘটকগণ বলিলেন—"দিবাকরের বিনয় ও গুরুজনে ভক্তিনিবন্ধন অদ্য হইতে ঘটকগণের কুলগ্রন্থে ঘোষবংশতিলক দিবাকরের বংশ উজ্জ্বল

হইল। কর্কোটক নাগ মস্তক নত করিয়া ব্রাহ্মণ-চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার ভালে চন্দনের তিলক ও গলে বরেণ্যমাল্য অর্পিত হইল।

ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে এক বৃদ্ধ এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ঘোষ, বসু, মিত্র, প্রভৃতি কুলশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমান থাকিতে কোথাকার "নাগ" মালাচন্দন পাইবার উপযুক্ত হইল? ঘটকগণ কি বাতুল হইয়াছেন! আমার ন্যায় দেশপূজ্য বিজ্ঞ ঘটক উপস্থিত থাকিতে এ প্রকারে কুলগ্রন্থের ও ঘটকগণের অপমান কি সহ্য হয়? আমি এই সভায় একদণ্ডও অবস্থান করিব না।" এই কথা বলিয়া যষ্টি হস্তে সভা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে অন্য একজন প্রৌঢ় ঘটক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"যদি ঘোষ, বসু, মিত্র সমাজে কেহই সম্মানের উপযুক্ত না থাকেন, তবে মহারাজ বল্লালসেন দেব সর্ব্বাগ্রে মালাচন্দন প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না কেন? সকলের অগ্রে মহারাজের সম্মান করা কর্ত্তব্য ছিল।" বৃদ্ধের কথার প্রতিবাদ করিয়া একজন যুবক বলিলেন—"যদি নরপতি বলিয়া সম্মান করিতে চাও তবে কর নতুবা সমাজানুসারে রাজবংশ কুলশ্রেষ্ঠ নহেন। আপনারা বলুন দেখি—ঘোষ, বসু, মিত্র কুলে, সেন কুল, কখন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন কিনা? যদি বলেন বসুবংশে সেন রাজ বল্লাল বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা সত্য কিন্তু অর্থবলে এবং আংশিক বলপ্রয়োগ বশতই হইয়াছে—ইহার ফলে সেই বসু কুল নিষ্কুল হইয়া গিয়াছে। সমাজ কি রাজশাসন মানিবে? কর্কোটক নাগ মালাচন্দনের উপযুক্ত পাত্র।" রাজপদোপজীবিগণের মধ্য হইতে মহারাজ বল্লালসেন দেবকেই মালাচন্দন প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইল। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সমাজ বলিলেন,—প্রথমে কর্কোটক নাগ দ্বিতীয় দিবাকর মালাচন্দন পাইবেন। সর্ব্বশেষে রাজসম্মান রক্ষার্থে মহারাজ বল্লালসেন দেব মালাচন্দন প্রাপ্ত হইবেন। নতুবা নহে।"

ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে মহারাজের পক্ষসমর্থক বাক্য উত্থিত হইল। যাঁহারা রাজপদোপজীবী, যাঁহারা তাঁহাদের অন্তরঙ্গ, যাঁহারা রাজকীয় কোনও পদপ্রার্থী, যাঁহারা রাজার নিকট ভূমিপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যাঁহাদের প্রাপ্তির আশা আছে, তাঁহারাই মহারাজ বল্লালসেন দেবকে ক্ষত্রিয়গণের সমাজপতি বলিয়া মত ব্যক্ত করিলেন। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে যাহাতে মহারাজ মালাচন্দন সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হন তাহার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। অনেকেই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। বিক্রমশালী কর্কোটক নাগ সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"ওহে কুলস্থ ঘটকগণ, আপনারা কি নূতন সমাজ ও নূতন কুল সৃষ্টি করিয়া বল্লালসেন দেবকেই সমাজপতি করিতে ইচ্ছা করেন! কোন্ মহৎ কুলকার্য্য দ্বারা বল্লালসেন উন্নত হইয়াছেন? আমি দেখিতেছি চান্দেলীকে গ্রহণ করিয়া মহারাজ কুলে, শীলে, মানে উন্নত হইয়াছেন! তাহা হইতে পারেন! কিন্তু সে ক্ষত্রিয় কুলে উন্নতি নিবন্ধন নহে। চান্দেলীর পিতৃকুল উন্নীত হইয়াছে। মহারাজ সেই সমাজের সমাজপতি হইয়াছেন—তাহারা বল্লালকে সর্ব্বাগ্রে মালাচন্দন দিবে—আমরা দিব না।"

এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ রাজা বল্লালসেন নিস্তব্ধ ছিলেন। কর্কোটক নাগের তীব্র শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে, ক্রোধসহকারে বলিলেন—"কর্কোটক নাগ? শ্রবণ করুন—ব্রাহ্মণগণের সমাজ লইয়া স্বীয় মতামত প্রদান তাদৃশ আবশ্যক ছিল না কিন্তু স্বসমাজ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইলে, আমার বাদানুবাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আপনি আমার একজন বিশ্বস্ত মহাসামন্তাধিপতি। আপনি আমার নিন্দা করিতেছেন। প্রকাশ্যভাবে যে অন্যায় ব্যবহার করিলেন তাহার দ্বারা আপনার মনোভাব অবগত হইলাম। আমি গুপ্তচর দ্বারা নিয়ত অবগত হইতেছি যে আপনি একটি বিপুল শক্তিশালী রাজ-বিপক্ষদলের নেতা হইয়াছেন। সেই দল আপনার পূর্ণ শাসনাধীন।

আপনার পরামর্শে বারেন্দ্রবাসীগণ অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় কার্য্যে প্রবল বাধা-প্রদান করিতেছে। এই হেতু বারেন্দ্রভূমিতে বহুলাংশে রাজশক্তির খর্ব্বতা অনুভব করিতেছি।

যে প্রকার ক্ষেত্র ও কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতেই আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে। আপনাকে যাদৃশ বিশ্বাস করিতাম তাদৃশ বিশ্বাস অতঃপর দোষাবহ হইবে। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়সমাজ শাসনের মধ্যেও রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। বিষধরের দন্ত উৎপাটন না করিলে সর্পবৈদ্যের মঙ্গলকামনা অসম্ভব। যাঁহাকে সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বদা সতর্কতা অবলম্বনই সুফল প্রসব করে।"

মহাসামন্তাধিপতি কর্কোটক নাগ ধীর অথচ তীব্র ভাষায় বলিলেন—"মহারাজ! আপনার বাক্যে নাগ ভীত নহে। এ মহানাগ সহস্রশীর্ষ হইয়া এতকাল অকপটে রাজকার্য্য করিতেছিল, কখন অবিশ্বাসের কার্য্য করে নাই, মহানাগ কদাচ দন্তহীন হইবে না, এ দন্ত কদাচ নিরাশ্রয় ও বিপন্নের উপর আঘাত করে নাই। আপনি যখন নাগ-রাজের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তখন নাগ আর আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে না। মহা-নাগের মহাবিষের প্রভাব উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নাগকুল কলঙ্কিত হইবে না। সমাজশাসন প্রভাব দ্বারাই রাজশক্তি হীনপ্রভ করিয়া তুলিবে। সমাজশাসন ও নূতন সমাজ গঠন দ্বারাই গৌড়মণ্ডলে অভিনব মহানাগশক্তির অভ্যুদয় হইবে। সহস্র সহস্র নাগে গৌড়মণ্ডল পূর্ণ হইবে, প্রজাশক্তি এক কেন্দ্রীভূত হইবে। গৌড়মণ্ডল মহা মহা প্রজাশক্তিকেন্দ্রে কম্পিত হইয়া উঠিবে। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সমন্বয় সাধন আমিই শেষে করিব। চান্দেলীপতি বল্লাল, কখন সমাজ-পতি হইবেন না, সমাজে স্বীয় প্রভাব বিস্তারেও সক্ষম হইবেন না। নাগ

এই সভাস্থ বুধগণ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল।” এই কয়েকটি কথা বলিয়া নাগ সভা ত্যাগ করিয়া সদর্পে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। একজন বলিষ্ঠ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন “হে সভাস্থ মহাত্মাগণ আপনারা শ্রবণ করুন—অদ্যকার এই মহান্ সভা রাজসভা নহে, এস্থলে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য আমরা সমবেত হই নাই। অদ্যকার এই সভা সম্পূর্ণ সামাজিক। সামাজিক বিষয় লইয়া আন্দোলন ব্যতিত অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক বিষয়ক আন্দোলনে যোগদান করা অন্যায়। কিন্তু তাহা না হইয়া রাজশাসন দ্বারা সমাজপতিগণ অবমানিত হইয়া সভাত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন। যাঁহারা সমাজ মান্য করেন তাঁহারা এ রাজসভা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করুন। সমাজ রাজশাসন মান্য করিবে না। সমাজ প্রজাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমাজ চিরকাল স্বাধীন, প্রজাশক্তির বিশ্রাম স্থল। প্রজাশক্তি সমাজের প্রাণ। যদি আপনারা প্রাণহীন সমাজ-শব বহন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহারাজের শাসিত মৃতসমাজে অবস্থান করুন! হে যুবকগণ,হে ভাই সকল, হে সমাজের প্রাণন শক্তি সমুদয়, আসুন আমরা মহাত্মা কর্কোটক নাগের পন্থা অবলম্বন করি।” এই বলিয়া যুবক ভৃগুনন্দী আপন কটিদেশস্থ কোষবদ্ধ কৃপাণ বাম হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রমুখ নরহরি মুরহর ও বহু যুবক,পৌঢ় ও বৃদ্ধগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

ক্ষত্রিয়গণের মধ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ বলিলেন, মালাচন্দন প্রদান না করিয়া সমাজপতি ও কুলমর্য্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে একটি পাত্রে রক্ষিত হউক। কার্য্যে তাহাই হইল। রাজসম্বর্দ্ধনার জন্য রাজা ও কুমারগণকে মালা-চন্দন প্রদত্ত হইল। কোন কোন ব্যক্তি বলিলেন ইহা সামাজিক হিসাবেই হইল, কেহ কেহ বলিলেন পূর্ণ সামাজিক ভাবে নহে রাজসম্মান ব্যপদেশে মালাচন্দন অর্পিত হইয়াছে।

তৎপরে বিজ্ঞ ঘটকগণ বৈশ্যকুলপঞ্জিকা অবলম্বনে, বৈশ্যকুল পরিচয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ; গৌড়ীয়, বারেন্দ্র, বর্দ্ধমান, মহাস্থান, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজের উল্লেখ করিয়া বৈশ্যকুলপতি এবং সমাজপতির নাম-মালা পর পর উচ্চারিত হইল। দত্তকুলপতি ধনকুবের বল্লভানন্দ কুলে শীলে এবং বারেন্দ্রসমাজে শ্রেষ্ঠ, অগ্রে ইহাকেই মালাচন্দন প্রদত্ত হউক। একজন ঘটক বলিলেন—"ইহা হইতেই পারে না, মগধেশ্বরের শ্বশুর বলিয়া যদি মালাচন্দন প্রদানের অভিলাষ থাকে—তাহা অন্যকথা। কুলপঞ্জিকা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠী বিন্দুগুপ্তই গৌড়ীয় সমাজপতি—মঙ্গল-কোট, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রামবাসী বৈশ্যসমাজে এই গুপ্ত বংশই রাজবংশ বলিয়া সমাজপতির আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মগধপতিও এই বংশসম্ভূত, সুতরাং বিন্দুগুপ্তই সর্ব্বপ্রথম মালাচন্দন প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র।"

শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দ বলিলেন—"বিন্দুগুপ্ত আমার মাতুল পুত্র, সম্বন্ধে ভ্রাতা সুতরাং আমি 'বিন্দু'কেই মালাচন্দন সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছি।" বিন্দুগুপ্ত বলিলেন—"বল্লভানন্দ দত্ত আমার জ্যেষ্ঠ, অতএব আমি জ্যেষ্ঠের মান্য করিতে চাই।" ঘটকগণ বলিলেন—"শ্রেষ্ঠী সমাজে এই গুপ্ত ও দত্ত ঘর সমান সুতরাং একত্রে উভয় কুলের সম্মান রক্ষিত হউক। মালা ও চন্দন উভয় ভ্রাতা একত্রে গ্রহণ করিলেন। সমাজে "হরিহর" কুল নামে উভয় বংশ খ্যাতিলাভ করিল। তৎপরে বৈশ্য সমাজের মালাচন্দন লইয়া তুমুল বিবাদ বাধিল। কোন্ কোন্ ব্যক্তি পর পর মালাচন্দন পাইবেন, তাহার মীমাংসা হইল না। বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। মহারাজ বল্লালসেন দেব ঘটকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা যে ব্যক্তির পর যাহাকে মালাচন্দন দিতে হইবে, তাহার একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেই নূতন তালিকা-নুসারে মালাচন্দন প্রদান করুন।" ঘটকগণ যাঁহাকে সম্মুখে দেখিলেন

তাহাদেরই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মালাচন্দন দিবার অনুমতি করিলেন। শ্রেষ্ঠীগণ অভিনব রাজানুগ্রহে, নূতন সমাজগঠনের বিরুদ্ধে, ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। মহারাজ পুনশ্চ বলিলেন—"শ্রেষ্ঠী বিন্দুগুপ্ত ও বল্লভানন্দ দত্ত মালাচন্দন প্রাপ্ত হইবে না। উহারা কদাচ সমাজপতির উপযুক্ত নহে। ঐ দুই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠীদলপতি হইলে সমাজের মঙ্গল হইবে না।" বিন্দুগুপ্ত বলিলেন—"কেন মহারাজ! যতদিন বল্লভানন্দ আপনাকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন ততদিন বোধকরি দত্তকুল আপনার সুহৃদ ছিলেন। ঋণ শোধ করা ত মহারাজের অভ্যাস নাই! সুতরাং বল্লভানন্দের ঋণ দান বন্ধ হইলে, বল্লভ শত্রুমধ্যে গণ্য হইয়াছে—বোধকরি সম্ভবতঃ ঐ দশা আমারও হইয়া থাকিবে! সুবর্ণনিষ্ক ত নদীর বালুকা নয় মহারাজ! শ্রেষ্ঠীকুল অসংখ্য সুবর্ণ মহারাজের রাজকোষে অর্পণ করিলে বোধ হয় শ্রেষ্ঠীগণ মালাচন্দন দ্বারা অর্চ্চিত হইতে পারিত!"

মহারাজের পক্ষ হইতে কোষাধিপতি বলিলেন—ওহে শ্রেষ্ঠীপ্রবর মহারাজ শ্রেষ্ঠীগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঋণ শোধ করেন না, এ ভীষণ দুর্নাম কোন্ সাহসে আপনি ব্যক্ত করিতেছেন। দেশ রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে অর্থের অভাব হয় বলিয়া আপনাদের নিকট ঋণগ্রহণ করা হয়! ইহা কি কেবল গৌড় রাজ্যেই হইয়া থাকে! না অন্যান্য রাজ্যের শ্রেষ্ঠী ও রাজন্যগণ মধ্যে এই নিয়ম বর্ত্তমান আছে! ঋণ পরিশোধে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেও অদেয় কখন হয় নাই। এই যে "কাকজোল" ভুক্তি শ্রেষ্ঠীপ্রবর বল্লভানন্দকে প্রদান করা হইয়াছে ইহাতে কি বল্লভানন্দকে প্রকারান্তরে মহাসামন্তপদে উন্নীত করা হয় নাই? ইহাতে কি বল্লভানন্দের সম্মান বৃদ্ধি করা হয় নাই? ইহাকে কি ঋণ শোধ বলা চলে না?

শ্রেষ্ঠী বিন্দুগুপ্ত বলিলেন—"ইহাতে ঋণ বহুকালে শোধ হইবে।

অধিকন্তু ইহা একটি রাজনৈতিক ব্যাপার মধ্যে গণ্য হইতেছে। কাক-জোলভুক্তি প্রদানে মহারাজের সীমান্ত রক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়াছে। কাকজোল হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা অতি সামান্য। বল্লভানন্দের জামাতা মগধরাজ যখন কাকজোল অধিকার করিবার উপক্রম করেন সেই সময়ে সেই রাজ্য বল্লভানন্দকে ঋণ পরিশোধ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়—জামাতা মগধেশ্বর, শ্বশুরের ভূমি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। ইহাতে কাকজোল রক্ষা হইল এবং গৌড় আক্রমণ আশঙ্কাও অপনীত হইল। জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য শ্রেষ্ঠীগণের নিকট যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কি সমুদয় পরিশোধ করিয়াছেন?"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন—"ওহে শ্রেষ্ঠীগণ অর্থ গ্রহণ ও পরিশোধ ব্যাপার ঘটিত মীমাংসা রাজসভায় হইবে। এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। উপস্থিত দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতপ্রায়। সভার কার্য্য শীঘ্র শেষ হইলেই মঙ্গল।" মহারাজ বলিলেন—"শ্রেষ্ঠীকুল দিন দিন গর্ব্বিত হইয়া চলিতেছে, অহঙ্কার ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদেরই রক্ষক রাজশক্তির নিন্দা করিতেছে এবং গৌড়রাজকোষ যে অর্থহীন হইয়াছে এবং উহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে বিবেচনায় আমায় অমান্য করিতে সাহসী হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠীসমাজ যাহাতে সংযত থাকে তাহার বিধানের আবশ্যক বোধ করিতেছি। উপস্থিত শ্রেষ্ঠী সমাজের সম্মানসূচক মালাচন্দন প্রদানের আবশ্যক বোধ করি না। উহারা রাজকৃপাপ্রার্থী না হইলে, সমাজে শ্রেষ্ঠী-কুলের কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। যে কোন উপায়েই হউক উহাদিগকে সংযত রাখিতেই হইবে। দেশ রক্ষার্থ যখন অর্থের প্রয়োজন হইবে, রাজকোষে যদি তাহার অভাব বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠীগণ বিনা চুক্তিতে রাজাকে ঋণ দিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে কঠোর শাসনবিধানের প্রয়োজন হইবে।"

বিন্দুগুপ্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মহারাজ বৈশ্যকুল কি একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে? আমাদের অসম্মান করিলে আপনার রাজশক্তি বিদ্যমান থাকিবে না। আমরাই গৌড়রাজ্য রক্ষা করিতেছি। ইচ্ছা করিলে, আমাদের অঙ্গুলী হেলনে এই বিশাল গৌড়রাজ্য কম্পিত হইবে। রাজশক্তি সিন্ধুজলে নিমগ্ন হইবে। সমগ্র গৌড় জনপদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—রাজধানী, নগর, বন্দর আমরাই ধনধান্যে পূর্ণ করিয়া শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের অনুগ্রহে প্রতিবৎসর আপনার কোষাগার অর্দ্ধেক পূর্ণ হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরাই প্রধান রাজশক্তি। আমরা আপনাকে ত্যাগ করিলে আপনি ভিখারী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। আমাদের সম্মান রাখিয়া, আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া, আপনাকে রাজ্যশাসন করিতে হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলে আপনাকে তৃণের ন্যায় ফুৎকারে উড়াইতে পারি। ইচ্ছা করিলে পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল রাখিতে পারি। আমাদের কথায় অবাধ্য হইলে, আপনি আপনার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা গৌড়ীয় বাণিজ্য পূর্ণভাবে আমাদের অধীনে রক্ষা করিতেছি। আমরা গৌড়ের প্রাণ জানিবেন। আমাদের ক্রোধ নাই কিন্তু স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে বিনাক্রোধে হাস্য করিতে করিতে বিপ্লব বাধাইতে পারি। মহারাজ সাবধান হউন!"

মহারাজ সক্রোধে বলিলেন—"ওহে গৌড়রাজ্যরক্ষাকারী শ্রেষ্ঠীর দল, তোমরা আপনাদিগকে যে 'বৈশ্য' কুলজাত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ ইহা মিথ্যা। কে তোমাদিগকে বৈশ্য সমাজভুক্ত করিয়াছে? তোমরা বৈশ্য বলিয়া কদাচ সম্মান পাইবে না। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের ব্যবহারের উপর সন্দেহ নিবন্ধন সতর্ক হইয়াছি। তজ্জন্য যাহা যাহা ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহার ত্রুটি হয় নাই। আমি সাবধান রহিয়াছি,

তোমরা সাবধান হও! ধূর্ত্ত কপটীর দল—অধঃমর্ণের শোণিতপায়ী জলৌকার জাতি, সাবধান হও!”

শ্রেষ্ঠীর মধ্যে কেহ কেহ সভাত্যাগ করিয়া আপনাপন গৃহে প্রস্থান করিলেন। সভামণ্ডপে রাজাশ্রিত, রাজশক্তি সংশ্লিষ্ট ও তদনুরূপ কোন পদবাচ্যমধ্যে গণ্য ব্যক্তিগণই অবশিষ্ট রহিলেন।

রাজ অনুগ্রহপালিত শ্রমণ ও শ্রমণীগণকে কিছু অর্থ প্রদান দ্বারা তাহাদের সম্মানরক্ষা করা হইল। তাঁহারা মালাচন্দনের অভিলাষী নহেন। মঠ ও বিহার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেই তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

তৎপরে ভোজনের আয়োজন হইল—ভোজনকালে কে অগ্রে উপবেশনের জন্য কাষ্ঠপীঠ প্রাপ্ত হইবে, এই ব্যাপার লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে মহারাজের আদেশে, সকলে শান্তভাব ধারণ করিলেন। ভোজন ব্যাপার সমাধান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন, নটীগণ নৃত্য করিল এবং অপরাহ্নে নিমন্ত্রিতগণ আপনাপন স্থানে যথাযোগ্য যানবাহন সাহায্যে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাগারক দেবালয়

এখন দিব্য অরুণালোকে ধরণীর ধূসরবাস অপসারিত হয় নাই। উজ্জ্বল তারকামালায় প্রকৃতি-রাণীর কবরী সুসজ্জিত রহিয়াছে। আবিলতাহীন বারিপূর্ণ তড়াগনিচয় আপন উন্মুক্ত বক্ষদেশে তারাহার বিভূষিত কবরীর প্রতিচ্ছায়া সাদরে ধারণ করিয়া অতুল শোভায় শোভিত

রহিয়াছে। নির্ম্মল বারিরাশি ভেদ করিয়া কুমুদ, কহ্লার কুসুমদাম অনাবৃত বদনমণ্ডল দ্বারা সেই পবিত্র নৈশ-শোভন-সম্পদ উপভোগ করিতেছে। মন্দ মন্দ বাতাভিঘাতে উত্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিনিচয়, কুমুদিনীকে নৃত্যরতা করিয়াছে। নৈশগগনের প্রতিচ্ছায়াদ্বারা বিরচিত অপূর্ব্ব তড়াগাসনে কুমুদিনীর মধুর নৃত্যকালে, ক্লান্তিজনিত বিন্দু বিন্দু শিশিরসিক্ত রমণীয় বদনমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। মধুপগণ এখন কুমুদিনীর স্বেদসিক্ত অধরে চুম্বন করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা আবিল নেত্রে, রুগ্না পদ্মিণীর সেবাজনিত অবসাদে নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেছে। তড়াগতীরজাত সেফালিকা, বকুলকুল, কুমুদিনীর মনোহর দেব-নৃত্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া আপন আপন বরেণ্য পুষ্পালঙ্কাররাজি উন্মোচনপূর্ব্বক সন্তর্পণে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে উপহার প্রদান করিতেছে। নিবিড় বকুল শাখে, অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় বিহঙ্গমকুল দেখিয়াছি! দেখিয়াছি! বলিয়া কলরব করিল। পূর্ব্ব গগনেপ্রাপ্ত শান্ত অরুণরাগরঞ্জিত আভা ভাসিয়া উঠিল। কুমুদিনী লজ্জিতা হইল। উষার নবীন আলোক প্রভায়, ক্ষীণ নৈশ অন্ধকার সুদূর পশ্চিম প্রান্তে ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে চলিল। নবীন অরুণ, উষারাণীর বস্ত্রাপসারিত বক্ষদেশ দর্শন করিতে করিতে, তাঁহার অঞ্চল ধারণ উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন। বিহঙ্গমকুল উচ্চরব করিয়া সূর্য্যদেবের সহিত লজ্জাহীনা উষার গুপ্ত প্রণয়ের কথা নরনারীগণকে বলিতে আরম্ভ করিল। কুমুদিনী পরপুরুষ দর্শনে মুদিতা হইলেন। কমলিনী কান্তের সহিত উষার প্রণয় কথা শুনিয়া আপন রুগ্ন বদনাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক উষার দর্শন আশায় গ্রীবাদেশ উন্নত করিলেন। উষারাণী দ্রুতপদে কমলিনীর দৃষ্টির বহির্ভূতা হইয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন। দেবালয়ে মৃদুল দুন্দুভি নিনাদধ্বনিসহ বংশীরব মিলিত হইয়া ধীরসঞ্চারী পবনতরঙ্গে নৃত্য

করিতে আরম্ভ করিল। সুখশয্যোপরি শায়িত শিথিলবসন যুবক যুবতীর অবশ নেত্র অর্দ্ধ উন্মিলিত হইল। এই প্রকারে গৌড়পুরীর শারদীয়া রজনী সুপ্রভাতা হইলেন।

অদ্য শারদীয়া শুক্লা অষ্টমী। জগজ্জননী ভবানী পতিসহ উমামহেশ-পে পূজা গ্রহণ করিবেন। প্রতি ভবানী-মন্দিরে বিবিধ বাদ্য বাদিত হইতেছে। রমণীকুল মহামায়ার পূজা উদ্দেশে চঞ্চল চরণে গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। প্রতি গৃহে মঙ্গলময়ীর আগমনসূচক বারিপূর্ণ ঘট সংস্থাপিত হইয়াছে। ধূপ ও ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ দিবানিশা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বালক বালিকাগণ পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছে। রমণীগণ জাহ্নবী-জলে অবগাহনার্থ দলবদ্ধভাবে গমন করিতেছেন। প্রতি স্নানের ঘাটে, প্রতি দেবালয়ে নারীগণে পূর্ণ হইয়াছে। গঙ্গাতীরে শত শত পুষ্পবিপনি সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষগণ স্বতন্ত্র ঘাটে স্নান করিতেছে। রমণীগণ স্নানান্তে শুষ্ক কৌষেয় বসন পরিধান করিয়া গঙ্গোদক ও পুষ্পসহ দলে দলে দেবালয়াভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। দাস দাসীগণ সিক্ত বসনাদি বহন করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেছে। ধনাঢ্যা রমণী-গণের পূজোপকরণ দাসীগণ বহন করিতেছে। দলে দলে রমণীগণ দেবালয় হইতে গৃহাভিমুখি চলিয়াছে ও দলে দলে দেবালয়ে প্রবেশ করিতেছে।

মহাশক্তির আরাধনার জন্য অদ্য ধনী নির্ধনী সকলে সজ্জিত হইয়া পরমানন্দে চলিয়াছে। নগরবাসিনী শ্রেষ্ঠী রমণীগণ দলবদ্ধভাবে রাজপথ অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে চলিয়াছে। সর্ব্বপ্রধান শেষ্ঠীরমণীগণ দাসীগণসহ দলবদ্ধভাবে চলিয়াছে। বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রে তাঁহাদের দেহলতা পরিশোভিত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের দাসীগণও মূল্যবান অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পরি-

ধান পূর্ব্বক তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতেছে। এই প্রকারের একটী প্রধান দলের নায়িকা শ্রেষ্ঠীপ্রবর বল্লভানন্দের প্রেয়সী বল্লভা।

প্রাচীর-পরিবেষ্টিত গৌড়পুরীর উত্তরাংশে জাহ্নবীতীরে "উত্তরাসন" নামে মনোহর উত্থান পরিশোভিত দেবস্থান বিত্তমান—সেই পবিত্র ভূখণ্ডোপরি বৌদ্ধ, জৈন এবং আর্য্য দেবদেবী-মন্দিরে সমাকীর্ণ থাকায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকট পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। সেই স্থানের একাংশে, একটি সুবিস্তীর্ণ চম্পক কানন মধ্যে, শত মর্ম্মর স্তম্ভ পরিশোভিত গগনস্পর্শী সুবর্ণকলসপরিশোভিত অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দির। বৌদ্ধ, জৈনধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সেই মন্দিরস্থ উমামহেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে দেবদাসী ও দেবনর্ত্তকীগণ নৃত্য গীতে রত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পূজকগণ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন—একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণযুবক নাট্যমন্দিরের মধ্যস্থলে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে একজন তেজস্বিন প্রৌঢ় হোমকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রমণীগণ দলে দলে সুপ্রসস্ত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। মন্দিরস্থ মহাদ্বারদেশে মহাঘণ্টা ও বিজয়ঘণ্টাগুচ্ছ লম্বিত রহিয়াছে, ঘণ্টাবদ্ধ শৃঙ্খলাকর্ষণপূর্ব্বক রমণীগণ ঘণ্টাধ্বনি করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে কেবল "ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর, জয় উমা মহেশ্বর" শব্দ উত্থিত হইতেছে। কেহ কেহ—জয় তারা লোকেশ্বর—বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে। দুষ্প্রাপ্য শতদল কমল স্তূপাকারে মন্দিরমধ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। শ্বেতশতদলশোভিত উন্নত শ্বেতমর্ম্মর বেদীকা উপরি অষ্টধাতুময়ী উমাশঙ্কর মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। দেবশিরে মুক্তামালাশোভিত বিশাল হেমছত্র শোভিত রহিয়াছে। মহাশক্তি মহাকালের অনন্ত দেহে মিলিতা হইয়াছেন। চরণদ্বয়ের একটিতে বিল্বদল অপরটিতে রক্তজবায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ফুলবাসে ও ধূপবাসে স কানন মন্দিরদেশ আমোদিত হইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে উন্নত সুবর্ণ

দীপদানে ঘৃতপূর্ণ সুবর্ণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। দেবমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া রমণীগণ, দুগ্ধ গঙ্গাজল ও পুষ্পাদি উপহার সহ ভক্তিদ্বারা পূজার্চ্চনা করিতেছেন। মহামায়ার মহাশক্তি নিকেতনে শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ হইয়া মাতৃপূজার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে। অদ্য রমণীগণ পরস্পর ভক্তি-প্রণত-হৃদয়ে মহামায়ার মন্দিরে সমাগত হইয়া, ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য-ভাবে, মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছে। সকলের মুখেই মাতৃ-সম্ভাষণ, সকলেই মাতৃপূজায় রত হইয়াছে। অদ্য গৌড়েশ্বরী গৌড়েশ্বরসহ মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছেন।

গঙ্গাস্নানান্তে পবিত্র দেহে, পবিত্র হৃদয়ে শ্রেষ্ঠীঘরণীগণ মহামায়ার শক্তিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সকলের গলে পুষ্পহার বিলম্বিত রহি-য়াছে, মন্দির প্রবেশ পথে জয়ঘণ্টাবিলম্বিত শৃঙ্খল ধারণপূর্ব্বক সকলেই ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। শ্রেষ্ঠীঘরণীগণ অর্দ্ধনারীশ্বর সমীপে গমন করিয়া দেবমূর্ত্তি সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। শ্রেষ্ঠীরাণী বল্লভা তাঁহাদের মধ্যস্থলে উমার ন্যায় শোভন আসনে উপবেশন করিলেন। দাসীগণ পূজোপহার নিচয় যথাযথ স্থানে রক্ষা করিল। মহামায়ার সম্মুখে কুবের রমণীগণ বিকশিত শতদল-হারের ন্যায় শোভিত হইলেন। শ্রেষ্ঠী রমণীগণ পূজা আরম্ভ করিলেন। ধূপবাসে দেবগৃহ আমোদিত হইল।

সংসার-রঙ্গমঞ্চে নিত্য নূতন অভিনয় হইতেছে, নিত্য নূতন অভিনব চিত্রপট দ্বারা রঙ্গমঞ্চের শোভা সম্পাদিত হইতেছে। সকল নরনারীই অভিনেতা ও অভিনেত্রীবেশে নিত্য নূতন অভিনয় করিতেছে। দিবারাত্রির মধ্যে অভিনয়ের বিরাম নাই। সকলেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীবেশে সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন করিতেছেন। অদ্য অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দিরে গৌড়বাসিনী বিদুষী নারীগণের অভিনয়

হইতেছে। পূজানিরতা রমণীগণ এই সংসার-রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী ও দর্শক-রূপে অবস্থান করিতেছে। মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, অদূরে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। চণ্ডীপাঠক মুদিতনেত্রে "যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমঃ স্তস্মৈ নমঃ স্তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমো নমঃ।" বলিয়া সকল শক্তির সমন্বয় সাধন করিতেছেন। অদ্য মহাশক্তি-নিকেতনে ক্ষুদ্র শক্তি নিচয়ের মিলন অভিনয় হইবে। দেবালয়স্থ ঘণ্টাসমূহ ভীষণ ধ্বনি আরম্ভ করিয়াছে। কতিপয় দাসী বিবিধ পূজোপকরণসহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। "রাজমহিষীগণ পূজার্থে আগমন করিয়াছেন" এই প্রকার একটি রব উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে দাসীগণ-পরিবৃতা সালঙ্কারা সূক্ষ্ম কৌষেয় বসনাবৃতা কুসুম মাল্যদামে বিভূষিতা বল্লালমহিষীগণ দেবস্থানে প্রবেশ করিলেন। শ্রেষ্ঠী মহিলা এবং রাজমহিষীগণে রঙ্গমঞ্চ পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল। প্রধানা নায়িকা, চান্দেলী নবযৌবন সম্পদে বিভূষিতা হইয়া রাজরাণীবেশে দেবরঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছেন। দেব-রঙ্গমঞ্চে অদ্য চান্দেলীর প্রথম অভিনয় আরম্ভ হইবে। স্বর্গীয়া অপ্সরী-সদৃশা পদ্মিনী চান্দেলী স্বয়ং তাঁহার অংশ অভিনয় করিবেন।

শ্বেত-শতদল-বরণা ক্ষীণাঙ্গী চান্দেলা সবেমাত্র নবযৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম কৌষেয় নীলাম্বরী বসনে দেহ আবরণ করিলেও দেহকান্তি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রূপ-জ্যোতিচ্ছটা বিস্তার করিতেছে। গজমুক্তামালাসহ শ্বেতকুসুম মালায় কণ্ঠ হইতে বক্ষদেশ পর্য্যন্ত শোভিত। বহুমূল্য অলঙ্কারে চান্দেলী বিভূষিতা হইয়া রমণী-রত্নহার-মধ্যস্থা গজমতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। গৌড়জনপদে চান্দেলীর ন্যায় সুন্দরী আর দ্বিতীয়া ছিল না। এই প্রকারে চান্দেলীর রূপ মাধুর্য্যের বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিতে হইল।

বল্লাল-মহিষীগণের মধ্যে শীলদেবী, পদ্মাক্ষী, সুভগা, হেমমালকা,

লীলাদেবী এবং পুরমহিলাগণও আগমন করিয়াছেন ; সঙ্গে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনদেব-পত্নী সখীগণসহ দেবপূজার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। দাসীগণ রাজপুরমহিলাগণের জন্য পূজার স্থান নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইয়াছে। সাধারণ রমণীগণকে অপসারিত করিয়া দেব-স্থানের বামপার্শ্বে আসনসমূহ বিস্তার করিতেছিল। পূজোপকরণ সমূহ সজ্জিত হইতেছিল। ইত্যবকাশে রাজপুরমহিলাগণ মন্দিরাভ্যন্তরে পদচারণ করিতে করিতে, বিবিধ দেবদেবী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া পূজানিরতা শ্রেষ্ঠীমহিলাগণকে দর্শন করিলেন। শ্রেষ্ঠীরাণী বল্লভা শ্বেত-শতদল দ্বারা মহামায়ার চরণতলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। বহুমূল্য হীরকদাম খচিত স্বর্ণ বলয় দ্বারা তাহার হস্ত দুইটি শোভিত ছিল। প্রতি অঙ্গুলী হীরকাঙ্গুরীয় দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। কণ্ঠদেশে গজমুক্তাদাম শোভিত মূল্যবান প্রস্তরমালায় বল্লভার রূপমাধুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সূক্ষ্ম সুবর্ণসূত্রমণ্ডিত আরক্ত কৌষেয় বসনাবৃতদেহ হইতে অলঙ্কারনিচয়ের উজ্জল আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। রাজপুরমহিলাগণ শ্রেষ্ঠীবধূর রূপলাবণ্যের সহিত, অলঙ্কার প্রাধান্য বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়া আপনাপন দেহস্থ অলঙ্কারের তুলনা করিয়া লজ্জিতা হইতেছিলেন। শ্রেষ্ঠীবধূগণের অধিকাংশই বল্লভার ন্যায় বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিতা ছিলেন। রাজগৃহেও তাদৃশ সুন্দর মূল্যবান অলঙ্কারের একান্ত অভাব, তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। রাণী হেমমালিকা প্রধানা মহিষী শীলদেবীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি! ঐ যে পূজা করিতেছে ও কে?" শীলদেবী মৃদুস্বরে বলিলেন "ধনকুবের বল্লভানন্দের স্ত্রী বল্লভাদেবী।"

হেম। বল্লভার বামে ও কে?—

শীল। মহাধনী বিন্দুগুপ্তের স্ত্রী।

চান্দেলী সখীগণসহ দেবালয়ের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যনিচয় দর্শন করিতেছেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—এই সম্পদ সমুদায় আমার। দাসীগণ তাঁহার কমনীয় দেহে চামর ব্যজন করিতেছে। তিনি হরিণীর ন্যায় সচঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেবালয়স্থ রমণীগণ চান্দেলীর বদনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিসংবদ্ধ রাখিয়া অবস্থান করিতেছে। চান্দেলীর ভ্রমণপথ হইতে রমণীগণ ব্যগ্রভাবে অপসৃত হইয়া পথ প্রদান করিতেছে। চান্দেলী যদৃচ্ছাক্রমে দেবমন্দির পরিভ্রমণ করিতে করিতে "দেবদাসী"গণের নৃত্য দর্শন করিতেছেন। দেবনর্ত্তকীগণ চান্দেলীকে দেখিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক একছড়া সুন্দর চন্দন-চর্চ্চিত মাল্য তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়াদিল। চান্দেলী দেব-নর্ত্তকীগণের হাবভাবসহ নৃত্য দর্শনে মনে মনে তদনুকরণের চিন্তা করিতেছিলেন। গৃহে গমন করিয়া তিনি নর্ত্তকীগণের ন্যায় নৃত্য করিবেন, ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিলেন। চান্দেলী দেব পূজার কথা ভুলিয়া দেবালয়স্থ নারীসঙ্ঘের মধ্যে কৌতুকামোদে লিপ্ত হইয়াছেন।

দাসীগণ পূজার আয়োজন করিয়া শীল দেবীকে বলিল—"মা পূজার সকল আয়োজন হইয়াছে আসুন?" হেমমালিকা বলিলেন—"কোথায় পূজা করিব?" দাসী বলিল—"ঐ দেখুন বিগ্রহের বামভাগে বিস্তীর্ণ স্থানে আপনাদের জন্য আসন বিস্তারিত হইয়াছে।"

হেম—কেন এই সম্মুখভাগে করিলি না?

দাসী—শেঠ-রাণীরা পূজা করিতেছেন?

হেম—ঐ স্থানেই পূজার আয়োজন করিয়া দাও।

শীলদেবী, হেমমালীকাকে বলিলেন—"ভগ্নি! অগ্রে বল্লভা সখীগণসহ ঐ স্থানে পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা সমাধা না হইলে কি প্রকারে আমরা ঐ স্থানে উপবেশন করিব?"

হেম—দাসীরা উহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া আমাদের পূজার স্থান করিয়া দিবে। পরিচারিণী দেদিকে ডাকিলেন—দেদি! দেদি!

শীল—এযে দেবালয়! এ সাধারণের ভক্তির স্থান, যে স্থানে বসিয়া যে পূজা করিবে—তাহার পূজা শেষ না হ'লে সে উঠিবে কেন? পূজা সমাধা না হইলে আসন ত্যাগ করিতে নাই।

হেম—যথেষ্ট আছে। আমরা রাজ-রাণী—আমাদের মন্দিরে আমরা বসিব, ইহার জন্য আবার কাহার অপেক্ষা করিব? আয়ত দেদি? উহাদিকে উঠিয়ে দিয়ে ঐ স্থানেই আমাদের পূজার আসন পাতবার ব্যবস্থা করি।

শীল—দেদি—থাম্। ভগ্নি হেম! তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? আমাদের মন্দির কে বলেছে? এ যে দেবালয়; সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার। দেদি কি শেঠরাণীদিগকে উঠাতে পারে? উহাদের মান, সম্ভ্রম আমাদের অপেক্ষা কম নহে! চল ভগ্নি আমরা ঐ স্থানেই পূজা করিগে।

হেম—তবে কি আমরা রাজরাণী হ'য়ে, শেঠ্‌নীদের অপেক্ষা ছোট? তা হবেনা। দেদি, শীঘ্র যা শেঠনীদিকে উঠিয়ে পূজার স্থান করে দে।

দাসীগণের এতাদৃশ সাহস হইল না যে শ্রেষ্ঠীমহিলাগণের নিকট হেমমালিকার এই আদেশ-বাক্য বিজ্ঞাপিত করে। তাহারা অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। হেমমালিকা রুক্ষস্বরে বলিলেন—"পোড়ারমুখীরা, যা সকলে গিয়ে হাত ধরে উঠিয়ে দে।" যে সকল রমণী হেমমালিকার কথা শুনিতেছিল তাহারা সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। অনেকে ব্যাপার কি অবগতির জন্য সেই স্থানে আসিল। দেখিতে দেখিতে দেবসম্মুখস্থ প্রশস্ত স্থান রমণীদর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল। শীলদেবী, হেমমালার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগ্নি! দেবমন্দির হইতে সুখ্যাতির বিনিময়ে নিন্দা লইয়া কি গৃহে গমন করিতে হইবে?"

হেম—রাজরাণীর আবার নিন্দা কি ? কাহার সাধ্য আমাদের নিন্দা করে। আমরা যাহা করিব, তাহাই ভাল। আমরা বন্দ্যনীয়া।

জনতার মধ্য হইতে কে বলিল—"সকলেই তোমাদের নিন্দা করে ; কেবল নিন্দা করে না "ডোম্‌নীপতি বল্লাল।" হেমমালিকার কর্ণে এই বিদ্রূপবাক্য প্রবেশ করিবামাত্র বলিল—"দেদি, কে একথা বল্‌লে দেখ্‌ত ? —তার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আয়।" জনতার মধ্য হইতে কে উত্তর করিল "ডোম রাজার ডোম্‌নীরাণী, ডোমের জল খেয়ে চণ্ডালিনী।"

হেমমালিকা চামুণ্ডার ন্যায় রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন—রোষকষায়িত-লোচনে জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন। শীলদেবী হস্তদ্বারা তাঁহার মুখাবরোধ করিয়া বলিলেন—"হেম, পাগলী হয়েছ—নিন্দার আর বাকি থাকিবে না। সরে এস্ !" বলিয়া হস্তধারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন—হেম একপদও নড়িলেন না। জনতার মধ্য হইতে উচ্চহাস্যধ্বনি সমুত্থিত হইল। শীলদেবী লজ্জিতা হইলেন। হেমমালিকা অভিমানে মস্তক নত করিলেন। শেঠমহিলাগণের মধ্যে যাহাদের পূজা সমাধা হইয়াছিল তাঁহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জনতার প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"এত গোলযোগ কেন ? কি হইয়াছে ?" জনতার মধ্য হইতে একটি রমণী বলিলেন—"কি জান বোন্ রাজরাণীদিগকে কে 'ডোম্‌নী, ডোমের জল খায়' বলেছে, তাই এত কাণ্ড।" শ্রেষ্ঠী রমণীগণ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখমণ্ডল অর্দ্ধাবরিত করিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিলেন। হেমমালা ইহা দেখিলেন—তাঁহার শরীর ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বল্লভার প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক রুক্ষস্বরে বলিলেন—"বল্লভা ! এস্থান হ'তে উঠে যা। আমরা পূজা করিব।" বল্লভা ধ্যানরতা ছিলেন, তিনি কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তাঁহার সখীগণ বিরক্ত হইল এবং বল্লভার পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান হইয়া হেমমালিকার

প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল—"রাজার রাণী যেন চণ্ডালিনী।" এই সময়ে চান্দেলী সখীগণসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন "রাজার রাণী চণ্ডালিনী," শ্রবণ মাত্র হাস্যময়ী চান্দেলীর বদন নিবীড় মেঘমালার ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল—নয়নদ্বয় হইতে তীব্র চপলার ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইল। চান্দেলী নিস্তব্ধভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মানা রহিলেন। জনতার মধ্য হইতে কে একজন রমণী অঙ্গুলী নির্দ্দেশসহকারে বলিল "ঐ সেই চান্দেলী"। চান্দেলী তীব্র কটাক্ষে সেইদিকে দৃষ্টিসঞ্চালিত করিলেন। হেমমালিকা দাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হাত ধরে শেঠনী-গুলোকে সরিয়ে দে।" দাসীগণ সঙ্গে হেমরাণী যোগ দিলেন। শ্রেষ্ঠীদাসীগণ ও বল্লভা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠীর পত্নীগণ সখীগণসহ বলিল—"দূর হ ডোমনীর দল তোরা আমাদিগকে স্পর্শ করিস্ না।"

তাঁহারা রাজরাণীগণের সমরাভিযানে বাধাপ্রদান করিলে—হেমমালিকা স্বয়ং বল্লভার হস্তধারণ উদ্দেশ্যে হস্তপ্রসারিত করিবামাত্র শ্রেষ্ঠীদাসীগণ তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক দূরে অপসারিত করিল। অপরাপর রাজপুরমহিলাগণ লজ্জায় মস্তকাবনত করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। বল্লভা ধীরে ধীরে বলিলেন—"বিবাদের আবশ্যক কি? আমার পূজা শেষ হইয়াছে—আমরা উঠিলেই আপনারা পূজায় বসিবেন।" সখীগণের প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোরা কি পাগল হয়েছিস্? কাহার সহিত বিবাদ করিতে-ছিস্?—রাজরাণীদের সহিত কি বিবাদ করিতে আছে?" জনতার মধ্য হইতে কে বলিল—"রাজরাণী না চণ্ডালিনী?" বল্লভা সেইদিকে দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন—"ছি! ছি! ও কথা বলিতে নাই।" পুনশ্চ কে বলিল—"ঐ যে চণ্ডালিনী রাজরাণী—চান্দেলী।" হেমমালা বলিলেন—"বার বার চণ্ডাল, চণ্ডাল বলিতেছিস্—রাজা যদি চণ্ডাল তবে চণ্ডালের মন্দিরে আসিয়াছিস্ কেন?"

বল্লভা। রাণীর মুখে কি এ কথা শোভা পায়? মন্দির দেবতার—আমারও নয় তোমারও নয়। এস্থানে চণ্ডাল আসিবে, ব্রাহ্মণও আসিবে।

চান্দেলী। রাজপ্রতিষ্ঠিত রাজমন্দির রাজভোগের জন্য,—তোদের জন্য নহে। আমরা এইস্থানে পূজা করিব—তোরা দূর হয়ে যা।

বল্লভা। তুমি একথা বলিতে পার—রাণীরা একথা বলিলে শোভা পাইবে না। তোমার পিতৃকুল আর রাণীদের পিতৃকুল—অনেক দূর। এ প্রকার হুকুম তোমার ডোমনীপতির প্রতি করিও—মানাইবে ভাল। আমরা মানিব কেন? যে দাসীর উপযুক্ত নয়, সে আবার রাণী হয়েছে! মরি! মরি! রাজবুদ্ধি আর কি!—বলি তুই'ত শূকর চরাতিস্ নয়?

চান্দেলী। আমার রাজ্য হতে দূর করে দিব। বেরো মন্দির থেকে।

বল্লভা। কি আমার রাজ্য রে? তোর ডোমরাজার রাজ্য, আমাদের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ। ঋণশোধ করে দিতে বলিস। নতুবা রাজ্যছেড়ে তোরা ডোমনা ডোমনী মিলে শূওর চরাগে যা—মানাবে ভাল।

চান্দেলী উন্মত্তা ভৈরবীর ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে বল্লভার হস্তধারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে অগ্রসর হইবামাত্র বল্লভার সখীগণ চান্দেলীকে বেষ্টনপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিল। চান্দেলী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেবালয় হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার দাসী ও সখীগণ তাঁহার অনুগমন করিল। হেমমালিকা চান্দেলীর সহিত রঙ্গালয় ত্যাগ করিলেন। অবশিষ্ট রাজপুরোমহিলাগণ পূজায় বসিলেন। বল্লালপট্ট-মহিষী রামদেবী পুত্রবধূ তারাদেবীসহ পূর্ব্ব হইতেই একপার্শ্বে পূজায় বসিয়াছিলেন। তাঁহারা এ বিবাদে লিপ্ত হন নাই। শ্রেষ্ঠীরমণী বল্লভা সখীগণ পরিবৃতা হইয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীঘরণীগণসহ দেবালয় ত্যাগ করিলেন। গৌড়রঙ্গভূমের পট পরিবর্ত্তিত হইল। নূতন দৃশ্য সংসার রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজ্য-শাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎসব—অনুষ্ঠান

হেমন্তে গৌড়নগরের সর্ব্বত্র মহান্ উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণ শ্রমজীবিগণসহ প্রত্যেক রাজপথ, তোরণদ্বার, রাজোদ্যান, পান্থশালা, অতিথিশালা, দেবালয়, দুর্গ, গঙ্গাতীর এবং রাজ-জলাশয়সমূহ সুশোভিত করিতেছেন। রাজাদেশে নাগরীক ধনী দরিদ্র সকলেই আপনাপন গৃহাদি সুসজ্জিত করিতেছে। গঙ্গাতীরস্থ প্রশস্ত সমতল তৃণক্ষেত্রে শত শত বিচিত্র ক্ষুদ্রবৃহৎ পট্টবাস দ্বারা সুসজ্জিত হইতেছে। নগর মধ্যে রাজদূতগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তূর্য্যনিনাদ-সহ ঘোষণা করিতেছেন—"আগত অর্দ্ধোদয়যোগ উপলক্ষে রাজমহিষী বিলাসদেবী গঙ্গাস্নানোপলক্ষে স্বুবর্ণবৃষ দান করিবেন এবং স্বুবর্ণবৃষ দানের দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান উপলক্ষে তাম্রশাসনপট্ট প্রদত্ত হইবে। মহারাজ স্বয়ং রামাবতীস্থ জয়স্কন্ধাবার হইতে এই উৎসব

সম্পাদন করিবেন। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকলেই রাজমহানস হইতে ভোক্ষভোজ্য প্রাপ্ত হইবেন। দরিদ্রগণকে রজতখণ্ড প্রদান করা হইবে। অতএব নগর উপনগর এবং পল্লীবাসিগণ উক্ত দিবসে উৎসবক্ষেত্রে গমন করিয়া উৎসব সন্দর্শন করিবেন। পান ভোজনের ও বিশ্রাম স্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিবে।" এই প্রকার ঘোষণাপূর্ব্বক দূতগণ নগর প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

রাজদূতগণ সমগ্র গৌড়মণ্ডলে এই উৎসব সমাচার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক শামন্ত-শাসন ভূমিপতির নিকট রাজাদেশ প্রেরিত হইয়াছে। ভূক্তিপতি, মণ্ডলাধিপতি শতগ্রামিন্, দশগ্রামিন্, পঞ্চগ্রামিন্ ও প্রতি গ্রামস্থ মণ্ডলসমীপে রাজাজ্ঞা প্রেরিত হইয়াছে। দেশপতি, সমাজপতি, গোষ্ঠিপতি, কুলপতি প্রভৃতিগণকে সামাজিকভাবে নিমন্ত্রণ দ্বারা রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

প্রতি সামন্ত শাসনকর্ত্তাগণের নিকট একটি অভিনব বিষয়ের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পল্লী মধ্য দিয়া সমগ্র মণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অপরাপর জাতিগণের সংখ্যানির্দ্দেশ করিতে হইবে। প্রত্যেকের শ্রেণী ও সমাজ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক সমাজপতি ও শ্রেষ্ঠগণকে স্বতন্ত্রভাবে রাজউৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ প্রদান করা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকল নিমন্ত্রিতগণকে, রাজধানী আগমনপূর্ব্বক রাজশিবিরে সমবেত হইতে হইবে। এই উপলক্ষে প্রত্যেক নদীর পারাপার জন্য পাটনীগণের প্রতি রাজাদেশ প্রেরিত হইয়াছে। পাটনীগণ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিবস পারাপারের জন্য কোনপ্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না।

গৌড়মণ্ডলস্থ ব্রাহ্মণেতর জাতির সংখ্যা এবং প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত লোকসংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভাট ও ঘটকগণ হিসাবসহ নগরে আগমন করিতেছেন।

জনগণের মধ্যে প্রথমেই কতিপয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে—প্রত্যেক বিভিন্ন সমাজের লোকগণনার কারণ কি? অনেকেই প্রথমে অনুমান করিয়াছিল যে প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্য হইতে সৈনিকপুরুষ নির্ব্বাচিত হইবে। ধনীগণ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন—রাজা ঋণশোধার্থ সকলকেই অর্থপ্রদানের আদেশ করিবেন। কিন্তু রাজাদেশ প্রচারের সহিত, এই প্রকার আন্দোলনের প্রকৃত উত্তরও প্রেরিত হইয়াছিল। সমগ্র গৌড়মণ্ডলের লোকসংখ্যা করিবার কোন প্রকার অসদভিপ্রায় মহারাজের আদৌ নাই, এই কার্য্যে সাধারণের দুশ্চিন্তার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না। তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে সমাজপতি ও শ্রেষ্ঠগণকে যথাযোগ্য বসন, ভূষণ, আসন প্রদান দ্বারা মান্য করিবেন এবং উপযুক্ত মানী ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বসাধারণ জনগণকে পানভোজন ও বাসস্থানের সুন্দর বন্দোবস্ত করিবেন। যাহাতে কাহার কষ্ট না হয়, যাহাতে কাহার বাসস্থানের অভাব না হয়—তাহার শৃঙ্খলার জন্য লোকগণনা হইতেছে।

লোকসংখ্যা অবগত না হইলে বাসস্থান ও আহার্য্যপ্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখা দুষ্কর হইবে। ধনী ও দরিদ্রভেদে বাসস্থান ও তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্য দাস দাসীগণের নিয়োগ পূর্ব্ব হইতেই করিতে হইবে সুতরাং এই সকল কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংসাধনার্থ লোকগণনার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ অধিকাংশ জনগণ বিবেচনা করিয়াছে যে রাজধানীতে একটি গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে। কোন কোন মনীষীগণ বুঝিয়াছেন ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাই হউক সমগ্র গৌড়জনপদবাসিগণ চিন্তিত

ও সবিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দূরদেশ হইতে যাঁহারা নগরে আগমন করিবেন, তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ নৌকাযোগে, কেহ শিবিকায়, কেহ কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ কেহ বা গো-শকটে এবং অধিকাংশ জনগণ পদব্রজে আগমনের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন। অদ্য হইতে ত্রিশ দিনান্তে সেই মহান উৎসবের দিন স্থির হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামপতি, সমাজপতিগণকে রাজনিমন্ত্রণে আগমন করিতেই হইবে; এই প্রকার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। সকলেই অবগত ছিলেন, রাজনিমন্ত্রণে আগমন করিতে হইলে লাভের আশা আছে। রাজসম্মান প্রাপ্তির সুবিধা হইবে সুতরাং অনেককেই রাজানুগ্রহ লাভাশায় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে হইয়াছে।

প্রত্যেক গ্রামপতি হইতে প্রত্যেক মণ্ডলাধিপতি এবং সামন্ত শাসকগণ নিজ নিজ দেশ, গ্রামজাত বিবিধ সামগ্রী আপন ব্যয়ে গৌড়নগরে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতিদিন শত শত নৌকা, শকট, অশ্ব, গো-দ্বারা দ্রব্যভার গৌড়নগরের রাজউৎসব-ভাণ্ডারে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবের জন্য যে সমুদায় দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা সমগ্র গৌড়দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া নগরে প্রেরিত হইতেছিল।

মহারাজ বল্লালসেন দেব হলায়ুধ, পশুপতি, সামন্তাধিপতি বটুদাস, মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস, শ্বশুর বটেশ্বর মিত্র, দেবাদিত্য দত্ত, ধর্ম্মাধিকারী জয়পাণিমান, অমাত্য রুদ্রমান, মন্ত্রী ব্যাসসিংহ ও ভৃগুনন্দী, লক্ষ্মণ বসু এবং গঙ্গাধর ঘোষ প্রমুখ বহু অমাত্য এবং কর্ণাটক ও অম্বষ্ঠ প্রভুকরনিক-গণসহ প্রকাশ্য মন্ত্রণাসভাগৃহে প্রতিদিন মন্ত্রণা করিতেছেন। উৎসব উপলক্ষে কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে তাহাসুস্থিরকরণ অভিপ্রায়ে প্রতিদিন প্রকাশ্য সভা আহূত হইতেছে। নগরবাসী প্রধান প্রধান

রাজকর্ম্মচারিগণ ও সাধারণ সম্ভ্রান্ত জনগণ সেই সভায় যোগদানপূর্ব্বক সভার কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিতেছেন।

কোন্ কোন্ দিবস কোন্ কোন্ কার্য্যের কি প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং সাধারণের অবগতির জন্য তাহা নগরে ঘোষিত হইতেছে।

পণ্ডিতকবিগণ শ্লোকাবলী রচনা করিয়া দিতেছেন এবং প্রকাশ্য সভায় শূলপাণিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক মন্ত্রীগণ তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিবার জন্য তাহা প্রদান করিতেছেন।

শত শত পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সংরক্ষণ আজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। বিদেশাগত সর্ব্বসাধারণের জন্য কি প্রকার বাসভবন প্রস্তুত করিতে হইবে, কোন্ কোন্ মণ্ডলান্তর্গত কোন্ জাতীয় কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ পদমর্য্যাদা ও উপাধি প্রদান-পূর্ব্বক সম্মানিত করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্মানের জন্য কোন্ প্রকার মূল্যবান্ পদার্থ উপঢৌকন প্রদান করা হইবে ইত্যাদি বিষয়ের সুমীমাংসা হইতেছে।

প্রকাশ্য সভা ব্যতীত প্রতিদিন রাত্রে কতিপয় অমাত্যগণসহ গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে একপ্রহরব্যাপী মন্ত্রণা চলিতেছে। এই গুপ্ত মন্ত্রণার কথা সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে না এবং এই প্রকার গুপ্তমন্ত্রণার অধিবেশনের বিষয় যাহাতে সাধারণে অবগত হইতে না পারে, তাহার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে উৎসবের দিবস অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, নগর উপনগর সুশোভিত হইয়াছে। দরিদ্র ও ভিক্ষুকের সংখ্যা দৈনন্দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—পান্থশালা বৈদেশীক জনগণে পূর্ণ হইতেছে। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্গীতালাপ করিয়া নগরমধ্যে ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা করিতেছে,

নগরের দেবালয়, চত্বর, দীঘিকা, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি সকল স্থানে, প্রাতঃ ও অপরাহ্নে জনসমাগম হইতেছে। তথায় কেহ শাস্ত্রালাপ করিতেছে, কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেছে—সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুগণ দলে দলে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। কোথাও যুবকগণ দলবদ্ধভাবে বিবিধ বাক্যালাপ করিতেছে। দিব্যোক, বল্লভানন্দ, দিবাকর গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় যুবক-গণ ও ঘটকগণ প্রত্যহ আগন্তুকগণের মধ্যস্থ কোন কোন বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও যুবকগণের সহিত কিঞ্চিৎকাল বাক্যালাপ করিয়া সুখানুভব করিতেছেন। রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত রক্তচন্দনের তিলকধারী যুবকগণ, দেবালয়ে, স্নানের ঘাটে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। মহাত্মা অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রতিদিন অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মমূলক উপদেশ প্রদান করিতেছেন—বিদেশাগত ও নগরের বহু যুবকগণ তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিতেছেন। অনেক বৌদ্ধ যুবক ভট্টের নিকট সনাতন আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। সিংহগিরি মঠত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ কোন স্থানে গমন করেন না, কতিপয় যুবক তাঁহার নিকট দীক্ষার্থ পাটলাচণ্ডী মন্দিরে গমনপূর্ব্বক সৌগতধর্ম্মে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

কর্কোটকনাগ ও কতিপয় রাজপদোপজীবিগণ দিব্যোকের পর্ণকুটীরে রাত্রে আগমন করেন, বল্লভানন্দ, দিবাকর গুপ্ত এবং মহাত্মা অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহাদের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। কর্কোটকনাগের রাজধানী "দেবস্থল" নগরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রতিদিন মন্ত্রণাসভা বসিতেছে এবং প্রতিদিন যুবকগণ কর্কোটক নাগের গুপ্ত আদেশ বহন করিয়া বহু নগর-উপনগর ও পল্লীগ্রামে গমন করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উৎসবক্ষেত্র—রামাবতী

গৌড়নগর হইতে রামাবতী পর্য্যন্ত রাজপথ বহু সুন্দর তোরণে শোভিত হইয়াছে। তোরণদ্বার সন্নিকটে পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষকগণ তথায় দলে দলে প্রতি তোরণদ্বার সন্নিকটে সশস্ত্র প্রহরা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোরণদ্বার সন্নিকটে সেনানিবাস-শিবির স্থাপিত হইয়াছে। পুষ্প ও তাম্বূল বিপণি দ্বারা সমগ্র রাজপথের উভয় পার্শ্ব শোভিত হইয়াছে। বিবিধ দ্রব্যভারসহ বণিকগণ নগর, রাজপথ ও রামাবতীর উৎসবক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিপণি সজ্জিত করিয়াছে। বিবিধ ফল, মূল, শাক ও মিষ্টান্নের ও পক্কান্নের দোকান স্থাপিত হইয়াছে।

গৌড়নগরের গঙ্গাতীরদেশ হইতে রামাবতী পর্য্যন্ত, সমগ্র নদীবক্ষ বিবিধ নৌকামালায় সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নদীতীরে বিবিধ দ্রব্যের বিপণি সজ্জিত হইয়াছে। গঙ্গাতীরস্থ রামাবতীর প্রশস্ত প্রান্তরে পট-মণ্ডপারণ্য হইয়াছে। গৌড়মণ্ডলের প্রত্যেক ভুক্তি অনুসারে উৎসব-ক্ষেত্রের বিবিধ অংশের নামকরণ করা হইয়াছে। প্রতি ভুক্তির অধীন মণ্ডলগুলির নামে বহুস্থান চিহ্নিত হইয়াছে। প্রতি মণ্ডলের অধীন "দশগ্রাম" অনুসারে বিভাগ করা হইয়াছে। ভুক্তিপতি, মণ্ডলপতি, দশ-গ্রামপতির যথাযোগ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শিবির চূড়ায় তৎ তৎ রাজচিহ্নসূচক পতাকা উড়িতেছে। সেই ভুক্তি, মণ্ডল, দশগ্রাম অধিবাসী জনগণ ঐ সকল শিবিরে যথাযোগ্য স্থানে বাসস্থান প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের পান ভোজনের জন্য প্রতি শিবিরের পার্শ্বে পৃথক্ কুঠীরে আয়োজন হইয়াছে।

প্রধান রাজ-শিবির, রাজপরিবারগণের শিবির, রাজামাত্যগণের শিবির নগর-শিবির সীমার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। উৎসব-মণ্ডপ, আনন্দ-মণ্ডপ, নৃত্যমণ্ডপ, মল্লক্রীড়া-মণ্ডপ প্রভৃতি মণ্ডপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে সজ্জিত হইয়াছে। সেনাশিবিরসমূহ যথাযোগ্য স্থানে মালার ন্যায় সজ্জিত হইয়াছে। ধ্বজপতাকা মাল্যদ্বারা শত শত তোরণদ্বার শোভিত হইয়াছে। রামাবতীস্থ এই বিরাট শিবিরারণ্য "জয়স্কন্ধাবার" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

রামাবতী জয়স্কন্ধাবার, কতিপয় মহাতোরণ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। দক্ষিণস্থ-তোরণ "গৌড়তোরণ," গঙ্গাতীরস্থ-তোরণ, "রাঢ়তোরণ," পার্শ্বে "বর্দ্ধমান-তোরণ" উত্তরস্থ তোরণ "পৌণ্ড্র-তোরণ" পূর্ব্বস্থ তোরণ "বরেন্দ্র-তোরণ" এবং বরেন্দ্র তোরণের পার্শ্বে পদ্মাতীরে "বিক্রমপুর-তোরণ" নামে মহাতোরণ শোভিত রহিয়াছে। মধ্যদেশে "বিজয়-তোরণ" নামে এক অত্যুত্তম বিশাল তোরণ শোভা বিস্তার করিতেছে।

সমগ্র "জয়স্কন্দাবার" চতুর্দ্দিকে সৈন্যশিবির দ্বারা প্রাচীরবৎ পরিরক্ষিত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট তোরণদ্বার ব্যতীত জয়স্কন্ধাবারে প্রবেশের অন্য কোন পথ নাই। "গৌড়-তোরণ" দ্বার দিয়া রাজপরিবারগণের প্রবেশার্থ পথ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তথায় প্রধান নগররক্ষক সশস্ত্র প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। স্কন্ধাবারমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রক্তবর্ণ সরণিসমূহ সুগন্ধ জলদ্বারা সিক্ত হইয়াছে —সৈনিকগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রত্যেক পথপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শিবির দ্বারে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহাশিবিরের চারিটি দ্বারে চারিজন প্রধান সৈনিকপুরুষ পার্শ্বচরগণসহ প্রহরা দিতেছেন। মহাশিবিরের দীর্ঘায়তন অতি মনোহর—সভ্যগণের জন্য বহু মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। ধ্বজ, পতাকা, মাল্য, আলেখ্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়াছে। আধারস্থ

পুষ্পিত বৃক্ষ দ্বারা মহাশিবির পরম রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। শিবির সমুদায় অগ্নিভয় হইতে সংরক্ষার নিমিত্ত সহস্র সহস্র মৃত্তিকা কলস বারিপূর্ণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রধান কর্ম্মীর অধীনে সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্নিভয় নিবারণ জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

* * *

কল্য বুধবার অরুণোদয়কাল হইতে উৎসব আরম্ভ হইবে। দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণেতর নিমন্ত্রিত জনগণে গৌড়নগর ও রামাবতীর জয়-স্কন্ধাবারস্থ শিবিরনিচয় পূর্ণ হইয়াছে। রাঢ়দেশের প্রৌঢ় বলিষ্ঠ নির্ভীক সমরকুশল পদাতিকগণ অসি ও ধনুক ধারণপূর্ব্বক গৌড়নগর রক্ষা করিতেছে। রাঢ়দেশস্থ প্রধান সৈনিকদল মহারাজের শিবির রক্ষা করিতেছে। গৌড়রাঢ়দেশের সৈনিকদলের উপর মহারাজ বল্লালের অসীম বিশ্বাস। তাহারা একাকী ঢাল তরবারিসহ মত্তমাতঙ্গের সম্মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ করিয়া থাকে। এই রাঢ়ীয় সৈন্যগণ দ্বারাই সেনবংশীয় নরপতি বরেন্দ্রবিজয় করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রতাপে পালরাজ্য সেনরাজ করতলগত হইয়াছিল। সুতরাং রাঢ়ীয় সৈন্যগণ পূর্ব্বাপর রাজার প্রিয় এবং রাজশরীর রক্ষীর কর্ম্ম করিয়া থাকে। রাজকীয় গুপ্তচরগণ, প্রতি শিবিরে, দেবালয়ে, রন্ধনশালায়, বিপণিতে, উৎসব স্থানে, স্নানের ঘাটে, পান্থনিবাসে, শৌণ্ডিকালয়ে, বারবিলাসিনী গৃহে, দ্যূতশালায় অবস্থান পূর্ব্বক আগন্তুকগণের গতিবিধি ও কথোপকথনের মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রধান রাজপুরুষের কর্ণগোচর করিতেছেন। রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ উৎসব-ক্ষেত্রে বহু দ্যূতশালা নির্ম্মিত হইয়াছে তথায় "সভিক"গণ ও অক্ষপটলিকগণ রাজকীয় গুপ্তচর বিভাগ হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহারাজ গুপ্তচরবিভাগ হইতে অবগত হইলেন—'চান্দেলী' সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। একদল যুবক বিদেশাগত জনগণের নিকট

'চান্দেলী' সম্বন্ধে রাজার কুৎসা প্রচার করিতেছে। মহারাজ বল্লাল যে একজন অত্যাচারী নরপতি তাহা তাহারা প্রচার করিতেছে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বৃদ্ধমন্ত্রী হলায়ুধ-গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের প্রতি যে প্রকার অপমানজনক ব্যবহার করা হইয়াছে এবং স্বয়ং রাজা সেই ব্যাপারে পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, তাহা প্রচার করিতেছে। বর্ত্তমান উৎসব স্বর্ণ-বৃষোৎসর্গ ব্যাপার লইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও মূলে মহারাজের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বরেন্দ্র সমাজপতি মহাসামন্ত কর্কোটকনাগ যদিও এই রাজনিমন্ত্রণে আগমন করেন নাই কিন্তু তাহার অনুগত সহস্রাধিক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক যুবকগণ আগমন করিয়া মহারাজের শাসনের বিবিধ নিন্দা প্রকাশ্যভাবে করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। তাহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষুক, কেহ ধর্ম্মপ্রচারক, কেহ ত্যাগী সন্ন্যাসী, কেহ গায়ক, কেহ সৈনিক, কেহ বণিক, কেহ রাজকর্ম্মচারী, কেহ বা জাতীয় শান্তি রক্ষার দলভুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য মহারাজের শাসন সম্বন্ধে নিন্দাপ্রচার এবং কুমার লক্ষ্মণের যশঃগান। ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাজপদোপজীবী।

তাহারা মহারাজ বল্লালসেন দেবের বর্ত্তমান শাসননীতির ঘোর বিরুদ্ধবাদী। তাহারা বর্ত্তমান শাসননীতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়াসী। রাঢ়ভূমির সৈনিকদলে এবং রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে বহুসংখ্যক যুবকগণ মহারাজের বিরুদ্ধে বিবিধ কথার প্রচার করিতেছে। কর্কোটকনাগের সহিত শত শত রাঢ়ীয় যুবকগণ এক মতাবলম্বী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সপ্ত-গ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, মহাস্থান, বর্দ্ধমান ও বীরভূমিস্থ বণিক যুবকগণ গৌড়ীয় বণিক যুবকগণের সহিত, রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসীগণের সম্মিলন হইয়াছে। সকল দেশের বণিক যুবকগণ আপন আপন বিপণিতে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রেতাগণকে চান্দেলী ও বল্লালের বিবাহজনিত বিবিধ গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিতেছে।

বল্লাল একজন প্রজাপীড়ক এবং প্রকৃতিপুঞ্জের একতা বিনষ্টকারী নরপতি বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। বণিক যুবকগণ তীব্রভাষায় মহারাজের অমঙ্গল কামনা করিতেছে এবং পাল রাজগণের মহত্ব প্রচার করিতেছে। কর্কোটক-নাগের যশঃগান করিতেছে, কুমার লক্ষ্মণদেবের প্রশংসা করিতেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও রাজবিরুদ্ধে নানাকথা শ্রবণগোচর হইতেছে। সমগ্র গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ প্রকৃতিপুঞ্জকে ব্রাহ্মণশাসনের প্রভাব প্রদর্শন করাইতে উৎকট ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণসহ অপরাপর গৌড়ীয় জাতিগণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যোগ দিয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কুম্ভকারগণ 'চান্দেলী'-মূর্ত্তি ও "চান্দেলী"-নামে ঘটবিক্রয় করিতেছে। ক্রেতাগণ চান্দেলী-মূর্ত্তি এবং ঘট ক্রয় করিয়া ভগ্নপূর্ব্বক পদদলিত করিতেছে। 'চান্দেলী'-নামে গন্ধহীন পুষ্পমালা বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতাগণ তাহা ক্রয় করিয়া কুক্কুর ও গর্দ্দভের গলদেশে প্রদান করিতেছে। "কর্কোটকনাগ" নামক সুন্দর সুগন্ধী পুষ্পমালা ক্রয় করিয়া যুবকগণ কণ্ঠে ধারণ করিতেছে। 'বল্লাল' নামক মালা এক কড়া কাণাকড়ি মূল্যে বিক্রিত হইতেছে—ক্রেতাগণ তাহা ক্রয় করিয়া রাজবর্ত্মে শকট-চক্রতলে নিক্ষেপ করিতেছে।

এই প্রকারের বহু গুপ্তকথা মহারাজের কর্ণগোচর হইলে মহারাজের আদেশে সহস্র গুপ্তচর মহারাজের যশঃকীর্ত্তন জন্য বহুমূর্ত্তিতে বহু স্থানে গমন করিয়া বিরুদ্ধবাদীগণের সহিত তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা পুষ্পবিপণি, তাম্বুলবিপণি, ও অন্যান্য দ্রব্যনিচয়ের দোকান স্থাপনপূর্ব্বক—বল্লাল, চান্দেলী নামক মাল্য, তাম্বুল ও দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রেতা হইয়া উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয়পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। রাজবিপক্ষবাদীগণের যে যে স্থানে সমাগম হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে সেই সেই স্থানে রাজকীয় গুপ্তচরগণ

অবস্থানপূর্ব্বক রাজার প্রশংসা শতমুখে কীর্ত্তন করিতেছে। রাজভক্ত বৌদ্ধ যুবকগণের মধ্যেও বহুসংখ্যক যুবক রাজার বিরুদ্ধে বাক্যপ্রয়োগ করিতেছে।

মহারাজের আদেশে সমরবিভাগ হইতে সহস্র সহস্র অতিরিক্ত সৈন্য নগর ও জয়স্কন্ধাবারে প্রহরার্থ নিযুক্ত হইতেছে। অদ্য মধ্যাহ্নকাল হইতে রাজসৈন্যগণ সুসজ্জিতভাবে বহুদলে বিভক্ত হইয়া সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে নগর ও জয়স্কন্ধাবারের সকল রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা প্রকৃত যুদ্ধযাত্রাকালে যদ্রূপ বাদ্যভাণ্ডসহ গমন করিয়া থাকে উৎসবের পূর্ব্বদিবস হইতে তদ্রূপ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। নাগরিক যুবকদল সৈনিকদল উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করিতেছে।

* * *

সন্ধ্যাসমাগমে প্রধান রাজপথসমূহ, প্রতি দুর্গশির, প্রতি নাগরিকগণের হর্ম্ম্যমালা, আলোক মালায় শোভিত হইল। "জয় মহারাজ বল্লালের জয়" নামাঙ্কিত পতাকা প্রতি গৃহচূড়ে শোভিত হইয়াছে। প্রতি রাজপ্রাসাদে প্রতি দুর্গশিরে, প্রতি দেবালয়ে এবং জয়স্কন্ধাবারে সদাশিবমূর্ত্তি চিত্র-শোভিত বল্লালের জয়পতাকা উত্থিত হইয়াছে। নগরের প্রতি নাট্য-মন্দিরে অদ্য নিশায় "গোপালের রাজ্যলাভ", "যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ" শিশু-পাল ও কংসবধাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

বুধবার হইতে তিনদিবসব্যাপী উৎসব হইবে। প্রথম দিবস নিমন্ত্রিত-গণের সাদর অভ্যর্থনা, রাজসৈন্যগণের সমরাভিনয় ও বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শিত হইবে। রাত্রে নগর ও জয়স্কন্ধাবারস্থ বহু নাট্যমন্দিরে রাম পালের স্বর্গারোহণ অভিনীত হইবে এবং প্রধান রঙ্গমঞ্চে "বিজয় সেনের গৌড়বিজয়" অভিনীত হইবে। তথায় স্বয়ং মহারাজ অবস্থান করিবেন।

দ্বিতীয় দিবস বৃহস্পতিবার নিমন্ত্রিতগণসহ শোভাযাত্রা বহির্গত হইবে।

যোগ উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের সহিত মহারাজ গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতীরস্থ মণ্ডপে দরিদ্রদিগকে ধনবস্ত্রাদি দান করিবেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা স্বর্ণধেনু উৎসর্গপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবেন। ব্রাহ্মণগণ প্রভৃত দানপ্রাপ্ত হইবেন। অপরাহ্ণে ভূমিদানপূর্ব্বক তাম্রশাসন পট্ট প্রদত্ত হইবে। রাত্রে বল্লালের "মিথিলাজয়" নাটকের অভিনয় প্রধান নাট্য মন্দিরে হইবে।

তৃতীয় দিবস—প্রাতে দরিদ্রগণকে স্থবর্ণ, রজত, বস্ত্র, খাদ্য প্রভৃতি দান করা হইবে। তৎপরে নিমন্ত্রিতগণমধ্যে পদমর্য্যাদানুসারে সম্মান ও উপাধি প্রদত্ত হইবে। তৎপরে বিস্তীর্ণ ভোজনশালায় নিমন্ত্রিতগণের সহিত মহারাজ একত্রে উপবেশনপূর্ব্বক আহারাদি করিবেন। অপরাহ্ণে শিল্পীগণকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। রাত্রে বিবিধপ্রকার গীত বাদ্য, রহস্য কৌতুক, ও প্রধান প্রধান নাট্যশালায় "বল্লালের রাজ্যাভিষেক" অভিনয় হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম উৎসব দিবস

পূর্ব্বগগনে স্থখতারা উদিত হইয়াছে। গৌড়নগরের তোরণদ্বারোপরি শানাই ও কাড়া হইতে মধুর সঙ্গীতালাপ হইতেছে। প্রতি রাজপথ পরিষ্কৃত ও সুগন্ধি বারিদ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে। সৈনিকগণ দলে দলে বাদ্যধ্বনিসহ দুর্গদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রামাবতী জয়স্কন্ধাবারাভিমুখে গমন করিতেছে। সুসজ্জিত বহু সৈনিকগণ

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রসস্তক্ষেত্রে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী, গজারোহী সৈনিক পুরুষগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে প্রধান নগরবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। ভাটগণ মহারাজের জয়গান করিতেছে।

নগর হইতে জনস্রোত রামাবতী অভিমুখে চলিয়াছে। বিপুল জনতা নিবন্ধন উষ্ণীষ-শোভিত মস্তকমাত্র দৃষ্ট হইতেছে। নগরমধ্যে রমণীগণের গতিবিধির জন্য দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটি পথ দিয়া গঙ্গাতীরে এবং অন্য একটি সুসজ্জিত পথ দিয়া রামাবতী জয়স্কন্ধাবারে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। উভয় পথই নারীসৈন্যগণ দ্বারা সুরক্ষিত— তাঁহাদের মধ্যে প্রধানা নেত্রীগণ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তরবারি ও সুদীর্ঘ বল্লম-দ্বারা শোভিতা ছিলেন। রণরঙ্গিণী চণ্ডীকাদেবীর সঙ্গিণী ডাকিনীগণের ন্যায় তাঁহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বিচরণ করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক রমণী উক্ত পথ দিয়া গমন করিতেছেন। শিবিকা, অশ্বশকট, গো-শকট, দোলা প্রভৃতি আরোহণে ধনাঢ্যা রমণীগণ 'রামাবতী' গমন করিতেছেন। বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জিত নগরীগণ পদব্রজে উৎসব দর্শনার্থ চলিয়াছে। রমণীগণের মধ্যে রক্তবস্ত্রপরিহিতা, ললাটদেশে সিন্দূরলিপ্তা রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিতা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীগণ অপরাপর রমণীগণের সহিত বিবিধ বাক্যালাপসহ চলিয়াছেন।

গৌড়বাসী বহুসংখ্যক নরনারী গঙ্গা ও পদ্মাবক্ষস্থ বিবিধাকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সুসজ্জিত নৌকারোহণপূর্ব্বক উৎসবক্ষেত্রে গমন করিতেছে। বহুসংখ্যক বৃহৎ নৌকায় শতজন সুসজ্জিত দাঁড়ী দাঁড়ক্ষেপণপূর্ব্বক গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত মাঝি, হাল ধরিয়া তাহাদের সহিত তালে তালে গানের মোহাড়া দিতেছে। মাঝির দুইজন পার্শ্বরক্ষক দীর্ঘ বল্লম হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নৌকার সম্মুখস্থ

'গলুই' উপরে বিবিধ অলঙ্কার, বস্ত্র এবং ছত্রচামর শোভিত বালক উহাদের সহিত সঙ্গীতালাপ করিতেছে। তাহার অগ্রভাগে স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি ধাতুগঠিত ধূপাধার হইতে সুগন্ধি ধূম উত্থিত হইতেছে। নৌকারক্ষী সৈনিকগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সুন্দর 'রৈ ঘরে' আঢ্যবেশে সজ্জিত হইয়া শ্রেষ্ঠীগণ আপন আপন রমণীগণ-সহ গমন করিতেছেন। কোন কোন তরণীর উপরে গায়িকাগণ গীত ও নৃত্য করিতেছে। রাজধানী, উপনগর ও পল্লীসমূহ হইতে ঐ প্রকার শত শত সুসজ্জিত তরণী গঙ্গা ও পদ্মাবক্ষ আলোড়নপূর্ব্বক দ্রুতগমনে রামাবতী অভিমুখে চলিয়াছে। জল ও স্থলপথে রামাবতীর চতুর্দ্দিক হইতে জনস্রোত জয়স্কন্ধাবারাভিমুখে চলিয়াছে।

পূর্ব্বগগন আরক্তিম হইল—প্রতি গৌড়ীয় দুর্গে জয়ডঙ্কা বাদিত হইল। সৈনিকগণের মধ্য হইতে তূর্য্যধ্বনি উত্থিত হইল—দেখিতে দেখিতে বাদকগণ রাজসম্ভাষণ সূচক বাদ্য বাদন করিল। সৈনিকগণ বিভিন্ন দলে বিভিন্ন স্থানে দণ্ডায়মান হইল। রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারদেশে ভাটগণ রাজাগমনসূচক সঙ্গীত গাহিল। স্বর্ণ, রজত দণ্ডধারি নকীবগণ দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল। "মহারাজাধিরাজ শ্রীমান বল্লালসেনদেব আগমন করিতেছেন।" ইত্যাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। শঙ্খধ্বনিসহ রামশৃঙ্গ বাদিত হইল। রমণীগণ উলুধ্বনি করিতেছিল। মহারাজ রাজদ্বারদেশে অবস্থিত চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন। শ্বেতছত্র মস্তকোপরি শোভাবিস্তার করিল। যুবতীদ্বয় মহারাজের উভয়পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক চামর ব্যজন করিল। স্বর্ণ-মণিময় তাম্বূলাধারে তাম্বূলরক্ষিত ছিল। মহারাজহস্তে একজন যুবতী একটি তাম্বূল প্রদান করিল। মহারাজ তাম্বূলচর্ব্বণ করিলেন।

সুসজ্জিত বাহকগণ চতুর্দ্দোল উত্তোলনপূর্ব্বক গমন করিল—অগ্র-

পশ্চাতে অশ্বারোহী রাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ সদর্পে চলিয়াছে। রাজচতুর্দ্দোলের পশ্চাতে রাজকুমারগণের চতুর্দ্দোল, তৎপশ্চাৎ অন্তরঙ্গ এবং প্রধান রাজপদোপজীবিগণের শিবিকা চলিয়াছে। গজারোহণে, রথারোহণে রাজসেবকগণ মহারাজ-পরিষদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। চতুর্দ্দলোপরি নর্ত্তকীদ্বয় নৃত্য করিতে করিতে রাজশোভাযাত্রার সহিত চলিয়াছে। এই বিপুল শোভাযাত্রা, রাজপ্রাসাদস্থ প্রধান বর্হিদ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক রামাবতী অভিমুখে প্রস্থিত হইল।

রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বদ্বার অতি সুন্দর প্রণালীতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই সুন্দর দ্বারদেশে অতি সুন্দর সুন্দর বিবিধাকার শিবিকা সজ্জিত ছিল। রাজপুরমহিলাগণ সেই দ্বারদেশে আগমন করিলেন; উন্মুক্ত তরবারি শোভিত রমণীগণ প্রতি শিবিকাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একে একে পুরমহিলাগণ শিবিকারোহণ করিলেন। বাহকগণ শিবিকা উত্তোলনপূর্ব্বক ধীর পদবিক্ষেপে রমণীগণনির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত পথাবলম্বনে, রাজপুরীর সীমাদ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক রামাবতীস্থ জয়স্কন্ধাবার অভিমুখে ধাবিত হইল।

* * *

প্রভাতগগণে অরুণোদয় হইল। রামাবতীস্থ মহাশিবির মধ্যে বিভিন্ন দেশাগত নিমন্ত্রিত প্রধান প্রধান রাজপদোপজীবিগণ রাজনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। রাজপদোপজীবি ব্যতীত অপর সাধারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যথা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের আসনও পৃথক্ পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর জাতির জন্য পৃথক্ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে তাহারা উপবিষ্ট হইয়াছেন। সাধারণ শ্রেষ্ঠীরমণী এবং রাজপুরমহিলাগণের জন্য সুরক্ষিত সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ আসন পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকায় তৎ তৎ স্থানে

তাঁহারা আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুসারে উপবেশন করিতেছেন। এই সমুদায় কার্য্য সম্পাদনের জন্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা-রমণীগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন।

মহারাজের চতুর্দ্দোল, শিবির-দ্বারদেশে উপস্থিত হইল বিবিধ বাদ্যধ্বনি দ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিল। ভাটগণ রাজাগমনসূচক মঙ্গল-গীত গান করিল। রাজা ও রাজকুমারগণ মহাসমারোহে বিভিন্ন পথাবলম্বনে আপনাপন আসনসমীপে গমন করিলেন মহাসভাস্থ জনগণ রাজসম্ভাষণ-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মহামন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র দণ্ডায়মান হইয়া সভাসদ্গণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন—"হে সভাস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অপরাপর জাতীয় মহাত্মাগণ! আপনারা মহারাজের নিমন্ত্রণে আগমনপূর্ব্বক আপনাদের মহত্ব প্রকাশ করিয়া মহারাজকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই দূরদেশ হইতে আগমনজনিত যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভরসা করি আপনাদের ক্লান্তি অপনীত হইয়া থাকিবে। আপনাদের শুভাগমনে সপারিষদ্ মহারাজ পরম আনন্দিত হইয়াছেন এবং আপনারা যে নিতান্ত রাজভক্ত তাহা বোধগম্য হইতেছে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর উদ্দেশে আমি মস্তক নত করিতেছি। অপরাপর জাতীয় মহোদয়গণের উদ্দেশে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি। মঙ্গলময় শঙ্কর এবং মা মঙ্গলচণ্ডী আপনাদের কুশল বিধান করুন।" মন্ত্রী আসন গ্রহণ করিলেন স্বয়ং বৃদ্ধ মহারাজ দণ্ডায়মান পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সদাশিব এবং মাতা গৌড়েশ্বরীর আশী-র্ব্বাদে রাজ্যের কুশল এবং আপনাদের রাজভক্তিবলে রাজ্য সর্ব্বাপদশূন্য শান্তি উপভোগ করিতেছে। আপনারা জয়যুক্ত হউন, সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষাকারী শাস্ত্রমর্ম্মাবগত চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণগণ উদ্দেশে আমি মস্তক নত করিতেছি। স্বজাতীয় মহাত্মাগণের উদ্দেশে আমি সাদরসম্ভাষণ

করিতেছি। বৈশ্যেতর জাতিগণ উদ্দেশে আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনাদের আগমন শুভ হউক।”

সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীমান্ পশুপতি আচার্য্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন—“আপনারা সকলেই অবগত আছেন, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বর্দ্ধমান-ভূক্তির অন্তর্গত বীরভূমস্থ পবিত্র বক্রেশ্বর-তীর্থ সমন্বিত ‘সেননগরী’তে অবস্থানকালে তাঁহার মাতার পুণ্য কামনায় সুরধুনীতীরস্থ পবিত্র ইন্দ্রেশ্বরদেব বিগ্রহের মন্দির সমীপস্থ ইন্দ্রাণী ঘাটে, সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষ্যে রাজমাতার গঙ্গাস্নান ব্যপদেশে হেমাশ্ব দান করিয়াছিলেন। এই মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্দ্ধমান-ভূক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়মণ্ডলে বাল্লহিট্টগ্রাম শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। কল্য মহারাজ বল্লালসেন দেব, তাঁহার শূরবংশজাতা অতি বৃদ্ধ মাতা বিলাস দেবীর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তদীয় পুণ্য কামনায় স্বুবর্ণ ধেনু দান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান পূর্ব্বক তাম্রশাসনপট্ট প্রদান করিবেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। আপনারা এই মহোৎসবে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদানপূর্ব্বক মহারাজের সাহায্য করিবেন এবং যাহাতে নির্ব্বিবাদে উদ্যাপিত কার্য্য সমাধা হয় তাহা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।”

* * * *

মহারাজের দক্ষিণভাগস্থ অনতিদূরে অবস্থিত রাজঘটক দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার সন্নিকটে পৃথক মঞ্চে উপবিষ্ট রাজভট্ট দণ্ডায়মান হইলেন। রাজঘটক দণ্ডায়মান পূর্ব্বক সুললিত স্বরে বিবিধ অঙ্গভঙ্গিসহ বলিলেন—“গৌড়েশ্বর সেন কুলতিলক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ বল্লালসেন দেব শাসিত কুশল রাজ্যের আমি সর্ব্বপ্রধান ঘটক। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-কুলের কুল-পরিচয় অবগত রহিয়াছি।” ঘটকরাজের গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা

এবং ললাটে রক্তচন্দনের তিলক শোভিত রহিয়াছে—বৃদ্ধ হইলেও যুবকের ন্যায় সুগঠনবিশিষ্ট ও তেজস্বী বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যোচ্চারণের সহিত কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালা আন্দোলিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছিল। "আমি মহারাজের নিকট রাজপদোপজীবির এবং অপরাপর প্রধান প্রধান মাননীয় ব্যক্তিগণের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি—সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ আমার বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।" রাজঘটক প্রথমেই প্রধান প্রধান রাজপদোপজীবি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি শ্রেণীভেদে নামোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে যে রাজপদোপজীবির নামোচ্চারণ করিলেন তিনি সুবর্ণ পাত্রে সুবর্ণ মুদ্রাসহ রাজসমীপে আগমন করিলেন এবং রাজভট্ট তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। রাজসিংহাসনের সম্মুখে সুবৃহৎ সুবর্ণ পাত্র রক্ষিত ছিল। এক পাত্রে তাম্বূল এবং অন্য একটি সুবর্ণ পাত্রে স্তূপাকারে মাল্য সজ্জিত ছিল। মহারাজ নিজ হস্তে একটি তাম্বূল এবং একগাছি মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ভিন্নপথ দিয়া আপন আসনে উপবেশনার্থ গমন করিলেন। রাজঘটক অন্য একজন রাজপদোপজীবির নামোল্লেখ করিলেন, রাজভট্ট তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিলেন। এই প্রকারে আগন্তুক রাজপদোপজীবিগণের সম্বর্দ্ধনা হইতে লাগিল। যাহাদের নাম রাজঘটক উচ্চারণ করিতেছিলেন যাঁহাদের প্রশংসা রাজভট্ট গাহিলেন তাঁহাদের সকলেরই ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা বিলম্বিত রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের উপবেশনের স্থান পর পর পদমর্য্যাদানুসারে সজ্জিত হইয়াছিল। সুশিক্ষিত বৃদ্ধগণ পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান রাজপদোপজীবিগণের সম্ভাষণ পরিসমাপ্ত হইল।

মহারাজঘটক বলিলেন—"প্রত্যেক ভুক্তিপতির অধীনস্থ প্রধান প্রধান ঘটক ও প্রধান ভট্টগণ, আপনাপন ভুক্তান্তঃপাতী মণ্ডলসমূহের প্রধান রাজপদোপজীবিগণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক অভ্যর্থনা ব্যাপার তৎতৎ ভুক্তিপতি সম্পাদন করিবেন—ইহাই রাজ-অভ্যর্থনা বলিয়া গণ্য হইবে।" প্রতিভুক্তি বিভাগানুসারে মণ্ডলভেদে সভা সজ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং একত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভুক্তি হইতে আগত নিমন্ত্রিত সভ্যগণের সম্বর্দ্ধনা পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সম্পাদিত হইল।

* * * * *

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতি ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলেশ্বর কর্কোটকনাগ সভায় আগমন করেন নাই সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনার্থ রাজকুমার শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন দেব মহারাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভ্যগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বর্দ্ধমান-ভুক্তির অধিপতি রাজকুমার মাধবসেনের তত্ত্বাবধানে প্রধান মণ্ডলপতি ঢেক্করীয়রাজ হরশঙ্কর ঘোষ মহাশয় ঘটক ও ভট্টগণ দ্বারা বর্দ্ধমান-ভুক্তির অনুমতি অনুসারে নিমন্ত্রিত সভ্যগণ যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে প্রত্যেক সামন্তপতির নিকট মণ্ডলপতির অনুজ্ঞায় নিমন্ত্রিতের সম্মান ও অভ্যর্থনা কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল।

* * * * *

মঙ্গল বাসরের প্রথম প্রহর অতীত হইল। সভাভঙ্গ-বিজ্ঞাপক গীত ও বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। রাজাসনসম্মুখস্থ সুবর্ণ পাত্র এবং প্রত্যেক ভুক্তিপতির সম্মুখস্থ সুবর্ণপাত্রোপরি সুবর্ণ মুদ্রার সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হইল। কোষাধ্যক্ষ গণনাপূর্ব্বক মুদ্রাগুলিকে থলিকাবদ্ধ করিলেন।

মহারাজ সভায় উপবেশনপূর্ব্বক যে প্রকারে পুরুষগণের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজপুরমহিলামণ্ডপেও তদ্রূপ অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত

হইয়াছিল। পাটরাণী তথায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসনে উপবিষ্টা থাকিয়া অপরাপর রমণীগণদ্বারা সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত করিয়াছিলেন। তথায় রমণীসমাজ 'চান্দেলীর' প্রতি আদৌ কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। রমণীসভা হইতে চান্দেলী কোন প্রকার মান্য প্রাপ্ত হন নাই। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অপরাপর জাতীয় রমণীগণ সভারম্ভকাল হইতে সভাভঙ্গকাল পর্য্যন্ত চান্দেলীকে উপহাস দ্বারা উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। অনেকে চান্দেলীকে কটুবাক্যও প্রয়োগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। নবপরিণীতা চান্দেলী প্রথমে লজ্জিতা হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধোদয় হইয়াছিল; তিনি ক্রোধবশে সভাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই সভাত্যাগ করিয়া তাঁহার বিশ্রাম শিবিরে গমন করিলেন।

* * * * *

রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ বিবিধ উৎসব শিবিরে—কোথাও মল্লক্রীড়া, কোথাও সর্পক্রীড়া, কোথাও কাষ্ঠপুত্তলিকার ক্রীড়া, কোথাও গীতবাদ্য নৃত্য ইত্যাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কোন পটমণ্ডপে অভিনেতৃগণ বিভিন্ন বর্ণরাগে বিবিধ মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্ব হইতে সাধারণ অনিমন্ত্রিত নরনারীগণ তৎতৎ স্থানের ক্রীড়াকৌতুক সন্দর্শন করিতেছিল। সভাভঙ্গের পর নিমন্ত্রিত সভাগণ মধ্যে অধিকাংশই আপন আপন পট্টবাসে গমন করিলেন যাঁহারা সভায় সম্মান-প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা অন্য কোন উৎসবে আদৌ যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। নরনারীগণের মধ্যে যাঁহাদের যেস্থানে কৌতুকামোদ দর্শনের ইচ্ছা হইল তাঁহারা তথায় গমনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিলেন। কেবল রাজপরিবারভুক্ত নরনারী এবং রাজপদোপজীবিগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবারবর্গ মহারাজের

অনুগমন পূর্ব্বক সমরাভিনয় দর্শন-মঞ্চে গমন করিলেন মহারাজ তথায় গমন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। সমর সচিবগণ ও প্রধান সেনাপতিগণ পরিচালিত সমর কৌশল আরম্ভ হইল। অভিনয়-দর্শন-মঞ্চের অধিকাংশ আসন শূন্য রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। দূতগণ কোন্ কোন্ আসন শূন্য রহিয়াছে তাহার তালিকা গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং মহারাজ, প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ও সান্ধিবিগ্রহীক পশুপতির সহিত শূন্য আসন প্রতি অঙ্গুলী সঞ্চালন পূর্ব্বক অস্পষ্ট শব্দে কি বলিলেন। অপর কোন ব্যক্তি তাহা অবগত হইল না।

* * * * *

রমণীগণের উপবেশন মঞ্চেও তদ্রূপ বহু আসন শূন্য ছিল। রাজপুর-মহিলাগণের মধ্যে কেবল মাত্র চান্দেলী দর্শকমঞ্চে আগমন করেন নাই।

* * * * *

বিবিধ প্রকার সমর কৌশল প্রদর্শিত হইল। মহারাজের আদেশে সমরসচিব হইতে সেনাপতি ও প্রধান প্রধান অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী ও পদাতিকগণ তাম্বূল ও মাল্য প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বেই সমরাভিনয়-বন্ধ-সূচক বাদ্য বাদিত হইল। দর্শকগণ ধীরে ধীরে মঞ্চত্যাগ করিলেন। মহারাজ একে একে অপরাপর প্রধান ক্রীড়াস্থল পরিদর্শন পূর্ব্বক রাজ-শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ নির্দ্দিষ্ট পট্টবাসে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

* * * * *

মহারাজ আপন বিশ্রাম-পট্টবাসে প্রবেশ করিয়া সুখাসনে উপবেশন করিলেন। রাজপুরমহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অন্তরঙ্গ তাঁহারা একে একে মহারাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু চান্দেলী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপন

পট্টগৃহে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন। চেটীগণ যখন মহারাজের পরিচর্য্যা করিতেছিল, সখীগণ মহারাজের সহিত রহস্যালাপ করিতেছিল, সেই সময়ে প্রধানা চেটী মহারাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক সংবাদ দিল—শ্রীমতী চান্দেলী অসুস্থ হইয়া শয্যায় শায়িত আছেন। মহারাজ ত্বরিতপদে চেটী, দাসী এবং সখীগণসহ চান্দেলীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অধিকাংশ শিবিরে নিমন্ত্রিতগণমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। রাজপদোপজীবি এবং সাধারণ নিমন্ত্রিতগণ মধ্যে অদ্যকার সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। কেহ বলিতে-ছেন—যাঁহারা পূর্ব্বাপর রাজসম্মান অগ্রে প্রাপ্ত হইতেন এবার তাঁহারা পাইলেন না। ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হয় নাই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেতরগণ পূর্ব্বাপর নির্দ্দিষ্ট সম্মান পান নাই।

কেহ বলিলেন—প্রথমেই সভামধ্যে উপবেশন কালেই চির নির্দ্দিষ্টক্রমে ব্যতিক্রম দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। এবার নূতন প্রণালীতে আসন রক্ষা হইয়াছিল।

কেহ বলিলেন—যাঁহারা শৈব এবং তান্ত্রিক তাঁহারাই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণও সম্মান পাইলেন না। বৈদিক বা বৈষ্ণব আদৌ সম্মান পাইলেন না। ব্যাপার কি বুঝিলাম না।

কেহ বলিলেন—বিশ্রাম-বস্ত্রাবাসও পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ খাদ্য পানীয়ও পৃথক হইবে। ঘটক ও ভাটগণ রাজপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহারা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া রাজশাসনই মান্য করিয়াছেন।

কেহ বলিলেন—রাঢ়বাসীগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেহ বলিলেন—পূর্ব্ব-গৌড়বাসীগণ রাঢ়ীয়গণের নিম্নেই সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই প্রকারে রাজসভার সম্মান ব্যাপার লইয়া প্রথমে সার্ব্বজনিন্ আন্দোলন চলিতে চলিতে বিভিন্ন ভুক্তি ও মণ্ডলবাসিগণের মধ্যে মনো-মালিন্তের সৃষ্টি হইল। ক্রমে পরস্পর ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত ভাবে বিবাদের সূত্রপাত হইল।

* * * *

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে রামাবতী নগরের চতুষ্পথ, চত্বর, দেবালয়, উদ্যান, সরোবরতীর, ও বিপণিসমূহে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। গঙ্গা, মহানন্দা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে বিবিধপ্রকার তরণীসমূহের সমাবেশ হইয়াছে—তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে শত শত তরণী আরোহীগণসহ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে। ক্রমে পশ্চিমাকাশপ্রান্তে আক্‌মহল শৈলশ্রেণীর অন্তরালে সূর্য্যদেব লুক্কায়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জয়স্কন্ধাবার, নদীতীর, দেবালয়, চতুষ্পথ, বিপণী বিবিধ বর্ণের আলোক-মালায় শোভিত হইল। রামাবতী-নগর ও জয়স্কন্ধাবার হইতে মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিসহ সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইয়াছে। রামাবতী নগরের সাধারণ নাট্যমন্দিরসমূহ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। তথায় মহারাজ "রামপালের স্বর্গারোহণ" এবং প্রধান রঙ্গমঞ্চে বিজয় সেনের গৌড় বিজয় অভিনীত হইবে। রামাবতীস্থ যুবক-সমিতি কর্ত্তৃক "চান্দেলী-পরিণয়" অভিনয় হইবে। জয়স্কন্ধাবারস্থ নিমন্ত্রিত সভ্যগণ মধ্যে অধিকাংশই রামাবতীস্থ সাধারণ নাট্যশালায় গমন করিতেছেন।

জয়স্কন্ধাবারস্থ রাজ-নাট্যশালা অতি মনোহর বেশেই সজ্জিত হইয়াছে। রাজপদোপজীবিগণ ও রাজভক্ত প্রজাগণ রমণীগণসহ নাট্যমন্দিরে গমন করিতেছেন। রমণীগণ স্বতন্ত্র স্থানে উপবেশন করিতেছেন। প্রধান নাট্য-পটমণ্ডপে প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ ও রাজপুরমহিলাগণ গমন করিয়া আপনাপন আসনে উপবেশন করিয়াছেন। মহারাজের অনুগ্রহে চান্দেলী

নাট্যমন্দিরস্থ পাটরাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়াছেন। সখিগণ পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রহস্যালাপ করিতেছে দাসীগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। মহারাজের অপর মহিষীগণ অদ্য রাত্রে নাট্যমন্দিরে আগমন করেন নাই। রাজকুমার শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব স্বতন্ত্র নাট্য-মন্দিরে গমন করিয়াছেন। মহারাজ অন্তরঙ্গগণসহ প্রধান নাট্যশালায় আগমন করিলেন। রঙ্গালয়ের যবনিকা অপসারিত হইল। গঙ্গোনট ও বিদ্যুৎপ্রভা নট-নটীবেশে মহারাজ বিজয়সেনের গৌড়বিজয় অভিনয়ের প্রস্তাবনা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে মূল অভিনয় আরম্ভ হইল। গঙ্গোনট বিজয়সেন বেশে রঙ্গ-মঞ্চে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যুৎপ্রভা বিজয়সেন-মহিষী বিলাস দেবীর অভিনয় উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অভিনয় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইল। মহারাজ বিদ্যুৎপ্রভাকে সুবর্ণ কঙ্কন উপহার প্রদান করিলেন।

* * * *

পালরাজ সেনাপতি নরেন্দ্র নাগ বরেন্দ্র-দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বিজয় সেন পরিচালিত রাঢ়-সৈন্যগণ সদর্পে বরেন্দ্র-দুর্গ অধিকারার্থ গমন করিতেছেন। মহারাজের আগমন সংবাদে নরেন্দ্র নাগ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুর্গদ্বার হইতে বরেন্দ্রবাসী সৈনিকগণ নিষ্কাসিত তরবারি হস্তে রাঢ়সৈন্যগণের উপর আপতিত হইল। রাঢ়সৈন্যগণ সেনাপতি নরেন্দ্র নাগকে বন্ধনপূর্ব্বক মহারাজের সমীপে আনয়ন করিল। বরেন্দ্র সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। রাঢ়ীয় সৈন্যগণ বরেন্দ্রসৈনিকগণের পৃষ্ঠে পদাঘাত পূর্ব্বক ভূমে নিপাতিত করিতেছিল। রাঢ়ীয় বীরগণসহ মহারাজ বিজয়সেন দেব বরেন্দ্রনগর অধিকারপূর্ব্বক প্রতি দুর্গশিরে সদাশিবমূর্ত্তি শোভিত ত্রিশূলাঙ্কিত রাঢ়ীয় বিজয়-পতাকা স্থাপন করিলেন। শামন্তশাসক

বঙ্গপালকে ধৃত করিয়া রাঢ়ীয় সৈন্যগণ প্রহার করিতে করিতে রাজসমীপে আনয়ন করিল। মহারাজ বিজয়সেন দেব তাঁহাকে পাদুকা বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পুরমহিলাগণকে রাজান্তঃপুরের দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত পূর্ব্বক শামন্তশাসক রাজমহিষীকে বন্ধনপূর্ব্বক সেন রাজপুরমহিলাগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। সৈনিক পুরুষগণ নগর লুণ্ঠন অভিনয় আরম্ভ করিল। ধনীগণের গৃহ লুণ্ঠনের সহিত রমণীগণের প্রতি নিগ্রহ এবং বৈশ্য শ্রেষ্ঠীগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ও অপমানজনক অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রদর্শিত হইল। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিগ্রহ এবং ক্ষত্রিয়গণকে অকুণ্ঠভাবে অবস্থানের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। বৈশ্য ধনকুবেরগণের ধন রত্ন লুণ্ঠিত হইল। বিজিত প্রকৃতিপুঞ্জের—অস্ত্র শস্ত্র অপহৃত হইল। মহারাজ দক্ষিণবরেন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পদ্মাতীরে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অত্যুক্তিপ্রিয় কবি বাল্মীকি উমাপতিধর শিবালয়স্থ প্রশস্তি পাঠ করিলেন।

নাট্যাভিনয় স্থল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি উত্তেজিতভাবে প্রস্থান করিলেন। রাজানুচরগণ তাঁহাদের নাম, ধাম লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

* * * *

নবাগত বৈদেশীক বণিকবেশে সজ্জিত হইয়া রাজকুমার আত্মগোপনপূর্ব্বক একাকী রামাবতীস্থ যুবকসমিতি কর্তৃক অভিনীত "চান্দেলী পরিণয়" দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। রাজকুমার লক্ষ্মণসেন দেব অভিনয় মন্দিরের প্রবেশপথে কাষ্ঠফলকে কি লেখা রহিয়াছে দেখিয়া সর্ব্বপ্রথম উহা পাঠ করিলেন। উহাতে লেখা ছিল—"গৌড়ীয় যুবকগণ 'চান্দেলী পরিণয়' অভিনয় করিতেছেন এই অভিনয় ব্যাপারে রমণীসংশ্রব আদৌ নাই। কোন প্রকার উপহার গৃহীত হইবে

না।" রাজকুমার অগ্রসরপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিলেন। রঙ্গালয়স্থ উপবেশন স্থানের কোনপ্রকার ভিন্নভেদ নাই—শ্রেষ্ঠী ও দরিদ্র ভেদে আসনের ভেদাভেদ নাই। শ্রমজীবি ও ধনীগণ পরস্পর নিকটে নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুবকগণ দর্শকগণকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন। ছদ্মবেশী রাজকুমার যুবকগণের আচরণ ও ভ্রাতৃভাব দর্শনে পুলকিত হইলেন। মহারাজ যে সময়ে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে "চান্দেলীর পাকস্পর্শ" অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয় সমাজপতিগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে স্বুবর্ণ-থাল, পার্শ্বে স্বুবর্ণ-ভৃঙ্গার সজ্জিত রহিয়াছে। নবরাজ বধূ চান্দেলী স্বুবর্ণ দর্ব্বী হস্তে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন এবং একটী রমণী স্বুবর্ণ থালে ঘৃতসিক্ত অন্নসহ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধ বল্লালসেন পুংক্তিভোজনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পার্শ্বে কর্কোটকনাগ উপবিষ্ট আছেন। আচার্য্য পশুপতি ভোজন ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিধানার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পশুপতি বলিলেন—"মহারাজ এই নব-যৌবনা চান্দেলীর শাস্ত্রমত পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা মহারাজের স্বজাতি। সামাজিক প্রথানুসারে নববধূর পাকস্পর্শ প্রথা রহিয়াছে। আপনারা নববধূপ্রদত্ত স্বুভান্ন গ্রহণ করুন।"

রাজরাণী চান্দেলী শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে উন্নীতা হইয়াছেন। চান্দেলী এক দর্ব্বী ঘৃতান্ন প্রথম পাত্র প্রদান করিলেন। সেই পাত্র বারেন্দ্রভূপতি কর্কোটকনাগের—তিনি চান্দেলী-প্রদত্ত অন্ন পাত্রে পতিতমাত্র দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বরেন্দ্র সমাজপতি কর্কোটকনাগ ডোমনী প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন না। গৌড়পতি নীচকুলে গমন করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিতে পারেন—তাই বলিয়া সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজ অধঃপাতে যাইবে না। নির্লজ্জ, নীচপ্রকৃতি বল্লালের অসীম সাহস দেখিতেছি

—চল আমরা নীচসংশ্রব ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি।" বৃদ্ধ বল্লাল ক্রোধকষায়িতলোচনে তীব্রস্বরে বলিলেন—"কে! আমার অন্নে প্রতিপালিত কুকুর, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা কোন্ দিন হইতে হইয়াছে? দাও উহাকে চান্দেলীর উচ্ছিষ্টান্ন দাও?" কর্কোটকনাগ আপন কটিস্থিত তরবারি নিষ্কাষণপূর্ব্বক দৃঢ়মুষ্টিসহ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন—"ধিক্! ধিক্! বল্লাল? ডোমনীসংসর্গে তোর স্বভাব নরকের কীট সদৃশ হইয়াছে। সাধ্য থাকে, শরীরে বল থাকে, তবে আইস! কর্কোটকনাগের পথ অবরোধ কর! ডোমের মধ্যে 'নাগ' তিলমাত্র সময় অবস্থান করিবে না। কর্কোটকনাগ ধীর পদবিক্ষেপে স্বগর্ব্বে যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন। মহারাজ বল্লাল বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নির্ব্বাক রহিলেন। পশুপতি তীব্রস্বরে আদেশ করিলেন, "সৈনিকগণ! উন্মুক্ত কৃপাণ ধারণপূর্ব্বক নিমন্ত্রিতগণকে উপবিষ্ট থাকিতে বাধ্য কর। যে কোন ব্যক্তি আসন ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইবে, তাহাকে বন্ধন কর। রাজমহিষী চান্দেলেশ্বরী অন্নপ্রদান করুন।" কতিপয় যুবক তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। একজন তীব্র বীরত্বব্যঞ্জকস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কই! এতকাল ত রাজগৃহে অন্নভোজনের কোন বাধাবিঘ্ন ছিল না! অদ্য মহান বাধা উপস্থিত হইয়াছে—সেই কারণে আমরা বল্লালের গৃহে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিব না। চান্দেলী বালিকা উহার কোন দোষ দেখিতেছি না। আমরা চান্দেলীকে অপমান করিতে চাহি না। দুষ্ট নির্ব্বোধ বল্লালকেই অপদস্থ করিব!"

"যাও মা চান্দেলী! তোমার পতির নিন্দা তুমি কেন শুনিবে মা! দুষ্ট বল্লাল! প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তশোষণ করিয়া, তোমার অহঙ্কার ও লালসা বৃদ্ধি হইয়াছে! বিবিধ উপায়ে প্রকৃতিপুঞ্জকে উৎপীড়ন করিতেছ। নির্ব্বোধ বল্লাল ধনমদে মত্ত হইয়াছ! গৌড়-রাজসিংহাসনে উপবেশন

করিয়া অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছ! অবগত নহ কি যে, প্রকৃতিপুঞ্জ-শক্তিই প্রকৃত রাজশক্তি, রাজা কাষ্ঠ বা ধাতুময় নিশ্চল দেবমূর্ত্তি মাত্র! আমরা রাজা বলিয়া তোমাকে মান্য করিলেই তুমি রাজা—নতুবা তুমি মৃত—শব বা পথের হীন ভিখারী মাত্র। রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ মহাপাপ সেই কারণে আমরা নিস্তব্ধ রহিয়াছি।" সৈন্যগণ যুবকের সম্মুখীন হইলে অপরাপর যুবকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের গতি অবরোধ পূর্ব্বক রঙ্গালয় হইতে অপসৃত হইল।

নববধূ চান্দেলী দর্ব্বীহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; যখন তাঁহারই জন্য এতাদৃশ ব্যাপার সংঘটিত হইল দৃষ্টি করিলেন তখন ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কৈ মহারাজ! আপনি বলিয়াছিলেন যে গৌড়মণ্ডলে আমার মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে! সেই সময়েই আমি বলিয়াছিলাম, যে আমি নীচজাতীয়া রমণী আমাকে গ্রহণ করিলে আপনি নিন্দিত হইবেন এবং আপনার ও আমার নিন্দা হইবে। সেই দিবস না আপনি বলিয়াছিলেন—বৌদ্ধ ভিক্ষু কন্যা রাজরাণী হইবে—রাজবলে আমি শ্রেষ্ঠ জাতিতে উন্নীত হইব? হে মহারাজ! গতকল্য আমি রমণীসমাজে হেয় হইয়াছি—আপনি বলিয়াছিলেন—আমিই পাট রাণী হইব, কৈ মহারাজ আমার জল যে কেহ স্পর্শ করিতেছে না! আমি যে কুলে যে স্থানে ছিলাম সেই স্থানে গমন করিব, আমি রাজরাণী গৌড়েশ্বরী হইতে চাহি না।" এই বলিয়া হস্তস্থিত সুবর্ণ দর্ব্বী সবলে ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যতা হইলে মহারাজ বল্লালসেন দ্রুতপদে চান্দেলীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। চান্দেলী মহারাজের হস্ত হইতে পদদ্বয় মোচন অভিলাষে যেমন আকর্ষণ করিবেন অমনি মহারাজ বল্লালের মস্তকে পতিত হইল। মহারাজ বহু সাধনার পর চান্দেলীকে তুষ্ট করিলেন এবং উপস্থিত ভোজনাগত

স্বজাতিগণ উদ্দেশে বলিলেন, যদ্যপি তোমরা চান্দেলীর অন্ন সরল মনে গ্রহণ না কর তাহা হইলে বলপূর্ব্বক প্রদত্ত হইবে। সেনাপতি! প্রত্যেক ভোক্তার জন্য আটজন স্বজাতীয় সৈনিক নিযুক্ত করুন; কেহ যেন পলায়ন বা গাত্রোত্থান করিতে না পারে। চান্দেলী সকলের পাত্রে অন্ন প্রদান করুন!' চান্দেলী তাহাই করিলেন। ক্রমে ভোজনক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। ভোক্তাগণ দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাজসৈন্য-পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক যবনিকান্তরালে পলায়ন করিল। নিমন্ত্রিতগণ মহারাজ বল্লাল ও আচার্য্য পশুপতিকে বন্ধনপূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিলেন। এক-জন রক্তচন্দনের তিলকধারী যুবক বলিলেন—"গৌড়াধিপতি মহারাজ বল্লালসেন দেব! নমস্কার। বলি মহারাজ! এক্ষণে বলুন দেখি রাজশক্তি শ্রেষ্ঠ না প্রজাশক্তি শ্রেষ্ঠ? এক্ষণে আপনি রাজশক্তির মহিমাদ্বারা আদেশ প্রচার করুন দেখি? এই ক্ষুদ্র রাজশক্তি লইয়া এতদূর অহঙ্কার! ছি! ছি! ছি! মহারাজ আমরাই যে আপনার শক্তি! আমরাই যে আপনার আদেশ! আমরাই গৌড়রাজ্য! আমরাই গৌড়সিংহাসন! আমাদের মিলিত শক্তি ও ভক্তিই যে রাজশক্তি ইহা কি উপলব্ধি হইল মহারাজ? প্রজাশক্তির আদেশে রাজশক্তির বন্ধনমোচন কর! জয় মহারাজের জয়! মহারাজ আমরা আপনার বাহুবল, বুদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্ম্ম। আমা-দিগকে লইয়াই আপনি মহৎ! এক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমরা আপনার শক্তিরূপে আপনার পরিচর্য্যা করি। রাজভৃত্য, চাটুকার, অর্থলোভী, নীচাশয় আচার্য্য পশুপতির বন্ধনমোচন কর। আচার্য্য প্রণাম হই।" যুবকগণ বীণা মৃদঙ্গসহ সঙ্গীত আলাপন করিলেন। ছদ্মবেশী রাজকুমার ধীর পদবিক্ষেপে ক্ষুণ্ণ মনে নাট্যমন্দির হইতে অপসৃত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎসবের দ্বিতীয় দিবস

শোভাযাত্রা—গঙ্গাস্নান

প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বগগনপ্রান্ত অরুণালোকে রঞ্জিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা বহির্গমনের সঙ্কেতসূচক বাদ্য বাদিত হইল। নাগরিক এবং বিভিন্ন দেশবাসী অনিমন্ত্রিত নরনারীগণ গঙ্গাতীর উদ্দেশে গমন করিতেছে, কেহ কেহ বা শোভাযাত্রা দর্শনার্থ পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেছে। জয়স্কন্ধাবারস্থ শিবিরসমূহ মধ্যে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দাসদাসীসহ শোভাযাত্রা উদ্দেশে সুসজ্জিত হইতেছেন। প্রতি প্রধান শিবির দ্বারে হস্তী, অশ্ব, রথ, শিবিকা সজ্জিত রহিয়াছে। জয়স্কন্ধাবারস্থ শিবিরসমূহে তুমুল সাড়া পড়িয়াগিয়াছে। ধ্বজ, পতাকা, হস্তী, রথ, চতুর্দ্দোল, এবং বিবিধ শিবিকাসহ সুসজ্জিত রাজভৃত্যগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে—সেনাগণমধ্যে তূর্য্য নিনাদিত হইতেছে। জনস্রোত গৌড়নগর হইতে "নৌ-সেতু" পার হইয়া রামাবতী অভিমুখে আগমন করিতেছে। পাণ্ডুনগর ও বরেন্দ্রবাসিগণ নদী উপরিস্থ "নৌ-সেতু" ও রাজকুমার দেবটকৃত সেতু পার হইয়া পিপীলিকার ন্যায় আগমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধপ্রহর দিবা অতীত হইল। তূর্য্যধ্বনিসহ দগড়, কাড়া, রণশৃঙ্গ, জয়ঢক্কা ঘোররোলে বাদিত হইল। লগুড়ধারী পদাতিক সৈন্যগণ দলে দলে লগুড় চালনা করিতে করিতে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে কাড়া ও দগড় বাজিতেছে।

রক্তচন্দনের তিলকধারী গৌড়ীয় যুবকগণ সেই পদাতিক দলে লগুড় চালনা করিতেছে। বাদ্যকরগণের মধ্যে অধিকাংশের ভালে সিন্দূরফোঁটা শোভিত রহিয়াছে। বাদ্যকর ও লগুড় চালকগণের মস্তকস্থ সুদীর্ঘ কেশদাম বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে মুখমণ্ডল আবরিত করিতেছে। রাইবাঁশ, শড়কী লাঠিয়াল প্রভৃতি এবং সৈন্যগণ ক্রীড়া-কৌতুকরত রহিয়াছে।

প্রতি দলের সহিত বহু পতাকা ও উন্নত রৌপ্যময় দণ্ডোপরি গৌড়ীয় রাজপতাকা উড়িতেছে। পথের উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত সৈন্যগণ রৌপ্যময় দণ্ডহস্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিতেছে। লগুড়ধারীদলের পশ্চাতে ভল্লধারী পদাতিকদল চলিয়াছে—তাহাদের সহিত বাদ্যভাণ্ড বাদিত হইতেছে। তৎপশ্চাৎ "টাঙ্গীধারী" সেনাদল নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ পরশুধারী রক্তবস্ত্র পরিহিত সৈনিকবৃন্দের শ্রেণী বিকট চীৎকারসহ দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিতেছে। রাঢ়ভূমবাসী বলিষ্ঠ সৈন্যগণ সুদীর্ঘ "ধূপ" নামক খড়্গ চালনা করিতে করিতে অনুগমন করিতেছে। লৌহমুদ্গর, খনিত্র, দাত্র, কুঠার, কোদালী ধারণপূর্ব্বক বহু পদাতিক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গমন করিতেছে। তৎপশ্চাৎ ভাটগণ মহারাজ বল্লালের যশঃগান করিতেছে—তৎপশ্চাৎ রাজছত্র, রাজপতাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্ম্মিত রাজদণ্ড হস্তে সুসজ্জিত দৌবারিক শ্রেণী গমন করিতেছে। বৃহৎ ধনুক ধারণপূর্ব্বক রক্তবর্ণের উষ্ণিষ শোভিত এবং তৎপশ্চাৎ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ধনু ও পৃষ্ঠে তূণ শোভিত ধানুকীগণ ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে সর্ব্বপ্রধান বৃহদাকার রাজহস্তীর শ্রেণী চলিয়াছে। উহাদের কপোল ও শুণ্ডদেশ বিবিধ রাগে চিত্রিত হইয়াছে, মস্তকে স্বর্ণ মুকুট, দন্তদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত এবং বহুমূল্য আস্তরণ ও গজঘণ্টা দ্বারা পৃষ্ঠদেশে শোভিত হইয়াছে স্বর্ণমণ্ডিত বৃহৎ ছত্র, চামর ও রাজদণ্ড এবং সদাশিব

ও খড়্গ চিহ্নিত সুবৃহৎ পতাকা বহন করিয়া চলিয়াছে। তৎপশ্চাৎ সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে কতিপয় প্রধান প্রধান গজসেনা গমন করিতেছেন। একশত সুচিত্রিত হস্তী বহুমূল্য আভরণে ও আস্তরণে শোভিত হইয়া প্রধান প্রধান গজসেনাপতিগণকে বহন করিয়া দুলিতে দুলিতে শুণ্ডদ্বারা বিজয়ঘণ্টা বাদ্য করিতে করিতে চলিয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাশ্ব, চতুরাশ্ব, দ্বিঅশ্ব যোজিত একশত সুন্দর রথোপরি রাজ-অন্তরঙ্গগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, প্রধান সান্ধিবিগ্রহিক, প্রধান অন্তরঙ্গ, রাজপুরোহিত প্রভৃতি প্রধান রাজপদোপজীবিগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহারাজ সর্ব্বপ্রধান গজপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। তৎপশ্চাৎ নারীসেনা দ্বারা সুরক্ষিতা রাজমহিষীগণ সুবর্ণময় চতুর্দ্দোলে যথাসুখে উপবেশনপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। সখীগণ তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মানপূর্ব্বক চামর ব্যজন করিতেছে। রাজমহিষীগণের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দোলে শ্রীমতী চান্দেলীর চতুর্দ্দোল অবস্থিত রহিয়াছে। পুরমহিলাগণের পশ্চাতে ভল্লধারী ও ধনুর্দ্ধারী পদাতিক সেনাগণ অবস্থান করিতেছে। তৎপশ্চাৎ সুসজ্জিত হস্তিশ্রেণী, তৎপশ্চাৎ চতুরাশ্ব যোজিত রথশ্রেণী, তৎপশ্চাৎ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের চতুর্দ্দোল শ্রেণী, তৎপশ্চাৎ নিমন্ত্রিত অপরাপর জনগণ আপনাপন পত্নীসহ রথারোহণে অবস্থান করিতেছেন। তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহী সৈন্যগণ এবং তৎপশ্চাৎ নগরবাসী সাধারণ জনগণ—কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ শিবিকায় এবং তৎপশ্চাৎ পদব্রজে বহু নরনারী আগমন করিতেছে। এই সুদীর্ঘ জনস্রোত জয়স্কন্ধাবার হইতে বহির্গত হইয়া রামাবতী নগরের প্রধান সুপ্রশস্ত রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক হরিকোটী, বসন্তকোট, পেশলগ্রাম সন্নিকট দিয়া "জগদ্দলমহাবিহার" পরিক্রমপূর্ব্বক রাজরাজেশ্বরী, মহানাগেশ্বর, চামুণ্ডামুখ, খণ্ডমুণ্ডমুখ, নল-চর্ম্মট, বিল্ববেদীকা এবং সহস্রায়তন শিবালয় সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

এই সহস্রায়তণ শিবালয়ের উত্তরে—অনতি সন্নিকটে দেবট্পুর এবং ইহারই অনতিদক্ষিণে ব্রহ্মপুরী নামক ব্রাহ্মণ শাসনভূমি। দেবট্পুর হইতে ব্রহ্মপুরী পর্য্যন্ত শৈব, বৌদ্ধ, জৈনাদি দেবালয়াকীর্ণ গঙ্গাতীরে শোভাযাত্রা স্থগিত হইল।

"সহস্রায়তন শিবালয়"-প্রদেশ রাজপরিবারগণের জন্য সুরক্ষিত ছিল। তৎপার্শ্বে রাজরাজেশ্বরী ও মহানাগেশ্বর রাজমন্দির সীমা পর্য্যন্ত অন্তরঙ্গগণের এবং চামুণ্ডামুখ হইতে বিল্ববেদীকা ভূভাগ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত সর্ব্বপ্রধান রাজপদোপজীবিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা তথায় অবতরণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। অপরাপর নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিতগণের জন্য ব্রহ্মপুরী ও তৎপূর্ব্বস্থ "কাঞ্চন স্বুবর্ণ" নামক গঙ্গাতীরস্থ বণিকমহল্লা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা তথায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিলেন। সাধারণ জনগণ আপন আপন তরণী বা সাধারণ পান্থনিবাসে বা উৎসব উপলক্ষে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অস্থায়ী পান্থনিবাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গঙ্গাতীর বিবিধ বিপণি-মালায় শোভিত ছিল। দেশ বিদেশাগত জনগণ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে দান, ধ্যান, ও পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—বিবিধ বাদ্য ও চীৎকার দ্বারা গঙ্গাতীরে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। রক্ত-চন্দনের তিলকধারী রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত রক্ত উষ্ণিষধারী সহস্র সহস্র যুবকগণ সাধারণ জনগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

গৌড়ীয় যুবকগণ রামাবতীস্থ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রোপরি কয়েকটি সুবৃহৎ পট্ট-বাস স্থাপন করিয়া উৎসব উপলক্ষে অস্থায়ী "সেবা-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সহস্রাধিক যুবকগণ সেবা-আশ্রমের কর্ম্মীরূপে উৎসব ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। আগন্তুক নরনারী ও বালকবালিকাগণের কোন প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইলে, কর্ম্মীগণ যত্নসহকারে তাহা বিদূরিত করিতেছেন। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, তরণীর দাঁড় বাহিয়া হাল ধরিয়া

নদীবক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। কেহ জলমগ্ন হইলে অথবা নদী মধ্যে কোন ব্যক্তি বা নৌকা বিপন্ন হইলে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এই সেবক সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং কর্ম্মীগণের মধ্যে দিব্যোক, বল্লভানন্দ, দিবাকর, বিন্দুগুপ্ত, মধুকর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান। এই সেবক সম্প্রদায়ের যত্নে "বণিক-আশ্রম" নামে একটি আশ্রম গৌড়নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বণিক আশ্রমের প্রধান প্রধান শাখা সমগ্র গৌড়দেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বণিক যুবকগণ বিবিধ পণ্যভার দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিপনি সজ্জিত করিয়াছেন। সকল দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে জনগণ সন্তোষলাভ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রচারক যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবীগণ, রমণীগণ মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। শ্রমণ, শ্রমণীগণও স্বতন্ত্র ভাবে প্রচার কার্য্য করিতেছেন। ক্রীড়নক বিক্রেতা কর্ম্মীগণ বালক বালিকাগণের নিকট খেলনা বিক্রয় ব্যপদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়া ও গীত শিক্ষা দিতেছে। কর্ম্মী ভাটগণ বিবিধ প্রকার সঙ্গীত দ্বারা সেবক সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শোভাযাত্রার উপকরণসমূহ গঙ্গাতীরস্থ প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে সমবেত হইল তৎসমুদায় রক্ষার জন্য সৈন্য ও ভৃত্যগণ নিযুক্ত হইল। এই প্রান্তরের একান্তে "সেবক-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বারেন্দ্রবাসী কৈবর্ত্তগণের নেতা রুদোক পুত্র ভীম এবং ভীমবন্ধু হরিকে বন্ধন করিয়া এই গঙ্গাতীরস্থ তাৎকালীন ক্ষুদ্র শ্মশানে আনয়ন পূর্ব্বক বহু উৎপীড়নের পর শিরচ্ছেদন করা হইয়াছিল। সেই বধ্যভূমির উপরেই "সেবক-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামপাল কর্ত্তৃক রামাবতীনগর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, রামপালের আদেশে পিতৃরাজ্য লাভ এবং ভীম ও হরির পরাজয়ে

বারেন্দ্রবাসী কৈবর্ত্ত বীরগণকে পদদলিত করিবার জন্য এই স্থানেই মহৎ আনন্দসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মহারাজ রামপাল বরেন্দ্রবাসিগণের আতঙ্ক উৎপাদনার্থ রামাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাঁহার কঠোর শাসন প্রভাবে বরেন্দ্রবাসী কৈবর্ত্ত প্রকৃতিপুঞ্জ নিপীড়িত হইয়াছিল। দুষ্ট প্রজাপীড়ক রামপালভ্রাতা মহীপালকে নিধনপূর্ব্বক রুদোক সমগ্র উত্তর বরেন্দ্রসহ গৌড়নগর অধিকার করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন।. মহীপালের অকথ্য অত্যাচার হইতে বরেন্দ্র-বাসিগণ আত্মরক্ষার্থ সমবেত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল। রামপাল আত্মীয়গণের সাহায্যে এই তৃণক্ষেত্রোপরি বরেন্দ্র বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভীম ও হরিকে বন্ধনপূর্ব্বক এই স্থানেই হত্যা করিয়াছিলেন। বহু বরেন্দ্রবাসী কৈবর্ত্ত সৈন্য ও অপর জাতীয় সেনা ও সেনাপতিগণের উত্তপ্ত শোণিতে তাহাদের জন্মভূমি পঙ্কিল হইয়াছিল। এই স্থানেই রামপালের উৎসব-পট্টবাস সজ্জিত হইয়াছিল। এই স্থানেই পাল রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত হইত। এই স্থানেই ভূমিদান এবং ব্রাহ্মণগণকে তাম্রশাসন পট্ট প্রদত্ত হইয়াছিল। মহারাজ রামপাল, তাঁহার একমাত্র পুত্রকে—যে স্থানে "সেবা-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেই স্থানে শূলে আরোপ করিয়াছিলেন। ঐ জগদ্দল মহাবিহারের সম্মুখস্থ জাহ্নবীজলে রামপাল সস্ত্রীক তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ সহস্রায়তন শিবালয় সম্মুখের প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীকার সন্নিকটে সস্ত্রীক রামপালের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের পর স্মারক চিহ্নস্বরূপ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সুদীর্ঘ বেদীকার উপরে রাজমাতা স্বর্ণধেনু দান করিবেন। বল্লালসেনের রাজত্বকালে সেই ঐতিহাসিক স্থানেই জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত হইয়াছে। ভীম-বন্ধন-ক্ষেত্রেই শোভাযাত্রাগত গজ, অশ্ব, রথাদি অবস্থান করিতেছে। রামপালের শ্মশানে, মহারাজ বল্লাল পুরস্ত্রীগণসহ গঙ্গাস্নান

ও স্বর্ণধেনু দান করিবেন। সেই বরেন্দ্রবাসিগণের আতঙ্কপ্রদ রামাবতী পার্শ্বে বরেন্দ্রবাসিগণের আনন্দপ্রদ গৌড়নগরী বিদ্যমান রহিয়াছে।

* * *

মহান শব্দে শত শত বৃহৎ ঘণ্টা নিনাদিত হইল, শঙ্খ, কাঁশর, তূর্য্য, রামশৃঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইল। ভাটগণ চীৎকার স্বরে ঘোষণা করিতেছে—গঙ্গাস্নানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গাস্নানেচ্ছুক নরনারীগণ স্নান কার্য্য সমাধা করুন।—সমবেত জনমধ্যে একটা নূতন ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইল। গঙ্গাতীরে ভীষণ লোকসংঘট্ট উপস্থিত হইল।

গঙ্গাস্নান সমাপ্ত হইয়াছে। সমাগত জনগণ, রাজপদোপজীবিগণ দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য বস্ত্র, মুদ্রা ও আহার্য্য দ্রব্যাদি দান করিতেছেন। বৌদ্ধগণ জগদ্দলমহাবিহারে প্রবেশপূর্ব্বক লোকেশ্বর মূর্ত্তির পূজা করিতেছেন। নারীগণ দেবালয় গমন পথে দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণকে দান করিতে করিতে দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতেছে। অন্নছত্রসমূহে অন্ন বিতরিত হইতেছে।

* * *

রাজমহিষী চান্দেলী গঙ্গাস্নানান্তে ব্রাহ্মণ, শ্রমণগণকে সুবর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিতেছেন। নরনারীগণ উন্নত মঞ্চোপরিস্থ চান্দেলীকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতেছে। জাতিগত অপবাদ উত্থাপন করিয়া মহারাজের নিন্দা করিতেছে। জনস্রোত মধ্য হইতে কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—"রাজার কৃপায় ডোমকন্যা রাজরাণী হইল—রূপের হাটে মহারাজ বিক্রিত হইয়াছেন।" "ডোমের দান ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিতেছেন। গৌড়রাজ্য ধন্য হইল!" কেহ বলিল—"চান্দেলী প্রতারিতা হইতেছেন কোন্ রাণী রাজার একান্ত প্রিয় তাহা অদ্যকার দানেই বুঝা যাইবে।" শ্রীমতী চান্দেলীর কর্ণকুহরে স্বর্ণধেনু-দান-প্রসঙ্গসূচক বিবিধ

বাক্য প্রবিষ্ট হইয়াছে। চান্দেলী প্রিয়সখীগণের উপর স্বর্ণ রজতাদি দানের ভারার্পণ পূর্ব্বক মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া সহস্রায়তন নিকেতনে প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয় বিদ্যুল্লতানাম্নী চেটীকাকে মহারাজসমীপে প্রেরণ-পূর্ব্বক সুবর্ণ-খট্যাপরি শয়ন করিলেন। বৃদ্ধ বল্লাল মাতার ধেনু-দান স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ধেনু উৎসর্গ হইয়াছে। গঙ্গাতীরে সুবর্ণ ধেনুদানে দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমান ভূক্তির অধীন মণ্ডলগ্রাম, হড্ডগ্রাম, ক্ষীর-গ্রাম প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম রাজপুরোহিত মণ্ডলগ্রামীয় গুণাকর দেবশর্ম্মণকে প্রদান করিলেন। রাজকুমার শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব এই দানকার্য্যের দূতকস্বরূপ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি, মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি প্রধান রাজামাত্যগণ সাক্ষস্বরূপ অবস্থান করিতে-ছিলেন। মহারাজ বিদ্যুল্লতার আহ্বানে শীঘ্র সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চান্দেলী সমীপে গমন করিলেন।

* * *

"নব রাজমহিষী চান্দেলী সুবর্ণ ধেনুদান করিবেন" ইত্যাকার জনপ্রবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইল। তড়ীৎবেগে এই মিথ্যা জনরব সমগ্র উৎসব-ক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়া পড়িল। জনরব সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার না করিয়াই সমগ্র জনসঙ্ঘ শত শত অলীক কথা যোজনাপূর্ব্বক চান্দেলীর স্বর্ণধেনু দানব্যাপারকাহিনীর পুষ্টিবিধান করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ বল্লালের দুর্ণাম প্রতি নরনারীমুখে উচ্চারিত হইল। চান্দেলী ও বল্লালের কুৎসা বিভিন্ন প্রকারে রচিত ও কথিত হইতে হইতে ক্রমশঃই সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিল।

* * *

গঙ্গাস্নান ও স্বর্ণধেনু দানান্তে পুনশ্চ শোভাযাত্রাসহ জয়স্কন্ধাবারে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল; কিন্তু তাহা যথাবৎ সম্পাদিত হইল না। রাজ-

কুমার শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব শোভাযাত্রার নায়ক হইলেন। প্রধান প্রধান অন্তরঙ্গ পুরমহিলাগণ এবং নিমন্ত্রিত সামন্তাধিপতি, মণ্ডলাধীপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপদোপজীবিগণ যোভাযাত্রায় যোগ দিলেন অপর প্রধান অপ্রধান নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিতগণ সুবিধানুসারে অগ্র পশ্চাৎ গমন করিলেন। শোভাযাত্রার বহুপরে মহারাজ বল্লালসেন দেব ও শ্রীমতী চান্দেলী একত্রে এক চতুর্দ্দোলে কতিপয় সৈন্যপরিবৃত হইয়া গমন করিলেন। বালকগণ করতালিসহ 'চান্দিলী' গীত গাহিল। যুবকগণ বৃদ্ধ বল্লালের "গঙ্গাযাত্রা"-গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিল। এই ঘটনার বহুপূর্ব্বে শোভাযাত্রা জয়-স্কন্ধাবার-সীমামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

* * *

রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ প্রধান সভামণ্ডপে বৈকালিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার রাজপদোপজীবিগণ, অন্তরঙ্গ, রাজপুত্রগণ এবং অপরাপর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছে। সভার একান্তে সূক্ষ্ম উর্ণনাভবস্ত্রে যবনিকান্তরালে রাজপুরমহিলাগণ যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সাধারণ সম্ভ্রান্ত রমণীগণ পৃথক যবনিকান্তরালে অবস্থান করিতেছেন। বারবিলাসিনীগণ স্বতন্ত্র মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখভাগে যবনিকা বিলম্বিত নাই। মহারাজ বল্লাল সেন সর্ব্বমধ্য উন্নত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার বামভাগে শ্রীমতী চান্দেলী নানা-লঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুইজন সালঙ্কারা সুন্দরী যুবতী মনিমানিক্য খচিত চামর ব্যজন করিতে-ছেন। একটি সুবৃহৎ শ্বেতছত্র রাজা ও রাণীর মস্তকোপরি শোভিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেতর সভ্যগণ সকলেই মহারাজ ও শ্রীমতী চান্দেলীর প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক পরস্পর ধীরভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন। মহারাজের সম্মুখভাগে সুসজ্জিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি

বেদিকার দক্ষিণভাগে দুইজন এবং বামভাগে সাতজন ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহারাজের সম্মুখস্থ একটি মাত্র সুখাসন শূন্য রহিয়াছে। তৎসন্নিকটে সুবর্ণ ভৃঙ্গার, সুবর্ণ পাত্রে পুষ্প, মাল্য, চন্দন রহিয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ, প্রধান সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতির সন্নিকটস্থ সুবর্ণ পাত্রে দুইখানি তাম্রফলক বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর একটী পাত্রে হেমহার হেমকুণ্ডল এবং সুবর্ণকোষাবদ্ধ কয়েকখানি তরবারি সজ্জিত রহিয়াছে।

* * *

সভার কার্য্যারম্ভসূচক মৃদঙ্গসহ বীণার ঝঙ্কার উত্থিত হইল। নটীপ্রবরা বিদ্যুৎপ্রভা ও হীরাপ্রভা সমস্বরে মহারাজ বল্লাল এবং চান্দেলীর প্রশংসা-সূচক গীত আরম্ভ করিলেন। রাগরাগিণীসহ সুললিত সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থজনগণ মোহিত হইলেন। সভাস্থ সকলের দৃষ্টি নটী-দ্বয়ের উপর সংবদ্ধ হইল। তাঁহাদের গীত সমাপনান্তে, রাজভট্ট দণ্ডায়মান পূর্ব্বক মহারাজ ও চান্দেলীর গুণকীর্ত্তন করিলেন। চান্দেলী আপন কণ্ঠহার উন্মোচন পূর্ব্বক রাজভট্টকে প্রদান করিলেন। মহাসভামধ্যে সর্ব্বাগ্রে রাজভট্টের সম্মান হইল—রাজভট্ট রাজরাণী উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

যবনিকার অন্তরাল হইতে “ছি! ছি!” রব সমুত্থিত হইল। সান্ধি-বিগ্রহিক রাজসভামধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সভাসদগণকে উপলক্ষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—“মহারাজ বল্লালসেন দেব অবগত হইয়াছেন যে শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধভট্ট মহাশয় গৌড়জনপদের একজন পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁহার মত ত্যাগী, সত্যপ্রিয়, তান্ত্রিক ধর্ম্মাচারপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বিদ্যালয়, শিল্পাগার, ধর্ম্মাগার, সেবকসমিতি, প্রচারসমিতি, যুবকসমিতি, নাট্যসমিতি,

চিকিৎসাসমিতি এবং বণিকসমিতি দ্বারা গৌড় জনপদে নূতন ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক হইয়াছে। তাঁহার প্রচারিত উদারমত বিশ্বপ্রেমাশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। শিষ্যগণ সকলেই ত্যাগ ও সেবা দ্বারা গৌড়জনপদবাসিগণের একান্ত প্রিয় এবং ভক্তিভাজন হইয়াছেন। গৌড়মণ্ডলবাসী প্রতি পল্লীর বৃদ্ধ, যুবা, রমণী ও বালক সকলেই শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট মহাশয়ের নামে ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে। অতএব সেই মহাত্মার সম্মানার্থ মহারাজ বল্লালসেন দেব কৃপণতা প্রকাশ করিতে পারেন না। আমরা অবগত আছি তিনি কোন প্রকার রাজসম্মানের আদৌ প্রয়াসী নহেন। সুতরাং তাঁহাকে কোন প্রকার রাজকীয় পদমর্য্যাদা প্রদান করিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপকারার্থ অর্থ প্রদান করিলেও তিনি তাহা প্রত্যাহার করিবেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেশহিতকর অনুষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থ এবং দরিদ্রগণকে অন্ন-বস্ত্রাদি বিতরণার্থ রাজভাণ্ডার হইতে কিঞ্চিৎ দান-কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। এতদর্থে ভট্ট-প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী দেবীর সেবা পূজাদি কর্ম্মার্থ পঞ্চখানি গ্রাম শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্টকে প্রদানার্থ রাজকুমার শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব দূতক স্বরূপ রাজসকাশে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বীয় পুণ্য কামনার্থ যুবরাজের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমান ভট্টকে উপস্থিত এই তাম্রশাসনপট্ট খোদিত গ্রামপঞ্চ মহারাজ প্রদান করিবেন।”

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আসনের দক্ষিণভাগে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ সামান্য গৌরীয় বস্ত্র এবং উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা এবং ললাটে সুদীর্ঘ রক্তচন্দনের তিলক শোভিত, তিনিই অনিরুদ্ধ ভট্ট। পশুপতিমিশ্র কিঞ্চিৎ অগ্রসরপূর্ব্বক শ্রীমান

অনিরুদ্ধভট্ট মহাশকে অভিবাদনান্তে হস্তধারণ করিলেন। ভট্ট তাঁহাকে প্রতি অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। মিশ্র তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক মহারাজের সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করাইয়া আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহারাজ স্বয়ং দণ্ডায়মানপূর্ব্বক ভট্টের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র তাম্রশাসনপট্ট ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাম্রপট্টের শীর্ষদেশে 'সদাশিব' মুদ্রা নামক রাজমুদ্রা স্বতন্ত্র কীলক দ্বারা সংবদ্ধ ছিল। প্রথমে চন্দ্রশেখর কৈলাসনাথের পবিত্র-চরণ সম্বন্ধে বন্দনাপূর্ব্বক সেনবংশ চরিত পাঠান্তে দানের কারণ এবং ভূমি গৃহীতার তিন পুরুষের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কোন্ কোন্ রাজপদোপজীবির সাক্ষাতে ভূমি-দান-পট্ট প্রদান করা হইতেছে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইল। হাট, বাজার, গোচরভূমি, পথ সমেত পল্লীপঞ্চের চতুঃ-সীমার উল্লেখপুর্ব্বক তাম্রশাসনখানি মহারাজের হস্তে প্রদান করিলেন। মহারাজ "চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদ ক্ষেত্রকরণ" হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া "স্বদত্তাং পরদত্তাং" প্রভৃতি শ্লোক পাঠান্তে ভগবান শঙ্করের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তিল, গঙ্গাজলসহ তাম্রপট্টখানি শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্টের হস্তে অর্পণ করিয়া মহারাজ বলিলেন—"শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট তান্ত্রিক-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুতরাং ব্রাহ্মণমণ্ডলী মধ্যে দেবেন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি ইঁহার সম্মান করিলাম।"

রাজকুমার শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি দূতকস্বরূপ উক্ত ভূমিদানের প্রস্তাব আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছি ইহার জন্য ভগবান উমাকান্তের পদ-বন্দনা করিতেছি। স্বদেশপ্রেমিক দরিদ্র-বন্ধু গৌড়ীয় যুবকগণের সৎ-পথের পরিচালক এবং রাজশক্তির অপব্যবহারের তীব্র সমালোচক শ্রীমান অনিরুদ্ধভট্টের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি।"

শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট উক্ত আসন ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোপবিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে মিশ্র পশুপতি দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্ণধেনু দানের দক্ষিণাস্বরূপ মহারাজ যে ভূমিদান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একখণ্ড তাম্রশাসন হস্তে ধারণপূর্ব্বক পট্টখোদিত লিপিমালা পাঠ করিয়া মহারাজের হস্তে প্রদান করিলেন মহারাজ স্বয়ং আপন হস্তে তিল গঙ্গোদকসহ তাম্রপট্টখানি প্রদান করিলেন।

মহারাজকর্ত্তৃক তাম্রশাসনপট্ট ও উপহার সহিত সন্মান প্রদত্ত হইলে শ্রীমতী চান্দেলী মহারাজকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ! আমি ভূমিদান করিব। মহারাজ ইহার সুব্যবস্থা করুন।" মহারাজ বামহস্ত উত্তোলন করিলেন তাঁহাদের উপবেশন স্থানের সম্মুখে একখানি কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা পতিত হইল। তাঁহারা সভাস্থ সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ, বীণা-ধ্বনিসহ বিদ্যুৎপ্রভা সুললিত সঙ্গীত আলাপ করিলেন। সঙ্গীত আলাপনান্তে যবনিকা উত্তোলিত হইল। মহারাজের বামভাগে শ্রীমতী চান্দেলীর সিংহাসন শূন্য রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। রাজসভায় হীরাপ্রভা বীণাসহ সঙ্গীতালাপ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ বল্লাল তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন, "রাজমহিষীগণ পুণ্যকামনার্থ তাঁহাদের স্ত্রীধন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিবেন। দানের পাত্র সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীযুক্ত পশুপতি মিশ্র নির্দ্ধারণ করিবেন।" মহারাজের বাক্যাবসানসহ পুরমহিলাগণের সম্মুখভাগে বিলম্বিত যবনিকার একাংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল। শ্রীমতী চান্দেলী সখীগণসহ মনোহর বেশে তথায় মহতাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চেটীকাগণ তাঁহার নিকট কৃপাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একজন সখী মহারাজকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিল—"রাজরাণী শ্রীমতী চান্দেলী তাঁহার স্ত্রীধন "চান্দেল ভূমি" পুণ্য

কামনার্থ ব্রাহ্মণকে দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।" এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র জনৈক ব্রাহ্মণ সভাস্থলে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক বলিলেন, "ভো, ভো, সভাসদগণ আপনারা শ্রবণ করুন—ব্রাহ্মণ মধ্যে এতাদৃশ নীচ কে আছেন যিনি দ্বিজকুলের দান ব্যতীত অপর নীচ জনের দান গ্রহণ করিবেন! সুতরাং, 'চান্দেল ভূমি' গ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সভামধ্যে বিদ্যমান আছেন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না।" এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম কাকেশ্বর দেবশর্ম্মণ, নিবাস হড্ডগ্রাম। শ্রীমতী চান্দেলী বলিলেন, "এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যিনি 'চান্দেল ভূমি' গ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সভাস্থলে বিদ্যমান নাই বলিলেন আমি তাঁহাকেই আমার স্ত্রীধন 'চান্দেল ভূমি' অর্পণ করিব।" রাজভট্ট শ্রীমান কাকেশ্বর দেবশর্ম্মণের বংশকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহামন্ত্রী হলায়ূধ মিশ্র বলিলেন এই 'চান্দেল ভূমি' দানের নিদর্শনস্বরূপ তাম্রশাসনপট্ট যথাসময়ে প্রদত্ত হইবে। উপস্থিত দানকার্য্য এবং দক্ষিণান্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে।" সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি বর্দ্ধমান ভূক্তান্তপাতী হড্ডগ্রামীয় কাকেশ্বরের সন্নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। কাক স্বক্রোধে বলিলেন—আমি নীচজাতির দান কদাচ গ্রহণ করিব না।" চান্দেলী আপন আসন ত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া বলিলেন—"আমার দান অবশ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। আমার জন্মভূমি পবিত্র 'মঙ্গলকোটক' নগরের কাণুর নদ তীরস্থ চন্দ্রসেন নৃপদুহিতা-প্রতিষ্ঠিত "লোকেশ্বর" এবং 'আর্য্যতারা' মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্টিত রাণীবিহার ও ডোমরাই বিহারের তত্ত্বাবধান জন্য এবং শ্রমণ, শ্রমণীগণের শয়নাশন ভোজনাদি সুব্যবস্থার জন্য এবং লোকেশ্বর এবং তারাদেবীর সেবা পূজার্থ উক্ত "চান্দেল ভূমি" প্রদান করিলাম। আমার পিতা ঐ লোকেশ্বর—বিহারের প্রধান পূজক গৃহস্থ ভিক্ষু, তিনি দরিদ্র হইলেও অর্থলোভী নহেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার নামে 'ডোমরাই বিহার' নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

শ্রীশ্রীবুদ্ধলোকনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং উক্ত বিহারস্থ বিগ্রহ 'ডোমরেশ্বর' নামে খ্যাত হইয়াছেন। আমি সৌগত ধর্ম্মাবলম্বিনী, হে মহাত্মা কাকেশ্বর! আপনি সৌগতের পূজা করুন। সৌগত সেবকগণের পরিচর্য্যা দ্বারা পবিত্র হউন।"

মহাত্মা কাক বলিলেন—"আমি সৌগত ধর্ম্মাবলম্বী নহি। আমি বৈদিকব্রাহ্মণ, সৌগত সেবা দ্বারা পবিত্র হইতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং চান্দেল-ভূমিতে আমার প্রয়োজন নাই। অপর কোন ব্যক্তিকে চান্দেল-ভূমি প্রদত্ত হউক।"

পশুপতি বলিলেন—"রাজাজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালিত হইবে। বৃথা কেন সময় অতিবাহিত করিতেছেন? দানগ্রহণ করুন। "এই বলিয়া কাকের হস্তধারণপূর্ব্বক চান্দেলীর সম্মুখস্থ আসনে উপবেসন করাইলেন। শ্রীমতী চান্দেলী, তাম্র ও চন্দনসহ, বুদ্ধপ্রীত্যর্থে 'চান্দেল-ভূমি' লোকেশ্বর ও আর্য্যতারার সেবা পূজার্থ এবং শ্রমণ শ্রমণীগণের শয়নাসন ভোজনাদি কর্ম্মার্থ দান করিলেন। ভূমি দানের দক্ষিণা-স্বরূপ একশত সুবর্ণ নিষ্ক প্রদান করিলেন। চান্দেলীর দান গ্রহণান্তে কাকেশ্বর আপন আসনে উপবেশনার্থ গমন করিলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ দণ্ডায়মান হইলেন এবং একজন শ্বেতচন্দনের তিলকধারী গৌড়বাসী বিনায়ক আচার্য্য কাককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"ওহে কাকেশ্বর! তুমি দান গ্রহণে পতিত হইয়াছ। অতএব আমাদের সহিত উপবেশন করিবার অধিকার আর তোমার নাই। তুমি স্বতন্ত্র স্থানে উপবেশন কর।" কাকেশ্বর সদর্পে পূর্ব্বাসনে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন—"আমি শ্রীমতী চান্দেলীর দান গ্রহণে যদি পতিত হইয়া থাকি তাহা হইলেও আমার মান তোমাদের অপেক্ষা অধিক তাহা মনে রাখিও। উপস্থিত আমি চান্দেলেশ্বর, আমার শক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক

হইয়াছে। তোমরা আমার ন্যায় চান্দেলাধিপতির নিকটে উপবেশনের উপযুক্ত নহ। আমি আদেশ করিতেছি তোমরা এস্থান ত্যাগ করিয়া দূরে দরিদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কর।" শ্রীমতী চান্দেলী তাঁহার পার্শ্বস্থ চেটিকাকে ধীরে ধীরে কি বলিলেন। চেটিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"মহারাণী শ্রীমতী চান্দেলী শ্রীযুক্ত বিনায়ক আচার্য্যকে শত স্বর্ণ দান করিবেন।" দুই জন সৈনিক পুরুষ বিনায়কের হস্তধারণপূর্ব্বক শ্রীমতী চান্দেলীর সম্মুখস্থ আসন সমীপে আনয়ন করিলে তাম্রপাত্রে শত স্বর্ণ প্রদত্ত হইল। তৎপরে শ্রীমতী চান্দেলী অপর সপ্তজনকে—যাঁহারা বিনায়কের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।—বস্ত্র ও স্বর্ণ দান করিলেন। সভামধ্যে এই বলাৎকারপূর্ব্বক দানকার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ কোন বাক্য আর উচ্চারণ করিলেন না। সভাভঙ্গসূচক তূর্য্যধ্বনি শ্রুত হইল। নর্ত্তকী হীরাপ্রভা নৃত্য আরম্ভ করিলেন—বিদ্যুৎপ্রভা বীণার ঝঙ্কারসহ গীত আরম্ভ করিলেন। গাঙ্গোনট মৃদঙ্গ বাদ্য করিলেন। সভাসদগণ ধীরে ধীরে আপনাপন আসন ত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এমত সময়ে গৌড়নগরের প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য শ্রীমান্ সিংহগিরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমি মহারাজের বিজয়রাজ্যস্থ পাটলাদেবীর প্রধান পূজক এবং মহারাজের তন্ত্র সাধনার প্রধান গুরু। আমি শ্রীমতী চান্দেলীর সহিত মহারাজের বিবাহ প্রদান করিয়াছি। আমি গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধাচার্য্য। আমি এই মহান্ রামাবতী জয়স্কন্ধাবারে সম্মান প্রাপ্ত হইলাম না! আমার চিরশত্রু অনিরুদ্ধ ভট্ট রাজসম্মান প্রাপ্ত হইল! বৌদ্ধধর্ম্মের বিখ্যাত শত্রু দুষ্ট বিনায়ক সৌগতধর্ম্মাবলম্বিনী শ্রীমতী চান্দেলীর নিকট "স্বর্ণ" প্রাপ্ত হইল। আর আমি রাজসেবায়, রাজ-প্রীত্যর্থে বহুল গর্হিতকার্য্যও করিয়াছি। আমি দেশবাসী

স্বদেশভক্ত নরনারীর উপর রাজ-প্রীত্যর্থে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছি। রাজার সুখবিলাসের জন্য জীবন অতিবাহিত করিয়া দেশবাসী শৈব, শাক্ত ও বৈদিকগণের উপর অত্যাচার করিয়াছি। রাজ্যের হিতকামনায় রাজার আদেশে রাজনৈতিক গুপ্ত সহস্র সহস্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি আমি সাধারণ প্রজাগণের বিরুদ্ধে বহু কার্য্য করিয়াছি। চান্দেলীর জন্য আমি প্রজামণ্ডলীর বিরাগভাজন হইয়াছি কিন্তু এই চান্দেলীই আমার সম্মান রক্ষা করিলেন না। মহারাজ! চামুণ্ডা মন্দিরে চক্রসাধন ব্যাপার নিবন্ধন আপনার চিত্তবিনোদনার্থ আমি যাহা করিয়াছি, শ্রীমতী বিশালাক্ষী যাহা করিয়াছেন তাহা কি বিস্মরণ হইয়াছেন! এই মহা-সভায় শ্রমণ, শ্রমণী এমন কি কোন বৌদ্ধ বিহারীও কিঞ্চিন্মাত্র সম্মান প্রাপ্ত হইল না! ভগবান সৌগত ইহার বিচার করিবেন। মিত্র-কুলকে শত্রুকুলে পরিণত করিলে ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে না।" কেহই সিংহগিরির বাক্য শ্রবণ করিল না—সিংহগিরি সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিক্রমপুরবাসী সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধনেতাগণ তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন।

রামাবতী জয়স্কন্ধাবার আলোকমালায় শোভিত হইয়াছে। রামাবতী নগরস্থ যুবকসমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম দূরস্থ বিভিন্ন পল্লীবাসী নরনারীগণে পূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ "আশ্রম"-স্থান আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছে। অদ্য তথায় "ত্যাগ ও সেবা" অভিনয় হইবে। যুবকসমিতির রামাবতী নাট্য-মন্দিরে "বল্লাল মোহমুদ্গর" অভিনয় হইবে। এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। জয়স্কন্ধাবারের রাজকীয় নাট্যমন্দিরসমূহে "বল্লালের মিথিলাজয়" অভিনয় হইবে। মহারাজ প্রধান নাট্যশালায়—সপারিষদ্ পুরমহিলাগণসহ অভিনয় দর্শন করিবেন। তথায় মিথিলা জয়াভিনয়ের পর—"রাজশক্তি" অভিনীত

হইবে। গৌড় নগরের "শ্রেষ্ঠী রঙ্গালয়ে" "সাধনা" এবং "বান্ধব রঙ্গালয়ে" "সিদ্ধি" অভিনয় হইবে।

* * * *

রামাবতীস্থ শৌণ্ডিকালয়ে ক্রেতাগণের সংঘট্ট অত্যধিক হইয়াছে। নীচজাতীয় সেনা ও দর্শকগণ "বারুণী" নামক মদিরা কলস কলস পান করিতেছে। ভিক্ষুণী ও ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রদানে "বারুণী" পান করিয়া প্রমত্তাবস্থায় বিবিধ সঙ্গীতালাপসহ বিহার এবং পান্থনিবাসে গমন করিতেছে। বারবিলাসিনীগণ সুসজ্জিতাবস্থায় তাম্বূল ও পুষ্প-বিপণিপার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রেতাগণের সহিত বাক্যালাপে রত রহিয়াছে এবং গঙ্গাতীরে প্রত্যেক চতুঃস্পথে, এবং সরোবরস্থ সোপানাবলির উপরিভাগে ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে সুরাপানে উন্মত্তপ্রায় নরনারী পতিত রহিয়াছে। কোনস্থানে রাজকীয় নগররক্ষক, নাকাধ্যক্ষ কর্ম্মচারীসহ মদমত্তা রমণীগণকে বহন করিয়া পান্থনিবাসে রক্ষা করিতেছে। নাকাধ্যক্ষ চৌরগণক রজ্জুবদ্ধভাবে কারাগারাভিমুখে প্রস্থিত হইতেছে। দ্যূতশালায় দ্যূতক্রীড়াভিলাষীজনগণের সংখ্যাধিক্যতা নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ আপনাপন কটিদেশাবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যাভিপ্রায়ে চালিত করিতেছে। চৌরোদ্ধরণিক ও দোঃসাধসাধনিকগণ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া নাকাভিমুখে গমন করিতেছে। শ্রমজীবিগণ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা বারবিলাসিনী-গৃহে মদিরাপানে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। তাহাদের গৃহে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ আহার্য্যাভাবে সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাগমে অন্নসত্রের দ্বারদেশোদ্দেশে গমন করিতেছে। কতিপয় ধনী ও শ্রেষ্ঠী বারবিলাসিনীসহ শকটারোহণে রঙ্গালয় উদ্দেশে প্রস্থিত হইয়াছে। ভিক্ষুকগণের চীৎকারে রাজবর্ত্ম

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় রমণী শিবিকারোহণে জারগৃহোদ্দেশে গোপনে দ্রুত ধাবিত হইয়াছে।

* * * * *

রামাবতী জয়স্কন্ধাবার হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। প্রতিনাট্যালয় হইতে অভিনয়ারম্ভসূচক বাদ্যধ্বনি দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে। নরনারীগণ নাট্যালয় উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে। অদ্য সিংহগিরি এবং বিশালাক্ষী ছদ্মবেশে রামাবতী জয়স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমান লক্ষ্মণ সেন দেব বিদেশাগত বণিকবেশে গৌড়নগরের রাজপথে বিচরণ করিতেছেন। চান্দেলী দুইজন চেটিকাকে ছদ্মবেশে রামাবতীস্থ সেবাশ্রমে এবং যুবক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামাবতী নাট্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ স্বয়ং সপারিষদ্ প্রধান রাজকীয় নাট্যমন্দিরে গমন করিলেন।

* * * * *

দিব্যোক, দিবাকর, বিন্দুগুপ্ত, বল্লভানন্দ প্রভৃতি যুবকগণ রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ প্রধান প্রধান রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের কটিদেশে বিলম্বিত কোষাবদ্ধ তরবারি দুলিতেছে। তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে প্রধান নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। নাট্যালয়ের স্বর্ণবিন্দু পরিশোভিত মেঘবর্ণ যবনিকা অপসৃত হইল—প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধবিকশিত ও কোরক-কমল-দামে রঙ্গমঞ্চ সজ্জিত হইয়াছে। পদ্মাসনে বিদ্যুৎপ্রভা বাগীশ্বরী বেশে সজ্জিতা হইয়া বীণা বাদন করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে হীরাপ্রভা, রত্নপ্রভা নামক নটীদ্বয় সহচরীবেশে শ্বেতচামর ব্যজন করিতেছেন। রাগরাগিনীসহ দ্ব্যর্থবোধক একটী সঙ্গীতের আলাপন করিলেন—এই সঙ্গীত অতি শ্রবণমধুর হইল। সঙ্গীত দ্বারা রাজপক্ষে বল্লালের সুখ্যাতি দ্বিতীয়

রাজপক্ষে বল্লালকে অপদার্থ, লম্পট, মূর্খ বলা হইয়াছে। রাজভট্টবেশে গঙ্গোনট বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া উক্ত সঙ্গীতের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া দর্শকগণ উদ্দেশে বলিলেন—'গৌড়ীয় রীতি' নূতন কবির হস্তে পতিত হইয়া বর্ত্তমানকালে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেছে।

স্বাধীন গৌড়ীয় বাণীকুঞ্জে আর পীকরব নাই, বাসন্তী অনিল আর বহে না। এক্ষণে বহিতেছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত বায়ু! আর রাজ-অন্নে প্রতিপালিত, হীন, কপটী আত্মস্বাধীনতা বিক্রেতার দল মক্ মক্ করিতেছে। গৌড়ীয় সাহিত্যকুঞ্জে অন্নদাস বিদূষকের ভণ্ডামি দেখা দিয়াছে! এই যে আমি রাজভট্ট আমার ভণ্ডামি দ্বারাই বাগবাদিনী সন্তুষ্টা হইবেন। বল্লালের চোখ রাঙ্গাণি আর ভক্ত বিটেলী, আর আমার সহস্র মুদ্রালাভাশা, এই তিনে বাগবাদিনী বিবাগিনী হইবেন। গৌড়ের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বাগবাদিনীর আবশ্যকতা আদৌ নাই! চাই লাঙ্গল আর পাঁচনবাড়ী। টোলগুলো ত হট্টগোলের আড্ডা হয়েছে। টোলগুলো থেকে কেবল 'কাব্য' বাহির হচ্চে। কাব্যের সেবায় ছোঁড়াগুলো কেবল 'অভব্য' হয়ে উঠ্‌ছে। কোথা বিদ্যুৎপ্রভা, কোথা হীরাপ্রভা, কোথা রত্নপ্রভা, আর কোথায় সুরা, আর কোথায় দ্যূতশালা! এই ত ব্যাপার বলি বাগবাদিনী দেখ্‌ছেন না গৌড় যে গঙ্গায় ডুব্‌লো।"

বাগবাদিনী গাহিলেন—

ডুবিলে জাগিবে, ডুবিলে জাগিবে
ডুবিছে গৌড় জাহ্নবী জলে।
উঠিবার কালে আপনি উঠিবে আপনি আপন বলে।
রত্নাকর গর্ভে, উত্তাল তরঙ্গ করে গরজন সঘনে!
ডুবেছিল যারা ডুবিবার কালে রহেনি সহস্র যতনে!

আজিকে তাহারা আপনার বলে
আপনি তুলেছে মাথা, কাঁপিছে মেদিনী
ঐ শুন! তাদের গভীর গরজনে
আজি সুশ্যাম শ্যামলা জননী তাদের
ভাসিসে হাসিছে সুনীল জলধী জলে।

বিদূষক—"তবে ডুবে যাও, ডুবে যাও! যদি বাঁচতে চাও ডুবে মর! এ যে সে কথা নয়—বেদমাতা বাণী রাণীর শ্রীমুখের আদেশ! গৌড়বাসী যদি বাঁচতে চাও! যদি আঁধার থেকে জ্যোৎস্নালোকে বেড়াতে চাও! তবে ডুবে পড়, ডুবে পড়! মরণের জন্য ভয় কি? হাত পা ছেড়ে তোফা জাহ্নবী-জীবনে জীবনটা ঢেলে দাও না! এই কেমন করে ডুব্‌তে হয় দেখ!" অসি নিকাশনপূর্ব্বক দ্রুতপদে—"সাধের গৌড়, সাধের জন্ম-ভূমি, সাধের জাহ্নবী"—বলিয়া যবনিকার অন্তরালে গমন করিল। দর্শকবৃন্দ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যবনিকার অন্তরাল হইতে জনৈক মিথিলাবাসী বিশ্বপ্রেমিক যুবক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

বিঃ প্রে—"মিথিলায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক আমি ধন্য হইয়াছি। মিথিলা মা বাগবাদিনীর বাণীকুঞ্জ মহারাজ জনক হইতে আজ পর্য্যন্ত মিথিলাভূমি বিদ্যাবলে ভারত-শ্রেষ্ঠ। আমি বাণী-সেবক। বাণী-সেবাই আমার জীবন-ব্রত।"

বাণীসেবক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাণীমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন—"অদ্য আমার জন্ম সফল হইল।"

বাণী—"বৎস্য! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য! তোমার আরাধনায় আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। তুমি বর গ্রহণ কর।"

বিঃ প্রে—"মা! আপনার দর্শনে আমার সকল বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। যা দিবার তাহা ত আপনি দান করিয়াছেন! আর কি প্রার্থনা করিব—এই বর দিন যেন মিথিলাবাসী 'শান্তি' সুখ ভোগ করে।"

বাণী—"বৎস্য! যাহা প্রার্থনা করিলে ইহা দেবদুর্লভ! শান্তি, মর-জগতের উপভোগ্য নহে। শান্তি বলিলে সচরাচর যাহা উপলব্ধি হয় তাহাও যে পরম সাধনার ধন। কঠোর সাধনা দ্বারা বীরপুরুষগণই শান্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী মৈথিলী পণ্ডিতগণের ভাগ্যে বিধাতা শান্তিবারি সিঞ্চন করেন না। তাহারা বৃথাভিমানে পরস্পর কলহ-রত রহিয়াছেন। শাস্ত্রের কদর্থপটু পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রমর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারেন না—ভাবসলিলে অবগাহন করিতে না পারিলে 'পণ্ডিত' আখ্যা বৃথা। তোমরা বিবিধ শাস্ত্রপাঠ করিয়া নাস্তিক, আস্তিক, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি করিতেছ। তোমরা দিন দিন কলহপ্রিয়, দাম্ভিক, সরলতাবর্জ্জিত, অর্থলোভী হইয়া পড়িয়াছ। অপরের পাণ্ডিত্য খ্যাতি, সুনাম তোমাদের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতেছে। অর্থের জন্য তোমরা সকল প্রকার কুকার্য্য করিতে পার। তোমাদের শান্তি কোথায়! পুস্ত-কের মধ্যে, অর্থের মধ্যে, প্রিয়জনের নিকট শান্তি মিলিবে না। শান্তি যদি এত সহজে লভ্য হইত তাহা হইলে শান্তির জন্য কেহ এতাদৃশ ব্যাকুল হইত না। শান্তি বীরভোগ্য! দেশের মূর্খ শ্রমজীবী নরনারীগণকে তোমরা ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতে শিক্ষা করিয়াছ। তাহাদিগকে ভাই, ভগ্নীর ন্যায় স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতে শিখ নাই। তোমাদের হৃদয়ে ভ্রাতৃভাব নাই, জননী জন্মভূমির প্রতি সহানুভূতি নাই। জননী জন্মভূমির বক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মিথিলাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাগণের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রকাশ কর না। অথচ তোমরা মিথিলাবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত! ধিক্ তোমাদিগকে! তুমি বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছ! কিন্তু

জননী জন্মভূমিবাসী মূর্খ, নীচ জাতি বলিয়া খ্যাত নরনারীগণকে উন্নত করিতে কদাচ প্রয়াস পাও নাই। বিশ্বপ্রেমিক কি শান্তিকামনা করিতে পারেন? শান্তি, বিলাস-গৃহের পুষ্পগুচ্ছস্থ পুষ্প নহে। অনাহৃত শান্তি অন্যের উপভোগ্য নহে। শান্তির চতুর্দ্দিক স্তরে স্তরে ভীষণ হইতে ভীষণতর অশান্তির বেষ্টনী দ্বারা দৃঢ়াবদ্ধ। বীরগণই আপন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সহস্র সহস্র ভীষণ অশান্তি বেষ্টনী-স্তবক মধ্যে প্রবেশ করেন। অশান্তি মধ্যে হাস্য বদনে বিচরণ পূর্ব্বক অশান্তির বেষ্টনী তাঁহারাই অতিক্রম করিতে করিতে অগ্রসর হন। অশান্তির সীমা অতিক্রম করিলেই শান্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। অগ্রে অন্ধকারময় ভীষণ অশান্তিবক্ষে ঝম্পপ্রদান কর। যদি দৃঢ়তাসহ অশান্তি অতিক্রম করিতে পার, তবে শান্তি অনুভব করিবে, নচেৎ নহে। বাপু! সাধনাবলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে দিবস জননী জন্মভূমি মিথিলা-দেবীর মূর্ত্তি মানসনেত্রে দর্শন করিবে, যে দিন 'মা' বলিয়া তাঁহার ক্রোড়ে ঝম্প প্রদান করিবে সেইদিন মাতৃমূর্ত্তি শান্তিকুঞ্জের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

তোমরা অবিদ্যাপ্রভাবে বিলাসী, অবিনয়ী, ভ্রাতৃভাবহীন, পরনিন্দুক হইয়াছ। তোমাদের ভাগ্যাকাশ ক্রমশঃ তিমিরাচ্ছন্ন হইতেছে, তাহা অবগত হইতেছ না! ঐ দেখ স্বদেশপ্রেমিক মাতৃভক্ত গৌড়ীয় বীরগণ, গৌড়মণ্ডল হইতে অন্ধকার বিদূরিত করিতে করিতে মিথিলাভূমিপরি প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জ প্রেরণ করিতেছে। সেন-বংশ-তিলক বল্লাল, বীরাচারী, সাধক, তাঁহার সাধনার উত্তরসাধক—অবিলাসী, কর্ম্মপটু, মাতৃভক্ত রাঢ়ীয় বীরগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। গৌড়ীয় প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তোমাদের মিথিলা—পাণ্ডিত্যগর্ব্বে অন্তঃসারশূন্য, বিলাসপরায়ণ অথচ প্রজাশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি মধ্যে দ্বন্দ্বভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোমরা অচিরে মহারাজ বল্লালসেনের মিলিত শক্তির নিষ্পেষণে চূর্ণ হইবে। তোমাদের শান্তি কোথায়? বীরাচারী সাধক হও—কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন কর!"

বাণীমূর্ত্তির সম্মুখে যবনিকা নিপতিত হইল। বিশ্বপ্রেমিক একাকী রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন—"আমার বিদ্যাশিক্ষা বিফল হইয়াছে—জীবনব্যাপী দাম্ভিকতা, পরনিন্দা, পরদ্বেষ, পরগ্লানিতে জিহ্বা কলুষিত করিয়াছি। ছুৎমার্গাবলম্বে জন্মভূমির দরিদ্রেতর জাতিগণকে কীটবৎ জ্ঞান করিয়া জননী জন্মভূমির প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছি। একদিনের জন্যও ত আমি জননীর সেবা করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণেতর সকলকে—জল-অনাচরণীয় জাতিগণকে—ভ্রাতৃভাবে দেখি নাই। যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মান তাহাকে তাহা দিই নাই! সকল সম্মান আমার প্রাপ্য বলিয়া এপর্য্যন্ত বিবাদে লিপ্ত ছিলাম। আমি ঘোর মূর্খ, মাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী. আমি শান্তি চাই না। আমি নীচ! বাগ্দেবী বলিলেন—প্রজাশক্তি এবং রাজশক্তি মিলিত হইয়া গৌড়শক্তি মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছে—সে মহাশক্তির গতিরোধ করিতে অন্তর্ব্বিবাদে শক্তিহীন মিথিলা সমর্থ হইবে না—স্বাধীনতা হারাইবে। আমি মায়ের কৃপায় নূতন মন্ত্রবলে সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিব। রাজশক্তির সহিত সমগ্র মিথিলার প্রজাশক্তিকে মিলিত করিব। দেখিব, বল্লালের মিলিতশক্তি কি করিতে পারে!"—তাঁহার বাক্যাবসানসহ দুইজন সৈনিক নিষ্কাষিত অসি হস্তে, সেই মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের উভয়-হস্ত ধারণ করিল। একজন সৈনিক বলিল—"মিথিলার ব্রাহ্মণবেশী গুপ্তচর! আমাদের অনুসন্ধানে নগর হইতে কৌশিকী তীরস্থ সরস্বতী-পীঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছ! অগ্রে মহামায়ার শোণিত-পিপাসা তোর উত্তপ্ত শোণিতে নিবারণ করিব।" দ্বিতীয় সৈনিক বলিল—"মিথিলাবাসী ভণ্ড

গুপ্তচর ব্রাহ্মণযুবককেই বধ কর!" যবনিকার অন্তরাল হইতে কে বলিল —"বন্ধন কর! বধ করিও না।"—তৎপরেই যোদ্ধৃবেশে গঙ্গোনট বল্লাল-মূর্ত্তিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকদ্বয় মহারাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। মহারাজ, ব্রাহ্মণ যুবককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"ব্রাহ্মণ তুমি কে?" ব্রাহ্মণ-যুবক বলিলেন—"আমি মিথিলার ক্ষুদ্র প্রজাশক্তি।" মহারাজ সদর্পে বলিলেন—"প্রজাশক্তির আমূল ধ্বংস সাধনই আমার মূল মন্ত্র।" ব্রাহ্মণ-যুবক তীব্রস্বরে বলিলেন—"মহারাজ! আপনার রাজশক্তি প্রজাশক্তিসহ সংমিলিত হইয়াছে বলিয়াই আপনি মিথিলা-শক্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন। মিথিলার রাজশক্তি, প্রজাশক্তি বিহীন বলিয়াই আপনার রাজশক্তির অধীন হইবে। প্রজাশক্তিই আপনার মিথিলাজয়ের কারণ, ইহা স্মরণ রাখিবেন! গোবিন্দপাল নিশ্চয় পরাজিত হইবেন।"

মহারাজ আদেশ করিলেন—"ইহাকে বন্ধন পূর্ব্বক শিবিরে লইয়া যাও।" ব্রাহ্মণ-যুবক বলিলেন—"মহারাজ! বাগ্‌দেবী আমাকে নবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। ভীষণ অশান্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া সমর-ঘোষণা না করিলে শান্তিসুখ লাভ হয় না। আমি অশান্তির মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া শান্তির কূলে উঠিব। "এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়া জনৈক সৈনিক পুরুষের হস্তস্থিত তরবারি বিদ্যুৎবেগে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর মহারাজের প্রতি তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক বীরত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"পররাজ্য-লোলুপ বল্লাল! প্রজাশক্তি বলেই উন্নত হইয়াছ—সাবধান! আমি মিথিলায় প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া যবনিকার অন্তরালে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! ক্ষুদ্র প্রজাশক্তির এতদূর স্পর্দ্ধা! যে রাজ্যের একটী-মাত্র প্রজা এতাদৃশ শক্তিমান্, সে রাজ্য নিশ্চয় বীরভোগ্যা, বীরপ্রসবিনী!

আমাকে সতর্কতাবলম্বনে সমরাভিনয়ে লিপ্ত হইতে হইবে।” ইত্যাকার বাক্য বলিতে বলিতে যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন—সৈনিক-দ্বয় তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিল। গঙ্গোনট বীণাহস্তে এবং বিদ্যুৎপ্রভা নর্ত্তকী বেশে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলগীতসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

* * * *

রাজকুমার লক্ষ্মণসেন গৌড় নগরস্থ রঙ্গালয়ে ‘সাধনা’ এবং ‘সিদ্ধির’ এক এক অঙ্ক অভিনয় দর্শন পূর্ব্বক রামাবতী নাট্যমন্দিরে “বল্লাল মোহ-মুদ্গর” অভিনয় দর্শনার্থ ছদ্মবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজ বল্লাল, শ্রীমতী চান্দেলীর হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। চান্দেলী একটি রক্তজবা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পুষ্পপত্র ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন—“মহারাজ! আমার গর্ভে যে পুত্র হইবে সেই ত গৌড় রাজ্যের রাজা হইবে?”

বল্লাল—চান্দেলি! জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যের অধিকারী—ইহাই সনাতন প্রথা।

চান্দেলী—বুঝিয়াছি মহারাজ! আমি আপনার ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র।

বল্লাল—না-না চান্দেলি!—তুমি আমার পাটরাণী।

চান্দেলী—আপনি বলুন, আমার পুত্রই গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর হইবে?

বল্লাল—কুমার লক্ষ্মণ কি তোমার প্রিয় নহে? লক্ষ্মণ কি তোমাকে মান্য করেন না?

চান্দেলী—আমার আবার মান অপমান কি? আমি খেলনক—দুদিন খেলা করিয়া ফেলিয়া দিবেন। আমি যে চান্দেলী সেই চান্দেলীই থাকিব।—এই বলিয়া চান্দেলী মহারাজের হস্তত্যাগপূর্ব্বক অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

বল্লাল—না না চান্দেলি !—তুমি আমার একান্ত প্রিয়, কুমার লক্ষ্মণ গুণবান ও উপযুক্ত বলিয়াই বলিতেছি।

চান্দেলী—আমার পুত্র কি উপযুক্ত হইবে না ?

বল্লাল—পুত্র হইবে—তাহার পর ত উপযুক্ত হইবে তবে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। ততদিন আমি জীবিত থাকিব না।

চান্দেলী—জীবিত নাই থাকিলেন ! আমি গৌড়রাজ্য শাসন করিব।

বল্লাল—রমণী কি রাজ্যশাসন করিতে পারে ?

চান্দেলী—আপনি পারেন আর আমি পারিব না ?

ইত্যাবকাশে একজন চেটিকা মহারাজের হস্তে একখণ্ড তালপত্র প্রদান করিয়া যবনিকান্তরালে গমন করিল। মহারাজ তালপত্রস্থ লিপি পাঠ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তিত হইলেন। চান্দেলী মহারাজের হস্তস্থিত পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—

"শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী সচ্ছতা
কিং ক্রমঃ শুচিতাম্ ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যা পরে।
কিঞ্চান্যং কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চে ন্নীচ পথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ।"

পাঠ সমাপ্ত করিয়া চান্দেলী চেটিকাকে আহ্বান করিবামাত্র চেটিকা যবনিকার অন্তরাল হইতে রঙ্গভূমে অবতীর্ণা হইয়া দণ্ডায়মান হইল। চান্দেলী বলিলেন—"কোথা হইতে পত্র আনিয়াছ ?"

চেটিকা—রাজকুমার লক্ষ্মণসেনের বিলাসভবন হইতে।

চান্দেলী—কে দিয়াছে ?

চেটিকা—কুমার পত্র লিপিবদ্ধ করিয়া কুমার-পত্নীর দ্বারা আমাকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রদান করিয়া বলিলেন—'মহারাজকে প্রদান করিও।'—এই বলিয়া চেটিকা যবনিকার অন্তরালে গমন করিল।

চান্দেলী—মহারাজ! দেখুন দেখুন কুমার আমাকে কীদৃশ ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকেন। আমি নীচ, আমার সংস্পর্শে আপনি মলিন হইয়াছেন। সাবধান মহারাজ! এ নীচকে স্পর্শ করিবেন না।—এই বলিয়া পত্রখানি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন।

মহারাজ চান্দেলীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন—"বালক বুদ্ধি! লক্ষ্মণ কাহারও মন্ত্রণায় এই পত্র প্রেরণ করিয়াছে। যাহাহউক পুত্রকে ক্ষমা কর, চান্দেলি!"

চান্দেলী—মহারাজ আপনি ক্ষমা করিবেন, আমি নীচ, আমি কি মহৎকে ক্ষমা করিতে পারি।" এই বলিয়া চান্দেলী অভিমানে যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন। মহারাজ বলিলেন—"চান্দেলি, যাও কোথায়—দাঁড়াও দাঁড়াও!" বলিতে বলিতে যবনিকার অন্তরালে দ্রুতপদে গমন করিলেন।

* * * * *

মিশ্র পশুপতি এবং গুল্মপতি কহ্লট মিত্র মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে ক্ষনকাল পদচারণাপূর্ব্বক উভয়ে সম্মুখীন্‌ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর কহ্লট মিত্র বলিলেন—"দেখ মিশ্র! তুমি আমার বাল্যসখা, উভয়ে বহুদিন হইতে রাজসংসারে কর্ম্ম করিতেছি—ক্রমশ দেশের বায়ুর তীব্রতা অনুভব করিতেছি—দেশটা বিলাসিতার চরমস্থলে উপস্থিত হইয়াছে—কেমন নয়?"

পশুপতি—এখন চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই—যাহাতে চরমাবস্থায় অচিরাৎ উপস্থিত হয় তাহার বিধান করিতেই হইবে।

মিত্র—প্রকৃতিপুঞ্জ আমাদিগকে শত্রুভাবে দর্শন করে কিন্তু তাহারা অবগত নহে যে আমরা তাহাদের পরম মিত্র। পশুপতি! আমরা যে বল্লালের পরম শত্রু একথা যেন বিন্দুমাত্র রাজা মনে

করিতে না পারেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে ?

পশুপতি—নিশ্চয় ! নানান্ উপায়ে নানান্ দিক্ দিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে রাজবিরোধী করিতেই হইবে। নচেৎ রাজ্যের মঙ্গল নাই। আর আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। মহারাজকে বঞ্চনাপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে। এই যে লোকগণনা দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, ইহার ফল শুভ হইবে না। বল্লালের দ্বারা কৌশলে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেতর ত্রিবর্ণের মনীষীগণকে রাজভক্তি হইতে বঞ্চিত করিব বলিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। কুলীন, অকুলীন বিভাগ দ্বারা উহাদের মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত করিব। সেই অনলের হোতা বল্লালবোধে প্রকৃতিপুঞ্জ বল্লালেরই অমঙ্গল কামনা করিবে। আর দেখ মিত্র !—বৈশ্য শ্রেষ্ঠীগণ বল্লালের দক্ষিণ হস্ত—অর্থের প্রয়োজন হইলেই তাহারা রাজাকে ঋণদান করিয়া থাকে। কৌশলে তাহাদের সহিত মহারাজের চিরবিবাদ বদ্ধমূল করিব। কেমন, এ যুক্তি কি মন্দ হয় নাই ?

মিত্র—যতদিন না দুষ্টকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুমার লক্ষ্মণকে রাজ্য-প্রদান করিতে পারিতেছি, ততদিন কৌশলে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে ঘোর মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিবই করিব। কল্যই ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের মধ্যে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিবে।

পশুপতি—ব্রাহ্মণগণের অবমাননা না করিলে রাজশক্তি হীনপ্রভ হইবে না—প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে না। এই যে মহান জয়স্কন্ধাবার লীলা-খেলা তাহাত সকলই অবগত আছ ! দেখা যাউক কল্য কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারি।

মিত্র—প্রধান প্রধান রাজামাত্য, অন্তরঙ্গ ও রাজপদোপজীবিগণ মহা-রাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে সম্মান করিলেও অন্তরে

মহারাজের অমঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। মহাত্মা অনিরুদ্ধ ভট্টের মত স্বদেশবন্ধু যখন আমাদের সহায় তখন আমাদের মন্ত্রণা কখনই নিষ্ফল হইবে না।

পশুপতি—কর্কোটক নাগ যে প্রকার শক্তি গঠন করিতেছেন, তাহার ফলে বৌদ্ধ সিংহগিরির প্রভাব অচিরাৎ প্রণষ্ট হইবে। কর্কোটক নাগের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বিদায়গ্রহণ করিবে। যে কৌশলজাল বিস্তার করা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন। এক্ষণে চান্দেলী দ্বারা রাজকুমার লক্ষ্মণসেনকে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিলেই গৌড়মণ্ডলবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ মহারাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। তখন বল্লাল আর দেশ শাসনে রাখিতে পারিবেন না। দেশের জনগণ ও আমরা লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। চান্দেলীকে বনবাস দিব। সিংহগিরি ও বিশালাক্ষীর প্রেমকুঞ্জে অগ্নিসংযোগ করিয়া বৌদ্ধপ্রভাব দূর করিব। শিব-শক্তির মন্দিরে গৌড়ভূমি মন্দিরাণ্য করিয়া তুলিব। এই উপলক্ষ্যে প্রভূত ভূমি-দান গ্রহণপূর্ব্বক সুখী হইব।

মন্ত্রণাগৃহদ্বারের বধির-প্রহরী বলিল—"মহারাজ ও রাজমহিষী আগমন করিতেছেন।" পশুপতি, মিত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"কুটিল অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত হও।" মহারাজ বল্লাল চান্দেলীর দক্ষিণহস্ত ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন—পশুপতি অগ্রে চান্দেলীর ও তৎপশ্চাৎ মহারাজকে সাদর অভিবাদন করিলেন। কহ্লট মিত্র অগ্রে চান্দেলীর পদে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন—চান্দেলী কণ্ঠস্থিত দুই ছড়া মুক্তামালা পশুপতি ও মিত্রকে প্রদান করিলেন। মহারাজ চান্দেলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"দেখ চান্দেলি! যদি আমার ও তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেহ থাকেন তবে

এই দুইজন মিত্র ও হলায়ুধ ব্যতীত আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না।” চান্দেলী মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে বলিলেন—“আপনি এই দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন।” মহারাজ বলিলেন “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমি শীঘ্র পাঁচ পাঁচ খানি গ্রাম উভয়কে দান করিব এবং রাজসম্মান বিজ্ঞাপক মহৎ উপাধি প্রদান করিব।” মহারাজ ও চান্দেলী যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে পশুপতি এবং মিত্র আপনাপন আসন গ্রহণ করিলেন।

মহারাজ বলিলেন—“দেখ পশুপতি! কুমার লক্ষ্মণ সম্ভবতঃ কোন শত্রুর পরামর্শে শ্রীমতী চান্দেলীর বিরুদ্ধে আমাকে পত্রিকা দ্বারা পরামর্শ প্রদান করিয়াছে। আমিও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছি। দেখ ত উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হইয়াছে কি না?” পশুপতি পিতা পুত্রের পত্র পাঠ করিয়া মিত্রকে পাঠ করিবার জন্য প্রদান করিলেন। এমত সময়ে চান্দেলী বলিলেন—“হে সান্ধিবিগ্রহিক এবং গুল্মপতি মিত্র! এক্ষণে কুমার লক্ষ্মণের চরিত্র শোধনের উপায় বিধান দ্বারা মহারাজকে শান্তনা করুন।”

মিত্র—মা রাজমহিষি! কুমার নিশ্চয় কোন দুষ্টের পরামর্শে মাতা ও পিতার নিন্দা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যে দুষ্ট এই কার্য্য করিয়াছে গুপ্তচর দ্বারা অবগত হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। কুমারের শিক্ষার জন্য তাঁহাকে গৌড়রাজ্য হইতে কিয়দ্দিবসের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশ বিধানের প্রয়োজন হইয়াছে।

চান্দেলী—আমি মিত্র-রাজের বিচার শক্তির প্রশংসা করিতেছি।

বল্লাল—কি হে পশুপতি তোমার অভিপ্রায় কি?

পশুপতি—শাসনের জন্য কুমারকে ঐ প্রকার আদেশ প্রদান দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে পারেন কিন্তু আন্তরিকভাবে এ কার্য্য করিবেন না—

উহা মনে রাখিতে হইবে। রাজনৈতিক হিসাবে এ প্রকার শাসন নিতান্ত আবশ্যক।

বল্লাল—চান্দেলীর প্রীত্যর্থে তাহাই হইবে। কল্য জয়স্কন্ধাবারের কার্য্য সম্পাদন করিয়া তৎপরে লক্ষ্মণের বিচার গৌড়-রাজসভায় সর্ব্বজন সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে। কুমারের প্রকৃত পরামর্শদাতার যদি সন্ধান প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে অলীকভাবে এক জনকে পরামর্শদাতা স্থির করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনের ব্যবস্থা করিব। তোমরা ইহার আয়োজন করিও।

মহারাজ ও চান্দেলী মন্ত্রণা-গৃহের এক দ্বার দিয়া গমনচ্ছলে রঙ্গভূমির যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন। পশুপতি ও কহ্লটমিত্র পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক আহ্লাদে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন। জনৈক অভিনেতা রাজকুমার লক্ষ্মণের বেশে রঙ্গালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক "ভাগ্য" সম্বন্ধে সুন্দর গীত গাহিলেন। নেপথ্যে মৃদঙ্গ ও বীণাবাদিত হইল। রাজকুমার লক্ষ্মণসেন দর্শকগণের আসন ত্যাগ করিয়া রঙ্গালয় হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। চান্দেলী-প্রেরিত চেটিকাদ্বয় যুবক বেশে রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনার্থ উপবিষ্টা রহিল।

* * * * *

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উৎসবের তৃতীয় দিবস

দান-ক্ষেত্র

অরুণোদয়সহ জয়স্কন্ধাবারে বিবিধ বাদ্যভাণ্ড বাদিত হইল। গৌড় এবং রামাবতীস্থ দেবমন্দিরের ঘণ্টারব শ্রুত হইল। নাগরিকগণ দলে দলে রামাবতীনগর, গঙ্গাতীর, দেবালয় এবং জয়স্কন্ধাবারের পথসমূহে গমন করিতেছে। অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির এবং মাতৃপিতৃহীন জনগণে দানক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। দানক্ষেত্রের কোন কোন স্থানে স্তূপাকার বস্ত্র, কড়ি, আহার্য্য দ্রব্যে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রার্থী ও অপ্রার্থী নরনারী-গণ দানোদ্দেশে সজ্জিত দ্রব্যভার দর্শন করিতেছে। দরিদ্রগণ সতৃষ্ণ-নয়নে দান-দ্রব্যভার দর্শন করিতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণ দানদ্রব্য দর্শনপূর্ব্বক আপনাপন মতামত পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। দরিদ্র নারীগণের জন্য—রাজপত্নী এবং পুরমহিলাগণের প্রদত্ত—বস্ত্র, অলঙ্কার, কড়ি এবং আহার্য্যদ্রব্য স্বতন্ত্র স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। রাজমহিলাগণ নিজ নিজ হস্তে দানকর্ম্মদ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিবেন। ক্রমে দান-ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। রুদ্রাক্ষমালা-বিভূষিত রক্ত-চন্দনের তিলক-শোভিত যুবকগণ জনতার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দান-কর্ম্মের দ্বারা ত্যাগধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দরিদ্রসেবার দ্বারা স্বদেশপ্রেমের বিস্তারবিষয়ক বক্তৃতা করিতেছেন। কেহ কেহ দেশের দারিদ্র্যতা প্রনষ্টের উপায় স্বরূপ বিলাসিতা বর্জ্জন

এবং অতি সরল অথচ সহজভাষায় গার্হস্থ্য-জীবন অতিবাহিত করিবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কোন কোন যুবক মাদকদ্রব্য সেবন যে দোষাবহ তাহা অতি সরল অথচ জ্বলন্ত ভাষায়, উদাহরণ দ্বারা সাধারণের হৃদগত করিয়া দিতেছেন। অতি দরিদ্র হইলেও কোন উপায়ে ত্যাগ ও সেবাদ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসহ আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন।

কোন স্থানে যুবক ও বালকগণ শ্রবণ-মন-তৃপ্তিকর সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে—বালকগণ বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গিসহ নৃত্য গীত করিতেছে। মৃদঙ্গ ও করতাল বাদিত হইতেছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় অবলম্বনে দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি, তাহা সঙ্গীতদ্বারাই ব্যক্ত করিতেছে। বৌদ্ধ এবং আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে ধর্ম্ম সমন্বয়ার্থ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণযুবক মিলিত হইয়া একত্রে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কোন স্থানে আদর্শ নৃপতির প্রতি কীদৃশ সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক তাহা ব্যক্ত করিতে-ছেন। প্রজাপালক রাজা পিতৃতুল্য এবং রাজ্যের হিতকামনায় সেই পিতৃতুল্য রাজার আজ্ঞাপালন ও আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা স্বদেশের কীদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় তাহা প্রকাশ করিতেছেন। কোন স্থানে শিবপন্থীগণের ভবিষ্যৎ সুখ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। কোন স্থানে সৌগতধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হইতেছে। আগন্তুকগণ এই প্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। প্রতি বৃক্ষতলে রক্তচন্দনের তিলকধারী বালকগণ 'দেশের কথা'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীত নৃত্যসহ গান করিতেছে। সমাগত জনগণ অতি সহজে এবং অল্পায়াসে তাহা হৃদগত করিয়া উক্ত গান পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে ইতস্ততঃ গমন করিতেছে। সমগ্র গৌড়নগরের কোন্ স্থানে কি কি কার্য্য হইতেছে তাহা অবগতির জন্য একদল যুবক আগন্তুকগণের সহিত আলাপ করিতেছেন।

রাজারাণীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা আগন্তুকগণের নিকট স্থূল অথচ সরলভাবে ব্যক্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। প্রতি দেবালয়ে অদ্য নৃত গীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন স্থানে বালক, যুবক ও বৃদ্ধগণ বিবিধ বর্ণরাগে দেহ ও বদনমণ্ডল বিচিত্রিত করিয়া সামাজিক অধঃপতনের অভিনয় করিতেছেন। রাজভট্টগণ এবং রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত বেতনভুক্ত জনগণ স্থানে স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক রাজভক্তিসহ রাজপ্রশংসা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা রাজভক্তি, রাজসম্মান, রাজসেবা এবং রাজাজ্ঞা-বহনের শুভ ফল ব্যক্ত করিতেছেন।

দানক্ষেত্রে মানবকণ্ঠরবে কল কল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। দৌবারিক-গণ বেত্রহস্তে জনস্রোত মধ্যে শৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ ভ্রমণ করিতেছে। উন্মুক্ত কৃপাণধারী সৈনিকগণ প্রতি দান-গৃহের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে। রজ্জুদ্বারা দানক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হইতেছে। সীমাবদ্ধ ভূভাগের একটি প্রবেশ পথ এবং একটি নির্গমন পথ স্থিরী-কৃত হইয়াছে। রাজশাসনে রজ্জুমধ্যে বিনানুমতিতে প্রবেশাধিকার কাহারও নাই। বিনানুমতিতে প্রবেশ করিলে প্রাণ বিনষ্ট হইবে তাহা ঘোষিত হইতেছে। দানপ্রার্থীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান রজ্জুদ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। তৎপরে অন্য একটি স্থান রজ্জুদ্বারা সীমাবদ্ধ হইল তাহাও পূর্ণ হইল। ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ হইল। ভাটগণ চীৎকার করিয়া উঠিল—জনগণ মধ্যপথ ত্যাগ করিয়া পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবার জন্য চঞ্চল হইল।

* * *

গৌড়ীয় রাজছত্র, দণ্ড ও পতাকাধারী সৈনিকগণ দানক্ষেত্রে প্রবেশ করিল—মহারাজ বল্লালসেনদেব মন্ত্রী ও অন্তরঙ্গগণসহ পদব্রজে দান-ক্ষেত্র-পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দান-মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে

দর্শকগণ প্রণাম করিতেছে—রাজদর্শনদ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য জনগণ ব্যগ্র হইয়া পডিয়াছে। রাজসেবকগণ মহারাজের জয় ঘোষণা করিতেছে। মহারাজ জনগণের প্রতি প্রতিপ্রণাম দ্বারা সম্ভাষণ করিতে করিতে দানমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া মহারাজ পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"সমাগত প্রিয় প্রজাগণ! তোমরা শ্রবণ কর। তোমাদের কল্যাণ কামনায় আমি নিয়ত চেষ্টিত রহিয়াছি। তোমরা আমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাক—আমিও তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। তোমরা আমাকে মান্য কর আমিও তোমাদিগকে স্নেহ করি। তোমরা আমাকে যে রাজকর প্রদান করিয়া থাক তাহার অধিকাংশই তোমাদের হিতকামনায় ব্যয় করি। তোমাদের বাহুবলের সাহায্যে আমি অন্য রাজার রাজ্য-লাভ করিয়া যে অর্থ প্রাপ্ত হই তাহা তোমাদের মধ্যেই অধিকাংশ বণ্টন করিয়া দিয়া কিয়দংশ তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য রাজকোষে রক্ষা করি। অদ্য তোমাদের জন্য যাহা দান করা হইবে তাহা তোমাদের প্রদত্ত এবং তোমাদের অর্জ্জিত। আমি কর্ত্তারূপে তোমাদিগকে দান করিতেছি মাত্র—এই দানের পুণ্য ফল তোমাদের সহিত আমার সমান ভাবে অর্জ্জিত হইবে। তোমরা তোমাদের পালক পিতার ন্যায় রাজার দান গ্রহণ করিয়া শান্ত পুত্রের ন্যায় রাজ্যের এবং রাজার হিতকামনা করিবে। আমার একটি বাক্য মনে রাখিও—আমি ও তোমরা পৃথক নহি। ভগবান সদাশিব এবং সৌগত উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক তোমাদের হিতকামনায় আমি 'দান-মণ্ডপে' দাতার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তোমাদের জন্য রক্ষিত দ্রব্য তোমাদিগকেই দান করিব।" মহারাজ এবম্বিধ বাক্য দ্বারা প্রজাগণকে শান্ত্বনাপূর্ব্বক আপন আসনে উপবেশন করিলেন। জনসঙ্ঘ

হইতে "জয় মহারাজের জয়" বারম্বার ঘোষিত হইল। মণ্ডপের বহির্ভাগে ঐ প্রকার চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইয়া ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইল। মহারাজ সমাগত নিমন্ত্রিত সভ্য দর্শকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"আমার রাজ্যের এবং প্রজামণ্ডলীর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ আপনারা অনুমতি করিলেই আমি দান-কার্য্য আরম্ভ করি।" সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন পৌঢ় দণ্ডায়মান পূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ! রাজার প্রকৃত কার্য্য আপনি করিতেছেন। আপনার মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা পরম-প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনি গৌড়বাসীগণের মঙ্গল কামনায় যে কোন কার্য্য করিবেন তাহাতেই সেন বংশ উজ্জ্বল হইবে। ভগবান শঙ্করের আশীর্ব্বাদে আপনার কুল উজ্জ্বল হউক।" মহারাজ মস্তক নত পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন।

* * *

দানমণ্ডপের দ্বারদেশে বৃহৎঘণ্টার ধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজের সম্মুখে একজন বৃদ্ধা দান গ্রহনার্থ আগমন করিল। মহারাজ বল্লাল বৃদ্ধাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"মা, তুমি কি প্রার্থনা কর?"

বৃদ্ধা—মহারাজ! আমার পুত্র কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার অভাবে আমি পথের ভিখারিণী হইয়াছি। মহারাজ! দয়া করিয়া আমার পুত্রকে ভিক্ষা দিন।

বল্লাল—তোমার পুত্র কোন্ অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধা—মহারাজ! কামরূপ অবরোধের সময়ে যে আপনার শিবিরস্থ সৈন্যগণের গতিবিধি ও চলাচল অবগতির জন্য গোপনে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং কামাখ্যাশৈল রক্ষার্থে সৈন্যগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই আমার পুত্র "বিনায়কদলুই" আপনার আদেশে কারাবদ্ধ হইয়াছে।

বল্লাল—সম্ভবত সে বন্দিগণের সহিত গৌড়ে আনীত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে।

বৃদ্ধ—হাঁ মহারাজ! যুদ্ধের সময় আমার পুত্র অসি হস্তে আপনার হস্তীর উপর আরোহণপূর্ব্বক আপনাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে আপনি তাহাকে ভল্লাঘাতে ভূপাতিত করিতে সক্ষম হন নাই। আপনার শরীর রক্ষী সৈন্যগণও যাহাকে ধৃত করিতে পারগ হয় নাই। যখন আমাদের জন্মভূমি আপনি অধিকার করিলেন এবং সৈন্যগণকে ধৃত করিলেন সেই সময়ে আমার পুত্রও ধৃত হইয়াছিল—আপনি তাহাদেব হত্যার আদেশ দিবামাত্র একজন বন্দী আপনাকে হত্যা করিবার জন্য কেশাকর্শন করিবামাত্র 'বিনায়ক' সেই বন্দীর হস্তধারণপূর্ব্বক বলিয়াছিল—'আমরা সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়াছি, এক্ষণে অন্যায় ভাবে অতর্কিত অবস্থায় গৌড়েশ্বরকে হত্যা করিলে ধর্ম্ম হানি হইবে। ধর্ম্ম নষ্ট করিও না।' মহারাজ সেই আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—বিনায়ক দলুইকে উপস্থিত হত্যা করিও না। কারাগারে রক্ষা কর। মহারাজ! আপনার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষাকর্ত্তা মাতৃভক্ত আমার পুত্র স্বদেশ রক্ষার্থ আপনার কারাগারে বন্দী হইয়াছে। তাহারই মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

মহারাজ বলিলেন—তোমার পুত্রের মুক্তি বিধান করিলাম। কল্য প্রাতে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে।

ইত্যাকার প্রবোধ দানের পর বস্ত্র ও অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে বিদায় করিলেন। তৎপরে মহারাজ রাজকর্ম্মচারিগণের উপর দান কার্য্যের ভারার্পণপূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। একত্রে বহু স্থানে দান কার্য্য আরম্ভ হইল।

* * *

রাজমহিষীগণ যথায় দরিদ্রনারীগণকে দান করিতেছিলেন সেই স্থানে শ্রীমতী চান্দেলী দানার্থ উপস্থিত ছিলেন। পুরমহিলা এবং অন্তরঙ্গ মহিলাগণের মধ্যে কতিপয় রমণীর ললাটদেশ সিন্দূরাঙ্কিত ত্রিশূল চিহ্নে শোভিত ছিল। তাঁহারা রাজমহিষীগণের দান কার্য্যে সাহায্য করিতেছিলেন। যে সকল রমণী দান গ্রহণার্থ আগমন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহু রমণীর ললাটে সিন্দূরাঙ্কিত ত্রিশূল চিহ্ন দৃষ্ট হইল। কতিপয় গৈরিক বসন পরিহিতা মুক্তকেশা ললাটদেশে সিন্দূরাঙ্কিত ত্রিশূলচিহ্নবিশিষ্টা বীরাঙ্গনানিচয় দানগ্রহণার্থ চান্দেলীর নিকটে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। চান্দেলী তাঁহাদিগকে বহুবিধ প্রশ্ন করিতেছেন। তাঁহারা নম্রভাবে তাহার উত্তরাপ্রদান করিতেছেন। ঐ প্রকার বীরাঙ্গনাগণের মধ্যে একটি রমণী চান্দেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি ভৈরবী আমার নিজের কোন অভাব নাই, আমি অপরের অভাব যথাসাধ্য মোচনের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছি—পরসেবায় দিনাতিপাতার্থ যোগিনী হইয়াছি। উপস্থিত আমি, আপনার নিকট দানগ্রহণার্থ আগমন করিয়াছি বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আপনার দর্শনাশায় আগমন করিয়াছি। আপনার অমঙ্গল কামনায়, কতিপয় রাজপুরুষ নিয়ত চেষ্টিত রহিয়াছেন। আপনার মঙ্গলার্থ, আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। আপনি সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। মা আদ্যতারা আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। আপনি মহারাণীরূপে গৌড়েশ্বরের বামপার্শ্ব শোভিত করিয়া অবস্থান করুন। আপনার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। আপনি সুপুত্র প্রসব করিবেন।" শ্রীমতী চান্দেলী, যোগিনীর বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। একজন চেটিকাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র চেটিকা যোগিনীকে আহ্বানপূর্ব্বক পট্টবাসের অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। চান্দেলী দানকার্য্যের ভার, প্রধান প্রধান

সখীগণের উপর অর্পণ করিয়া, যবনিকার অন্তরালে গমন করিলেন। ক্ষণকাল পরে যোগিনী, পট্টবাস হইতে বহির্গতা হইয়া, যথাস্থানে গমন করিলেন।

* * *

মহারাজ ও নিমন্ত্রিত জনগণ জয়স্কন্ধাবারস্থ আপন আপন বিশ্রাম-স্থানে গমন করিলেন। নিমন্ত্রিতগণের উপবেশনার্থ মহান সভা সজ্জিত হইয়াছে। প্রতি ভূক্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ সভা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি ভূক্তি ও মণ্ডলপতিগণ আপনাপন অধিকারস্থ নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনাদি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সভামণ্ডপের বহির্ভাগে, বিভিন্ন জাতির জন্য, বিভিন্ন ভোজন-মণ্ডপ সুসজ্জিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেতর জাতীয় জনগণের জন্য, পৃথক্ পৃথক্ উপবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহারাজ, মন্ত্রী এবং রাজকুমারগণের জন্য স্বতন্ত্র স্থানে উন্নত আসন সজ্জিত রহিয়াছে। মহারাজের দক্ষিণভাগে যবনিকান্তরালে, রাজপুরমহিলাগণের উপবেশনার্থ আসন সুরক্ষিত রহিয়াছে। সৈনিক পুরুষগণ, সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

* * *

সভামণ্ডপ ক্রমশঃ নিমন্ত্রিত জনগণের শুভাগমনে মুখরিত হইতে আরম্ভ হইল। অনিমন্ত্রিত দর্শকগণ, তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতেছেন। মহারাজ বল্লাল, সপারিষদ্ আগমন করিয়া আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। মাগধ ও ঘটকগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজভট্টগণ মহারাজের যশোগান আরম্ভ করিলেন।

মহাসভার কার্য্যারম্ভ

সমাজ

গৌড়ীয় সমাজ, ভিন্ন ভিন্ন বেষ্টনীবদ্ধভাবে অবস্থানপূর্ব্বক, একটি বিরাট জাতীয় সমাজের গঠন করিয়াছে। এই জাতীয় সমাজের কল্যাণার্থ গৌড়রাজগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা পুরাতন গৌড়ীয় সমাজটির আদৌ উচ্ছেদসাধন দ্বারা নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিতে প্রয়াসপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা পুরাতনের সহিত নূতন ভাব মিশ্রিত করিয়া উহাকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবকাল হইতেই গৌড়ীয় সমাজ প্রবাহ, ধীর বা দ্রুতবেগে সময়ে সময়ে প্রবাহিত হইয়াছে। কদাচ লুপ্ত হয় নাই বা পুরাতনত্ব ত্যাগ করে নাই। সমাজ মধ্যে যখন কণ্টক জন্মিয়াছিল, তখন সমাজহিতৈষী সমাজপতিগণ, যত্নসহকারে উহা উৎপাটিত করিলেও দুই চারিটি অঙ্কুর বিদ্যমান ছিল। নূতন নূতন শোভন দেশহিতকর ভাব দ্বারা, সমাজ পুষ্ট হইতে হইতে কালসহকারে উহার কলেবর কিঞ্চিৎ স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গৌড়ীয় রাজন্যগণ, গৌড়ীয় সমাজ গঠনে সাহায্য করিয়া থাকেন। মহারাজ গৌড়পতি বল্লালসেন, গৌড়ীয় পুরাতন সমাজের উপর, বর্ণবিন্যাস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। অদ্য এই বিরাট সভামণ্ডপে গৌড়ীয় সমাজের পুনঃসংস্কার হইবে। সমগ্র গৌড়দেশের অধিবাসিগণের মুখপাত্রস্বরূপ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেতর জনগণ, রাজনিমন্ত্রণে এই মহৎ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। নূতন কিছু একটা কার্য্য যদি রাজাদেশে আরব্ধ হয়, দেশবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ তাহার প্রতিবাদ না করিয়াই গ্রহণ করে, কিন্তু কতিপয় ধুরন্ধর, সমাজ মধ্যে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া উক্ত আন্দোলনটিকে সমগ্র দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত

করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন। দেশবাসিগণ, তখন উক্ত আন্দোলনে যোগদান করে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই আন্দোলনের মর্ম্ম বা আন্দোলন দ্বারা কোন শুভাশুভ ফললাভের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা আদৌ চিন্তা করে না। তত্রাচ তাহারা কিয়দ্দিবসের জন্য, আন্দোলনে যোগদানপূর্ব্বক একটা উৎসবামোদ অনুভব করিয়া থাকে। অদ্যকার এই জাতীয় সভার কার্য্যে, আন্দোলন উপস্থিত হইবে—সেই আন্দোলনে, প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্ত বহুবিধ চিন্তাস্রোত কেন্দ্রগত হইয়া, এই আন্দোলনাভিমুখেই প্রধাবিত হইবে। সেই সময়ে উক্ত আন্দোলনটিকে ভিত্তিভূমিরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, সময়োপযোগী বিবিধ দেশহিতকর ভাবতরঙ্গ, প্রকৃতিপুঞ্জের স্থিরচিত্তে বিক্ষোভ উপস্থিত করণাভিপ্রায়ে ধুরন্ধরগণ চেষ্টা করেন। তাহার ফলে, সমগ্র জাতি একটি নূতন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে। ধুরন্ধরগণ ভবিষ্যৎ ফললাভাশায় যে বিবিধ উৎপ্রেরণা বিস্তার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হইলেও নূতন একটা কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হয়েন।

অদ্যকার জাতীয় সভায়, গৌড়মণ্ডলের মধ্যে অভিনব শক্তির বিকাশ হইবে। অধিকাংশ মনীষীগণ, ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহারা অনুমান করিতেছেন, মহারাজ নিশ্চয় প্রত্যেক জাতির মধ্যে. অনৈক্যের বীজ উপ্ত করিবেন। রাজভট্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"হে সভাসদ্‌গণ, আপনারা স্থির হউন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।" মহারাজ স্বয়ং আসন ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন—"অদ্য আপনারা নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হইয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। এজন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই মহাসভায় অদ্য গৌড়ীয় জাতিগত, সমাজগত, বিবিধ গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইবে; আপনারা স্থিরভাবে

তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিবেন, ইঁহাই আমার বাসনা। সভার সমুদায় কার্য্য শ্রীযুক্ত হলায়ুধ মিশ্র ও পশুপতি মিশ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে এবং আমি স্বয়ং এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সমর্থন করিব।"—মহারাজ যথাস্থানে উপবেশন করিলে শ্রীমান হলায়ুধ মিশ্র দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হে গৌড়রাষ্ট্রস্থ মহান্ প্রকৃতিপুঞ্জ! আপনাদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক আমি বলিতেছি যে, সমগ্র গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য জাতিগণের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে—আমরা তাহা লোকগণনা দ্বারা অবগত হইয়াছি। প্রত্যেক জাতিমধ্যে উচ্চ নীচ ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। মহারাজ আদিশূর হইতে সমগ্র গৌড় জনপদ মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইতেছে। কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশাগত এবং গৌড়ীয় ভেদে স্থূলতঃ দুইটি শ্রেণী দৃষ্ট হইলেও সমাজ মধ্যে উচ্চ নীচ ভাব জ্ঞাপক কতিপয় শ্রেণীর বিকাশ হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সংশ্রব দ্বারা দূষিত হইয়াছেন বলিয়া, একশ্রেণীর মাননীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন, অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মীগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ব্রাহ্মণেতর বহুজাতি বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান রহিয়াছেন। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মমার্গাবলম্বীগণের মধ্যে, বহু শ্রেণী দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা স্বদেশবাসী। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক, শাক্ত, তান্ত্রিক, গাণপত্য, স্কন্দ ভক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুদেবদেবীর উপাসক জনগণের সংখ্যাও বিরল নহে। আর্য্যগণ বহুদেববিশ্বাসী হইলেও তাঁহারা আর্য্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতি মধ্যে বহু দেবদেবীর ভক্ত বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই আছেন। দেখা যাইতেছে তাঁহাদের মধ্যে মান,সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদাদি দ্বারা তাঁহারা আপনাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ইত্যাদি ভেদজ্ঞান দ্বারা, এক জাতি মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর

সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিভাগকার্য্য সমাজপতি বা রাজার শাসনে বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই। ঘটকগণও এই প্রকার শ্রেণীভেদ দ্বারা নূতনভাবে সমাজ বন্ধন করেন নাই। শ্রীমান্ বল্লালসেন দেব, দেশমধ্যে জাতিগত, সমাজগত, ব্যক্তিগত অশান্তি দূরকরণাভিপ্রায়ে, অদ্যকার গুণিগণপরিবৃত মহাসভায়, প্রত্যেক জাতিমধ্যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ স্থিরীকরণদ্বারা, সম্মান করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে নূতন কুলপ্রথার প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চকে উচ্চ এবং নীচকে নীচকুলে, স্থান প্রদান পূর্ব্বক, সামাজিক জড়তা ও বিরোধ দূর করিবেন। রাজঘটকগণের দ্বারা নূতন কুলপঞ্জিকা লিপিবদ্ধ হইবে। মহারাজের আদেশে সমগ্র গৌড়-মণ্ডলের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জাতীয় সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভায়, সেই লোকগণনাপত্র সাহায্যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিগণমধ্যে, কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি ভূক্তান্তঃপাতী জনগণের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতিশ্রেণীর মধ্যে কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কার্য্যের ভারার্পণ শ্রীযুক্ত পশুপতি মিশ্র সান্ধিবিগ্রহিক মহাশয়ের উপর বিন্যস্ত হইয়াছে। তিনি রাজ-ঘটক, রাজভট্ট এবং মণ্ডলপতি, সাহায্যে এই মহৎ কার্য্য সংসাধন করিবেন।" মহামন্ত্রী উপবেশন করিলেন। ভট্ট প্রথমে বর্দ্ধমান ভূক্তান্তঃপাতী ব্রাহ্মণগণের যশঃগান করিলেন। তৎপরে বলিলেন—"মহারাজের প্রিয় রাঢ়-ভূমির যশঃগান সর্ব্বপ্রথমে করিলাম। প্রৌঢ় রাঢ়দেশের সম্মান সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হইবে।" তৎপরে ঘটকপ্রবর রাঢ়দেশের ব্রাহ্মণ সংখ্যা এবং কতগুলি গৃহস্থ বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে, বৈদিক ও তান্ত্রিকগণের সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক, সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্টের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার যশঃগান করিলেন। শ্রীমান পশুপতি বলিলেন—"ভট্ট মহাশয় রাজসভা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানপ্রাপ্ত হইলেন।" ঘটকপ্রবর তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পহার ও

কপালে চন্দনের তিলক প্রদান করিলেন। তৎপরে রাজঘটক দ্বিতীয় সম্মানপ্রাপ্ত হইলেন। পশুপতি তাঁহার কণ্ঠে মালা ও ললাটে রক্ত-চন্দনের তিলক প্রদান করিলেন। এই প্রকার রক্তচন্দন তিলকশোভিত রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, কুলীন ও শ্রোত্রীয় বলিয়া সম্মান-লাভ করিলেন। কতিপয় শ্বেতচন্দনের তিলকধারী ব্রাহ্মণ, কষ্টশ্রোত্রীয় বলিয়া সম্মানিত হইলেন। যাঁহারা এই প্রকারে রাজসম্মান লাভ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ-মধ্যে স্বতন্ত্র আসনে পর পর শ্রেণীভেদে উপবিষ্ট হইলেন। কতিপয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণসভা মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে, স্বতন্ত্র আসনে মস্তক অবনত পূর্ব্বক অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে রাজভট্ট পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ ভূক্তির উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন—"মহা-রাজের আদেশ অনুসারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ ভূক্তি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে—একাংশ বারেন্দ্র এবং অপরাংশ বিক্রমপুর বিভাগ। বরেন্দ্রভূমি-নিবাসীগণ, রাঢ়বাসীর নিম্নেই সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।" পশুপতিমিশ্র বলিলেন—"বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণমধ্যে রাজসম্মান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র যথেষ্ট আছেন।" রাজঘটক দণ্ডায়মান হইবামাত্র, বরেন্দ্রবাসী একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ভোঃ ভোঃ সভাসদ্‌গণ আপনারা শ্রবণ করুন—আমি বরেন্দ্রবাসিগণের পক্ষ হইতে বলিতেছি—'মহারাজপ্রদত্ত সম্মান' আমরা শিরোধার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিব না। আমরা, আমাদের সমাজের সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্মান গ্রহণ করিব। রাজার ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিব না।" মহারাজ বল্লালসেন, আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মানপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিগণই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজসম্মানের উপযুক্ত অধিকারী সুতরাং তাঁহাদিগকেই রাজসম্মান প্রদত্ত হইবে। বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে রাজসম্মানে ভূষিত হইতেই হইবে। ইহার

অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। রাজকীয় কার্য্যে, যিনি বাধা প্রদান করিবেন, তাঁহাকে রাষ্ট্রীয়শত্রুমধ্যে গণ্য করা হইবে।” মহারাজের মুখনিঃসৃত বাক্য উচ্চারণ হইবা মাত্র, দুই জন সৈনিক উক্ত ব্রাহ্মণকে যথাস্থানে উপবেশনার্থ বল প্রয়োগ করিল। তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গমনের উপক্রম করিলেন। রাজাদেশে সৈন্যগণ দ্বারা তিনি ধৃত এবং স্বতন্ত্র আসনে, বলপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

মহারাজ বল্লালসেন দেব বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—“হে শস্যশ্যামলা বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণ! আপনারা রাজসম্মানলাভের উপযুক্ত পাত্রবোধেই, আপনাদিগকে সম্মান প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্বকাল হইতে বিদ্বান্, কবি, গায়ক, ধার্ম্মিক প্রভৃতি গুণীব্যক্তিগণ রাজসম্মানলাভে আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাজগণ, গুণীব্যক্তিগণেরই সম্মান করিয়া থাকেন। আমি, আপনাদিগকে রাজদত্ত উপাধিদানে সম্মানিত করিবার বাসনা করিয়াছি। আপনারা রাজাদেশ অমান্য করিয়া, ‘রাজবিদ্রোহী’ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবেন না, ইহাতে আপনাদের মান বৃদ্ধি কদাচ হইবে না। অতএব আপনারা রাজসম্মান গ্রহণ পূর্ব্বক ‘রাজভক্ত’ বলিয়া খ্যাতিলাভ করুন।” ক্রমে ক্রমে বরেন্দ্র, বিক্রমপুর, প্রভৃতি জনপদবাসীগণের মধ্যে সম্মান প্রদত্ত হইল। তদনন্তর মিথিলাবাসীগণের আহ্বান হইল। তাঁহাদের মধ্যে রাজদত্ত সম্মান ও পদমর্য্যাদাসূচক উপাধি বিতরিত হইল। অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সম্মানপ্রাপ্ত হইলেন না। যাঁহারা রাজ-আহ্বানে, সভায় আগমন করিয়া, রাজদত্ত সম্মান প্রাপ্ত হইলেন না, তাঁহাদের মধ্যে চিত্তবিক্ষোভ নিবন্ধন মহান্ অসন্তোষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। একই বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ মহাকুলীন হইলেন, কেহ কুলহীন হইলেন। দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে, কেহ কুলীন

এবং কেহ কুলহীন হইলেন। কেহ কেহ সমাজ হইতে পতিত হইলেন। রাজসভামধ্যে ব্রাহ্মণগণ, আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করিলেন। রাজাদেশে সেনাপতিগণ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিলেন।

তৎপরে হলায়ুধ মিশ্র দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বিভিন্ন ভূক্তি নিবাসী ব্রাহ্মণগণ! শ্রবণ করুন। শাস্ত্রালোচনা, পরোপকার এবং রাষ্ট্রীয় কুশলচিন্তা ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের 'লোকশিক্ষাদান' নামক একটি মহৎ কর্ম্ম রহিয়াছে। বিদ্যা, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানবিতরণই ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, ঘোর স্বার্থপর ও বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছেন। আমি প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছি, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বেদপাঠ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত না হইয়া, অশাস্ত্রীয় ব্যবহার দ্বারা লোকশিক্ষা পথগুলি কলুষিত করিতেছেন। ত্যাগ ও সেবা তাঁহারা বিস্মরণ হইয়াছেন। অর্থ লালসা এতাদৃশ বলবৎ হইয়া উঠিয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণের নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ দ্বারাও কেহ কেহ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন—অথচ তাঁহারা মহারাজ-প্রদত্ত ভূমি, ও প্রভূত অর্থ সাহায্যের জন্য, উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। যদিও রাজকোষ হইতে বহু ব্রাহ্মণকে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে ভূমি-দানদ্বারা 'লোকশিক্ষা'-প্রচারের সাহায্য করা হইতেছে কিন্তু ইহার ফলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, সর্ব্বজনীন দুরাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া, অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই মহারাজের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন এবং সেই সাহায্যদ্বারা কেবল আপন সংসারটি প্রতিপালন করিবেন, ইহাই বাসনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবগত হওয়া উচিত যে, মহারাজ সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে, তাঁহাদের সচ্ছলভাবে সংসার

নি ...হের জন্য, প্রভূত দান করিতে অসমর্থ। অধিকন্তু, এপ্রকার কার্য্য সম্পাদনও নিতান্ত অসম্ভব। সমগ্র গৌড় মণ্ডলস্থ ভূমি ও অর্থ এই কার্য্যে নিয়োজিত হইলেও সংকুলান হইবে না। যদি ব্রাহ্মণ-'সেবা' দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ই হইবে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র রক্ষা কি প্রকারে হইবে? ইহা কি ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করেন না। যদি বুঝিতে পারিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মাচরণার্থ রাজকোষ হইতে অর্থ প্রার্থী হইয়াছেন, তাহা হইলে সে প্রকার দানে, রাষ্ট্রীয় মঙ্গলবিধান হইত। যদি বুঝা যাইত, ভোট, সিকিম, মগধ, নেপাল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, শ্যাম প্রভৃতিদেশে, তাঁহারা গমনপূর্ব্বক তদ্দেশবাসিগণের মধ্যে গৌড়ীয় প্রভাব, গৌড়ীয় সনাতন ধর্ম্মভাব প্রচারদ্বারা, লোকশিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত করিতেছেন এবং তদ্দেশ-বাসিগণের সহিত, গৌড়জনপদবাসির সৌহৃদ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইতেছেন, তাহা হইলে মহারাজ, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিতে পারিতেন। আপনারা, ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া, কেবল রাজকোষ শোষণার্থ, বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। কোন উপযুক্ত লোককে, উপযুক্ত দান প্রদত্ত হইলে, আপনাদের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া অপনা-দিগকে রাজবিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। মৌখিকভাবে আপনাদের মধ্যে, কেহ কেহ রাজসম্মান গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেও অন্তরে ভূরি দানপ্রার্থী রহিয়াছেন। বৃথা দানে, কোন ফলোদয় নাই। আপনারা, দেশমধ্যে অসন্তোষ বিস্তারদ্বারা, মহারাজকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কৌশলে প্রভূত দান-প্রাপ্তির আশা, হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। যাঁহারা, রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া ভূমি ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে,—যাহারা রাজদত্ত ভূমি, অর্থ ও সম্মান এবং রাজকীয়, পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই,—তাঁহারাই দণ্ডায়মান হইয়া, দেশমধ্যে রাজবিরোধীর দলের পুষ্টিবিধান করিতেছেন।

মহারাজ গুপ্তচর প্রমুখাৎ ব্রাহ্মণগণের কার্য্যপ্রণালী অবগত হইয়া, ইহার ফলাফলের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার জন্য, রাজপুরুষগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ ক্রমশঃ অবগত হইলেন যে, ব্রাহ্মণগণ নিয়ত রাজদ্রোহীর দলপুষ্টিদ্বারা গৌড়রাষ্ট্রমধ্যে অসন্তোষ ও দুরাকাঙ্ক্ষার মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন। গৌড়দেশবাসী নিরীহ প্রজামণ্ডলী দিন দিন রাজভক্তি হীন হইয়া রাজ-বিদ্রোহী দিকাভিমুখীন হইতেছে। রাষ্ট্রীয় অমঙ্গল নিবারণের জন্য আমাদেরই যে একমাত্র দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা নহে, রাষ্ট্রীয় প্রতি ক্ষুদ্র প্রজাশক্তিরও ইহার জন্য দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে। প্রজাগণের মধ্যে যাহাদের মনুষ্যত্ব বোধ আছে, যাহাদের স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তি আছে, যাহারা দেশবাসী ধনী ও দরিদ্রগণের হিত-চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই রাজপক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক দেশরক্ষা করিতেছেন। মহারাজ তাঁহাদের সম্মান করিতেছেন। উপস্থিত দেশমধ্যে রাজার প্রতি ভক্তি-হীনতা ও রাজবিদ্বেষের কারণ আবিষ্কার হইয়াছে এবং ইহার মূল স্থানের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং মহারাজ, এই রাজ-দ্রোহীগণের আমূল উৎপাটনে, বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যদিও ইহার জন্য মহারাজকে কিঞ্চিৎ কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে, তত্রাচ ইহা হইতে গৌড়দেশের ভবিষ্যৎ নূতন বিধির বিধান হইবে, ইহা সুনিশ্চয়। তৎব্যতীত মহারাজের অন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং সর্ব্বকার্য্যকুশলী। গৌড়ীয় মহৎ ভাব দ্বারা, অপরাপর দেশবাসিগণকে গৌড়ীয় সভ্যতা-শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা, এক মাত্র ব্রাহ্মণ গুরুগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব গৌড়জনপদবাসী ব্রাহ্মণগণকে, গৌড়ীয় সভ্যতামূলক-'শিক্ষা-প্রচারার্থ' গৌড়রাষ্ট্রের বহির্ভাগে গমন করিতে হইবে। যাঁহারা 'শিক্ষা প্রচারার্থ' গৌড় দেশ বহির্ভাগে গমন করিবেন, তাঁহাদের সমগ্র ব্যয়ভার,

রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা, এই কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে, পল্লীসমেত ভূমি দান দ্বারা, উন্নত ও সম্মানিত করিবেন। অতএব যাঁহারা, রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের মধ্যে যে যে স্থানে যাঁহাদিগকে গমন করিতে হইবে, তাঁহাদের নামের তালিকা সহ, গন্তব্য স্থানের নাম, রাজ-ঘটক প্রকাশ করিতেছেন, আপনারা নিরাতঙ্কভাবে শ্রবণ করুন।" রাজঘটক দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী মধ্যে কীলকীলা রব উত্থিত হইল। বেত্রধারী দৌবারিকগণ, কোলাহল নিবারণে অসমর্থ হইল। পশুপতির আদেশে, প্রধান সৈনিকপুরুষগণ নিষ্কাষিত অসি হস্তে, তাঁহাদিগকে শান্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল—তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। কতিপয় যুবক দণ্ডায়মান রহিল। তাহাদের মধ্যে জনৈক যুবক, মহারাজকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—"মহারাজ, কার্য্য দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ-নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল—ইহা দণ্ড স্বরূপই উক্ত হইল—স্বদেশ, স্বগৃহ, আত্মীয়, স্ত্রী, পুত্র, কলত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্নরাষ্ট্রে প্রেরণের ব্যবস্থা অপেক্ষা বধাজ্ঞা প্রদান করিলেই ব্রাহ্মণগণ সন্তোষলাভ করিতেন। মহারাজ, এক্ষণে অবগত হইলাম, লোকগণনা দ্বারা সমগ্র জাতিমধ্যে অন্তর্ব্বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের একতাভঙ্গ, জাতিগত কলহ সংস্থাপন, প্রত্যেক জাতির সহিত পরস্পর বিবাদ সংস্থাপন দ্বারা সহানুভূতি প্রাপ্তির লোপ সাধন এবং তদুপরি রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণকে স্বরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থার জন্যই, আপনি লোকগণনা করিয়াছিলেন! আপনি রাজশক্তি বলে বলীয়ান। আপনি যথা ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু আপনি বিচার করিয়া দেখুন, দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবার কীদৃশ বিপন্ন হইবে। যিনি নির্ব্বাসিত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

জীবনও বিপন্ন হইবে। বিদেশে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, অধিকন্তু তাঁহাদের দেশস্থ স্ত্রীপুত্রাদি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে। প্রকারান্তরে ইহাদ্বারা গৌড়রাষ্ট্র হইতে ব্রাহ্মণ সংখ্যার হ্রাস করণাভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে।"

সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি বলিলেন—"ওহে যুবক! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আংশিক সত্য হইলেও ভয়ের কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। যাঁহারা পররাষ্ট্রে প্রেরিত হইবেন, তাঁহাদের সকল প্রকার যথোচিত ব্যয়ভার মহারাজা বহন করিবেন। তাঁহাদের দেশস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ উপার্জ্জনক্ষম না থাকিলে, যত দিবস পর্য্যন্ত পরিবারস্থ কোন পুরুষ উপার্জ্জনক্ষম না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য, রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে। তৎপরে ইচ্ছা করিলে উক্ত উপার্জ্জন-ক্ষমশালীব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। মহারাজের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে।

পররাষ্ট্রে প্রেরিত ব্রাহ্মণগণমধ্যে যে কোন ব্যক্তি, মহারাজের সাময়িক উপদেশ ও আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক তদ্দেশে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভূমি দানদ্বারা সসম্মানিত করা হইবে।" উক্ত যুবক পুনশ্চ বলিলেন—"যাঁহারা গৌড়ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে স্বীকৃত নহেন, তাঁহাদের প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করা হইবে?" পশুপতি বলিলেন—"রাজাদেশ মান্য করিতেই হইবে। যাঁহারা অমান্য করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে "রাজবিদ্রোহী" স্বরূপ গণ্য করা হইবে।"

রাজঘটক বলিলেন—"মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ বল্লালসেন দেবের আদেশে যে সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে, 'মগধে' গমন করিতে হইবে, তাঁহাদের বাসস্থান, গোত্র, পিতা পিতামহের নাম ও তাঁহাদের নাম বলিতেছি—

সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ শ্রবণ করুন”—এই প্রকার বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক বিভিন্ন ভূক্তি, মণ্ডল ও গ্রামস্থ পর পর যষ্ঠীজন ব্যক্তির নামোচ্চারণ করিলেন। এই প্রকারে গৌড়রাষ্ট্রস্থ, সকল ভূক্তি মণ্ডল ও গ্রাম হইতে—নেপাল, ভোট, শিকিম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, উৎকল, শ্যাম, ব্রহ্মাদিদেশে গমনের জন্য, কোন স্থানে ৬০, কোথায় ৪০, কোথাও ২২ এই প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। সভামধ্যে মহান্‌ আতঙ্ক উৎপাদিত হইল। কেহ কেহ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। মিথিলা হইতে যাহারা প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশে এবং অপরাপর স্থানে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারাই হর্ষোৎফুল্লনয়নে অবস্থিত রহিলেন।

মহারাজ আসনত্যাগপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রগমনে আদিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—“আপনারা সুস্থ হউন—আতঙ্কের কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ত্যাগ ও সেবা-ধর্ম্ম প্রচারার্থ এবং লোকশিক্ষার্থ ব্রাহ্মণগণই অগ্রণী হইয়া থাকেন, ইহা স্মরণ করুন। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র পৃথিবীবাসিগণের জ্ঞানপ্রদানকর্ত্তা এবং ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য, জীবনকে তুচ্ছবোধে পৃথিবীর তলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। মিশর, যবনদেশ, চীন প্রভৃতি দেশবাসিগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট, জ্ঞানলাভে সভ্য হইয়াছেন। আপনারা সেই কীর্ত্তিবান মহাপুরুষগণের বংশধর ইহা মনে রাখিবেন। প্রতি ভূক্তি, মণ্ডল ও গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণের শুভাগমনের জন্য, রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিলেই যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল, এমত বিবেচনা করিবেন না। ছদ্মবেশী গুপ্তদূতগণ দ্বারা, নিয়ত তাঁহাদের কুশল সমাচার অবগত হইয়া আপনাদের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থাদি গোপনে প্রেরণ করিব।

সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে মুক্ত রাখিবার উপায় বিধান করিব এবং তথায় আপনাদিগকে কীদৃশভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কোন্ কোন্ কার্য্য প্রকাশ্যে এবং কোন্ কোন্ কার্য্য গোপনে সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দেওয়া হইবে। আপনারা আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থে গুপ্তচর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, সুচারুরূপে তথায় কার্য্যসমাধা করিতে পারিলেই, রাজকোষ হইতে প্রভূত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবেন।

এক্ষণে একটি অত্যাবশ্যকীয় কথা আপনাদিগকে আমি বলিব—ইহা সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন—আপনাদিগকে 'ধর্ম্মপ্রচারক' বেশে, পররাষ্ট্রে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হইবে। তথায় আপনারা ধর্ম্মমন্দির, দেবালয় প্রভৃতি পুণ্য ভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুজনোচিত ভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। আপনাদিগকে তিন বৎসরের অধিক কোন স্থানে বাস করিতে হইবে না। এই তিন বৎসরের মধ্যে, যথাসাধ্য আপনাদিগকে সেই সেই রাষ্ট্রের বিখ্যাত নগর, দুর্গ, বন্দর ও দেশবাসীর আচার ব্যবহার অবগত হইতে হইবে। নিয়ত একস্থানে অবস্থান করিতে পারিবেন না। এক মাসের অধিক সময় কোন এক গ্রাম, বা নগর পল্লীতে অবস্থান নিষেধ, ইহা স্মরণ রাখিবেন। প্রতিমাসে, আপনারা নিজ নিজ দেশের ও পরিবারবর্গের কুশলাকুশল সম্বন্ধে সমাচার প্রাপ্ত হইবেন। আপনারা যখন স্বদেশে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনাদের আগমনের সুন্দর উপায় অবগত হইবেন। দেশে আগমন করিলে, আপনারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবেন।" মহারাজ এবংবিধ বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে পশুপতি মিশ্র দণ্ডায়মানপূর্ব্বক বলিলেন—"হে বিদেশ গমনে আদিষ্ট মহৎ ব্রাহ্মণগণ! আপনারা স্মরণ রাখিবেন, অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে,

গৌড়নগর হইতেই আপনাদিগকে, পররাষ্ট্রে ধর্ম্মপ্রচারক বেশে গমন করিতে হইবে—নিজ নিজ গ্রামে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইবেন না।"

জাতীয় মহাসভাস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী নির্ব্বাক হইয়া অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর মহারাজ স্বজাতীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"হে মহাবীর্য্যশালী গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়গণ! আপনাদের হিতকামনায় আমি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া, বার্দ্ধক্যদশায় উপস্থিত হইয়াছি। ভবিষ্যতে শ্রীমান লক্ষ্মণসেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, আপনাদের হিতসাধন কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গৌড়জনপদের বহির্ভাগ হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা পরলোকগত মহাত্মা আদিশূর দেবের সময় হইতে, রাজসংসারে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সামাজিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান গৌড়রাষ্ট্র, তাঁহাদের স্বহায়তায় বিজয়শ্রীলাভ করিয়াছে। আমি আমার স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধবগণের সম্মান করিব। আমার স্বজাতীয় বন্ধুগণ ও আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে সকলেই আমার পরম হিতৈষী, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রধান প্রধান রাজপদসমূহ, তাঁহাদের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত রহিয়াছে। মঙ্গলকোট, বীরনগর, ঢেক্করী, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, হরিপাল, আম্বিয়া, ইন্দ্রানী, নবদ্বীপ, হস্তীন্দ্রপুর, রামাবতী, স্বুবর্ণগ্রাম, বিক্রমপুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহের সামন্ত শাসকগণই আমার পরমাত্মীয়। আমি তাঁহাদের সন্তোষবিধানার্থ নিয়ত চেষ্টিত রহিয়াছি। উপস্থিত বারেন্দ্র নগরাধিপ প্রধান সামন্তপ্রবর শ্রীমান কর্কোটকনাগ, আমার বিপক্ষ পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমি তাঁহাকে স্বহৃদমধ্যে গণ্য করিয়াছি!

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ মহাসভায়

আগমনপূর্ব্বক আমার সম্মান রক্ষা করিলেন না। তত্রাচ আমি, তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। আদিম গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়সমাজ মধ্যে, যাঁহারা রাজপদোপজীবী তাঁহারা আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। পবিত্র রাঢ়দেশ, আমার পিতৃভূমি এবং জন্মভূমি। সেই কারণে আমি গৌড়-রাঢ়বাসিগণকে ভ্রাতৃভাবে দর্শন করিয়া নিয়ত তাঁহাদের কল্যাণ সাধনার্থ চেষ্টিত রহিয়াছি। কান্যকুব্জাদি দেশাগত ক্ষত্রিয়গণ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রথমে প্রবাসী বলিয়া গৌড়বাসী-গণের নিকট স্নেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে গৌড়বাসী ক্ষত্রিয়গণ, তাঁহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেছেন। সেনবংশ তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ক্ষত্রিয়সমাজে উন্নত হইয়াছে। যে সকল গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়, কেবল তাঁহাদের বংশধরগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বিজড়িত রহিয়াছেন তাঁহারাও উন্নত হইয়াছেন। আমাদের সমাজেও কুলিন অকুলিন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমি কুলীন অকুলীন ভাবগ্রস্ত স্বজাতীয়গণের সংখ্যানির্দ্দেশপূর্ব্বক যাহা অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের সমাজস্থ উচ্চ নীচ ভাব যদৃচ্ছাক্রমে প্রচলিত হইয়া সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং আমি অদ্য কুলীন অকুলীনগণের বংশ, গোত্র ও পদবীর উল্লেখপূর্ব্বক সুপ্রণালীবদ্ধভাবে সমাজগঠন করিব। আপনারা রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।”

মহারাজ আসন গ্রহণ করিলেন—অপর একজন রাজঘটক দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—“মহারাজ যাহা বলিলেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। সেনবংশীয় মহারাজ বল্লাল ক্ষত্রিয়গণের নেতা, সুতরাং তিনি সমাজপতি। তাঁহার দ্বারা গৌড়ীয় ক্ষত্রিয়সমাজ সুপরিচালিত হইতেছে। আমি, মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে, কুলশ্রেষ্ঠগণের বংশকীর্ত্তন করিতেছি,

আপনারা শ্রবণ করুন—প্রধান সমাজপতি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীমান্ বল্লাল-সেন দেব—গৌড়ীয় ক্ষত্রিয় সমাজের সমাজপতি। সুতরাং সমাজপতির সম্মান সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হউক।" ঘোষ, বসু, মিত্রবংশীয় প্রধান রাজপদোপ-জীবিগণ, মহারাজের গলে মাল্য ও ললাটে চন্দন প্রদান করিলেন। মহারাজ দণ্ডায়মানপূর্ব্বক বলিলেন—"ঘোষ, বসু, মিত্রবংশ গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আমি সম্মান করিতেছি।" মহারাজ স্বয়ং তাঁহা-দিগকে মালাচন্দন প্রদানপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজঘটক তাঁহাদের বংশকীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর মহারাজ বলিলেন—"গৌড়ীয় দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ এবং দাস উপাধিক ক্ষত্রিয়গণ, সিদ্ধমৌলিকমধ্যে গণ্য হইলেন। ইহাঁরা রাজভক্ত এবং সেনবংশীয় রাজন্যগণের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। সেনবংশ, ইহাঁদের প্রতাপেই গৌড়মণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছেন। কুলীন ও সিদ্ধমৌলিকগণ বর্ত্তমানকালে গৌড়রাজ্য শাসনের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহারা তান্ত্রিক মতাবলম্বী পরম শৈব। শিবশক্তির আরাধনায় নিয়ত রত রহিয়াছেন। উক্তবংশীয় জনগণ সকলেই বীরপুরুষ এবং দেব-দ্বিজে পরম ভক্তিমান। অতএব আমি তাঁহাদের কল্যাণ কামনার্থ শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিলাম।"

রাজঘটক পুনশ্চ বলিলেন—"নাগ, নন্দী, চন্দ্র, নাথ, দাস, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, দেব, কুণ্ড, সোম. অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দ উপাধিক ক্ষত্রিয়গণ "সিদ্ধমৌলিক" পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহারাজের অপ্রিয় আচরণ দ্বারা এবং অদ্যকার সভায় উপস্থিত না হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন। অহঙ্কারের তুল্য কদর্য্য রিপু আর নাই, তথাচ মহারাজ তাঁহাদিগকে সিদ্ধমৌলিক বলিয়া সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না কিন্তু অদ্য হইতে কর্কোটক নাগরাজ বিষহীন 'ডুণ্ডুক' সর্পের ন্যায় সমাজে অবস্থান করিবেন।" ক্ষত্রিয় সভামধ্যে,

কর্কোটক নাগের ভাগীনেয়, প্রসিদ্ধ পীণাক-নন্দী বংশাবতংশ বান্‌পুরাধীপ বাণেশ্বর নন্দী দণ্ডায়মান হইয়া বীরত্বব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন—"মহারাজ! আমি নাগবংশের দৌহিত্র, আমার সাক্ষাতে বীর্য্যবান বরেন্দ্রপতি কর্কোটক নাগের অযথা নিন্দাবাদ, অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নাগবংশ কদাচ বীর্যহীন হইবেন না। আপনার স্বার্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা, নাগকুল হীনকুলে পর্য্যবশিত হইবেন না। নাগরাজের বিষদন্ত বাসুকীর সমকক্ষ রহিবে। বাসুকী গোত্রীয় সেনকুল নাগকুল হইতে উন্নত নহে। ঘটক মণ্ডলীগণ, অবগত থাকিয়াও যে এই মিথ্যা বাক্যদ্বারা মহৎ সভায় অবমাননা করিলেন, ইহা নন্দী বংশীয় শৈববীয়গণের নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে—আমি সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নন্দী-হস্তস্থিত ত্রিশূল, আপনার অমঙ্গল সাধনার্থে নিয়ত উন্নত রহিবে।"

পশুপতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"পিনাক-নন্দীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্ট যুবক ঔদ্ধত্য ভাবাপন্ন হইল কি প্রকারে? নন্দীবংশ, পাল-বংশীয় রাজন্যগণের সময় হইতে, রাজভক্ত বলিয়া খ্যাত রহিয়াছেন। অদ্য বাণেশ্বর নন্দী, পূর্ণভাবে রাজবিদ্রোহাত্মক বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক, সভামধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাই অনুতাপের বিষয়!"

বাণেশ্বর নন্দী—"নন্দীবংশীয় বীরগণের ধমনী অদ্যাপি পবিত্র ক্ষত্রিয় শোণিতে পূর্ণ রহিয়াছে। বাণেশ্বর নীচ চাটুকরের বাক্য সহ্য করিবে না। সত্যের সেবা দ্বারা নন্দীবংশ উজ্জ্বল রহিয়াছে। আমি সেই উজ্জ্বলতা, প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতে দিব না। আমার স্বদেশের, আমার জন্মভূমির সত্য সুন্দর পরমভাব প্রনষ্ট হইতে দিব না। আমার মাতৃভূমির চির উজ্জ্বলতা, নীচ রাজভৃত্যগণের চাটুবাক্যে কদাচ মলিন হইবে না। সান্ধিবিগ্রহিক পশুপতি! তুমি স্বার্থপর—নীচ ভাব হৃদয়ে গোপন

রাখিতে পারিলে না ! অদ্যকার মহাসভায়, মাতৃভূমির পবিত্র দেহ তোমার কলুষিত দেহ ধারণ করিয়া, মলিনা হইয়াছেন। হে মাতৃভক্ত স্বদেশ প্রেমিক যুবকগণ ! তোমরা দুষ্ট পশুপতির হৃদয়স্থ চিত্র সন্দর্শন পূর্ব্বক জননী জন্মভূমির পবিত্রতা রক্ষার্থে যত্নবান হও !”

বাণেশ্বরের বাক্যাবসান হইতে না হইতে, কৃপাণধারী সৈনিকপুরুষগণ, তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিল। যুবক সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সবলে হস্ত মুক্ত করিয়া, কটিদেশস্থ কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন—“সাবধান ! রাজার সম্মান রাজ সৈন্যগণের যদ্রূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ করিবে। নচেৎ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।”

মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই বলিলেন—“ওহে বাণেশ্বর নন্দী ! তোমার বীরত্বের প্রশংসা করিতেছি। তুমি যথাস্থানে উপবেশন কর, আমার সাক্ষাতে তোমার সম্মানের বিন্দুমাত্র অপচয় করা হইবে না। তুমি মহাসভায় আগমন করিয়া, আমাকে সম্মানিত করিয়াছ। তোমাকে আমি রাজসম্মানে ভূষিত করিব এবং সামাজিক সম্মানও প্রদান করিব।

বাণেশ্বর—“মহারাজ, আমি দুর্ব্বিনীত নহি। মহারাজ-প্রদত্ত রাজ-সম্মান, আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি কিন্তু সামাজিক সম্মানের আমি প্রার্থী নহি। আমার মাতুল বারেন্দ্র ক্ষত্রিয়গণের সমাজপতি, তিনি আমাকে সামাজিক সম্মান প্রদান করিলে আমি সাদরে গ্রহণ করিব এবং সমাজে মান্য প্রাপ্ত হইব। আপনি রাজা কিন্তু সমাজের কেহ নহেন। আপনার প্রদত্ত সামাজিক সম্মান, সমাজে আদৃত হইবে না।”

বল্লাল—“ওহে যুবক ! রাজপ্রদত্ত, রাজকীয় এবং সামাজিক উভয়বিধ সম্মানই, সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।”

বাণেশ্বর—“রাজকীয় সম্মান আদৃত হইবে কিন্তু সামাজিক সম্মান, সমাজ মধ্যে হতাদর প্রাপ্ত হইবে।”

বল্লাল—"নন্দীবংশ উন্নত হইলেও তোমার ঔদ্ধত্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রনষ্ট হইয়াছে; অতএব তুমি, সর্ব্ববিধ রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে কিন্তু নন্দীবংশ রাজ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

বাণেশ্বর—"আমি কোন প্রকার সম্মান প্রার্থনা করি না। মহারাজ! আপনি গৌড়বাসী ক্ষত্রিয়গণকে ভীরু, কাপুরুষের মধ্যে আসন প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে না। বরেন্দ্রবাসী ক্ষত্রিয়গণ বীর, কাপুরুষ নহে।"

পশুপতি—"বাণেশ্বর! তুমি কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ, ইহা কি স্মরণ করিতেছ না?"

বাণেশ্বর—"রাজার সহিত রাজা কথোপকথন করিতেছেন, ইহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না?"

পশুপতি—"সাবধান হও! অমঙ্গলকে আহ্বান করিও না!"

বাণেশ্বর—"বরেন্দ্রবাসী ক্ষত্রিয় যুবক অমঙ্গল ভয়ে ভীত নহে। আমরা অমঙ্গলের মধ্য দিয়া মঙ্গল দর্শন করি।"

পশুপতির গুপ্ত ইঙ্গিতে পশ্চাৎ ভাগ হইতে একজন বলিষ্ঠ সেনা বাণেশ্বরের হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল, তৎসঙ্গে পঞ্চজন সৈনিক বাণেশ্বরকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করিতে উদ্যত হইবামাত্র, বাণেশ্বর বীরের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক, সৈনিকগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, অদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। সৈনিকগণ আকস্মিক বলপ্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত নিবন্ধন, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইল।

বাণেশ্বর—"পশুপতি! আমি বীরের পুত্র বীর! ইহা মনে রাখিও। আমি, কাপুরুষের ন্যায় সভাত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব না। এই আমি দণ্ডায়মান রহিলাম, তুমি কি করিতে চাও কর।" সভামণ্ডপ মধ্যে, তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। শত জন যুবক, নিষ্কোষিত অসিহস্তে বাণেশ্বরকে-

বেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। সভামধ্যে সমরাভিনয়ের উদ্যোগ দর্শনে সভাস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জনগণ দণ্ডায়মান হইলেন। সভা বিশৃঙ্খল হইল। সভাস্থ জনগণের ইতস্ততঃ গমনাগমন নিবন্ধন সভাস্থ সকলের গতিবিধি দৃষ্ট হইল না। ইত্যবসরে প্রায় দুইশত যুবক ও প্রৌঢ় সভাত্যাগ করিয়া, মণ্ডলের বহির্ভাগে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বসজ্জিত সুশিক্ষিত অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন।

সভারক্ষী সৈনিকগণ, ক্ষিপ্রতাসহকারে সভামধ্যস্থ বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিল। সভ্য ও দর্শকগণ, আপনাপন আসনে উপবেশন করিলেন। নিমন্ত্রিত প্রধান সভ্যগণের মধ্যে, যাহারা সভাত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা গৃহীত হইল। মন্ত্রী হলায়ুধমিশ্র বলিলেন—"কর্কোটকনাগরাজের পল্লীর জনগণ মাত্রেই সভাত্যাগ করিয়াছেন। বরেন্দ্রবাসী প্রধান বৈশ্যগণ বাণেশ্বর নন্দীর অনুগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রাজপ্রদত্ত সামাজিক সম্মান লাভে বঞ্চিত হইলেন। অধিকন্তু তাঁহারা সকলেই রাজবিদ্রোহী মধ্যে গণ্য হইবেন।" অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে সম্মান বিতরিত হইল।

* * * * *

শ্রীমান পশুপতি সভাস্থ বৈশ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ অবগত হইয়াছেন, নিরীহ বৈশ্যগণ মধ্যে অধিকাংশ নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক উচ্চ এবং নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। বৃত্তিহেতু বৈশ্য-সমাজে, কুলীন ও অকুলীন ভাবের উদয় হইয়াছে। তিলাদি শস্যবিক্রেতা বৈশ্যগণ "তিলী" এবং তাম্বুল বিক্রেতাগণ 'তাম্বুলী,' গন্ধদ্রব্যাদি বিক্রেতা-গণ 'গন্ধবণিক্' প্রভৃতি ব্যবসাগত আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াও পৃথক পৃথক সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কুশীদজীবী, স্বর্ণবিক্রেতা বৈশ্যগণ 'স্বর্ণবণিক' এবং স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাতাগণ স্বর্ণকার, লৌহ বিক্রেতা এবং লৌহ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাতাগণ 'লৌহকার'

তদ্রূপ সূত্রধর, শঙ্খকার প্রভৃতি বৈশ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী পদবী দ্বারা স্বীয় সমাজ গঠন করিয়া, মূল বৈশ্যজাতি মধ্যে বহু শাখা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের ব্যবসা—ধনবান বৈশ্যগণের কার্য্য হইলেও—অতিশয় ঘৃণার্হ ও হেয়।

মহারাজ, গৌড়ীয় বৈশ্যজাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠগণকে সামাজিক সম্মান প্রদান করিবেন। হে গৌড়ীয় বৈশ্যগণ! আপনারা স্থিরভাবে অবস্থানপূর্ব্বক রাজসম্মান গ্রহণপূর্ব্বক সমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুন, ইহাই মহারাজের বাসনা।" রাজভট্ট বলিলেন—"গৌড়, বরেন্দ্র, মহাস্থান, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, কর্জ্জনা, শাঁকমোহণ, বর্দ্ধমান, মঙ্গলকোট্ট, উজানী, প্রভৃতি বহু স্থানবাসী বৈশ্যগণ সভামধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই সমুদায় বিভিন্ন স্থানবাসী বৈশ্যগণের মধ্যে গৌড়বাসী স্বর্ণবণিক এবং স্বর্ণশিল্পীগণ, নিয়ত প্রকৃতিপুঞ্জের অর্থ শোষণপূর্ব্বক ধনবান্ হইতেছেন। তাঁহাদের অন্নে প্রপালিত এবং তাঁহাদের দানগ্রহণে যে সকল ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারা, পতিত বলিয়াই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।" ঘটকপ্রবর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, গৌড়বাসী, "স্বর্ণবণিকগণ, বৈশ্যসমাজ হইতে পতিত হইলেন, তাঁহারা অদ্য হইতে শূদ্র বলিয়া খ্যাত হইবেন। গৌড়ীয় 'স্বর্ণশিল্পী' স্বর্ণকারগণও পতিত হইলেন। শূদ্র বণিক মধ্যে, স্বর্ণবণিকগণ, কুলীন এবং স্বর্ণকারগণ নিষ্কুল হইবে। বল্লভানন্দ, বিন্দুগুপ্ত, সুবর্ণ-মল্লিক, হীরাভূষণ দে প্রভৃতি স্বর্ণবণিকগণ গৌড়ীয় বৈশ্যসমাজ হইতে পতিত হইলেন।" তৎপরে অবশিষ্ট স্বর্ণবণিকগণের, এবং গৌড়ীয় স্বর্ণ-শিল্পীগণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক, সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হইল যে, "ইহাঁরা পতিত শূদ্রমধ্যে গণ্য হইলেন। ভ্রমেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ ইহাঁদের সহিত, কোন প্রকার সংশ্রব রাখিবে না—অন্ন, জল এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলে জাতিপাত হইবে।"

পশুপতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ মহাসভা হইতে রাজসম্মান ও সামাজিক সম্মান প্রদান পরিসমাপ্ত হইল। যাঁহারা রাজসম্মান ও সামাজিক সম্মান, উপস্থিত মহাসভা হইতে প্রাপ্ত হইলেন না—তাঁহারা আপনাপন ভূক্তিপতির আদেশে, মণ্ডলপতির সভা হইতে উপযুক্ত সম্মান যথাকালে প্রাপ্ত হইবেন। আমি, মহারাজের পক্ষ হইতে সভাস্থ নিমন্ত্রিত সভ্যগণকে, ভোজনশালায় গমনপূর্ব্বক, আহারাদি সম্পাদনার্থ সানুনয় প্রার্থনা করিতেছি।" সভাভঙ্গসূচক সঙ্গীত ও বাদ্য আরম্ভ হইল। মহাসভার উত্তরাংশে সুসজ্জিত ভোজনশালা গমনের দ্বার উন্মুক্ত হইল। প্রতি দ্বার শীর্ষদেশে, রেশম বস্ত্রোপরি রাজদত্ত সামাজিক সম্মানসূচক পদবী অঙ্কিত ছিল। 'শূদ্র' লিখিত একটি রক্তবস্ত্র, একটি ক্ষুদ্র দ্বারদেশোপরি শোভিত রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যশব্দ অঙ্কিত দ্বারদেশোদ্দেশে সভাস্থ জনগণ প্রধাবিত হইয়া আপনাপন দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক 'ভোজনশালায়' প্রবেশ করিলেন। বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা "বৈশ্য"-দ্বার অতিক্রম করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইলেন এবং রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের গলদেশস্থ যজ্ঞোপবিত বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া, শূদ্রদ্বারাভিমুখে প্রেরণ করিল। তাঁহারা, স্বদলবলে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌড়নগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট কতিপয় বৈশ্য, রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, শূদ্রদ্বারাভিমুখে বলপূর্ব্বক প্রেরিত হইলেন।

জাতীয় সামাজিক

ভোজন-শালা

জয়স্কন্ধাবারস্থ মহানস্ পট্টবাসের সংলগ্ন সুবৃহৎ সুসজ্জিত ভোজনশালা বিবিধ পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছে, বিবিধ আলেখ্য স্থানে স্থানে

লম্বিত রহিয়াছে। পুষ্পিত ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ সমূহে স্থানটি মনোরম হইয়াছে। সুগন্ধি প্রলেপক পদার্থে ভোজনশালা সুন্দর রূপে বিলেপিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভোজনগৃহ মধ্যে কয়েকটি বিভাগ দৃষ্ট হইল। কোন স্থানে সুবৃহৎ সুরঞ্জিত কাষ্ঠ পীঠ সজ্জিত হইয়াছে। সুবর্ণ থাল, সুবর্ণ পান পাত্র রহিয়াছে। কোন বিভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা রঞ্জিত ক্ষুদ্র পিঠ, রৌপ্য থাল এবং রৌপ্যময় পান পাত্র রক্ষিত হইয়াছে। অন্য স্থানে অরঞ্জিত ক্ষুদ্র পীঠ, কাংশ পাত্র এবং অন্যত্র তৃণাসন, পিত্তল পাত্রাদি দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। রাজসভায় যাঁহারা যদ্রূপ মান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা তদ্রূপ উপযুক্ত ভোজনগৃহে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকার নির্ব্বাচনে পণ্ডিত ও মুর্খের মধ্যে তাদৃশ ভেদাভেদ দৃষ্ট হইল না।

*   *   *   *   *   *

ক্ষত্রিয়গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভোজনাগার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়াছে। সুগন্ধি বারি দ্বারা পটমণ্ডপের সর্ব্বত্র সিক্ত করা হইয়াছে।

মহারাজ, রাজপুত্র, অন্তরঙ্গ ও রাজপদোপজীবিগণের ভোজন স্থান স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সমগ্র ক্ষত্রিয়গণের জন্য একপ্রকার সুন্দর কাষ্ঠপীঠ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে কুলীনগণের, তৎপরে মহারাজ বল্লালসেন দেবের পীঠ, তৎপরে সিদ্ধমৌলিকগণের পীঠ, এই স্থানে রাজকুমারগণ উপবেশন করিলেন। অন্তরঙ্গ ও রাজপদোপজীবিগণের মধ্যে যাঁহারা কুলীন—তাঁহারা কুলীন মধ্যে, সিদ্ধমৌলিকগণ—সিদ্ধমৌলিকগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিলেন। অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ পৃথক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিলেন। সুবর্ণপাত্রে ভোজনের ব্যবস্থা

হইয়াছে। প্রত্যেকের নিকট রৌপ্যময় জলপূর্ণ ভৃঙ্গার রক্ষিত হইয়াছে। ভোজনার্থী ক্ষত্রিয়গণ, ঘটকগণের নির্দ্দেশমতে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

* * * * *

বৈশ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে কতিপয় বৈদেশিক ও গৌড়ীয় রাজানুগৃহীত রাজপদোপজীবী বৈশ্য-গণ ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় ভোজনপাত্র সজ্জিত হইয়াছে, কেবলমাত্র কম্বলাসন উপবেশনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে—ইহাই প্রভেদ।

* * * * *

নিমন্ত্রিত সৎশূদ্রগণের জন্য তৃণাসন, কদলীপত্র ও পানীয় প্রদানার্থ মৃৎপাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পরিবেষণার্থ কুলীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুবকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। মহানস মধ্যে দুইটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল; একটি ব্রাহ্মণ বিভাগ এবং অপরটি ক্ষত্রিয় বিভাগ। ব্রাহ্মণ বিভাগ হইতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের ভোজ্য ও পেয় পদার্থ পরিবেষণ আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় যুবকগণ স্বজাতি পাচকগণের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি বহন করিয়া ক্ষত্রিয়গণের পরিবেষণার্থ লইয়া চলিল। বৈশ্যগণের পরিবেষণার্থ ক্ষত্রিয়যুবকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। সৎ-শূদ্রগণের জন্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুবকগণ নিযুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণের ভোজন সমাপ্ত না হইলে তাহাদিগকে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিতে পারিতেছেন না।

* * * *

ভোজনার্থী জনগণ যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর, উপবেশন স্থান, পীঠ ও পঙ্‌ক্তি সম্বন্ধে বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে সমাজমধ্যে যাঁহার যে প্রকার মানসম্ভ্রম ছিল উপস্থিত ক্ষেত্রে রাজাদেশে তাহার

ব্যতিক্রম নিবন্ধন স্বতন্ত্র আসন ও পঙক্তিতে উপবেশন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কারণে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভীষণ কলহ উপস্থিত হইল। ভোজন ক্ষেত্র হইতে কীল কীলা শব্দ উত্থিত হইল। শ্রীমান পশুপতি ও হলায়ুধমিশ্র প্রমুখ প্রধানগণ, তাঁহাদিগকে শান্তভাবে উপবেশন পূর্ব্বক আহারাদি করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের আত্মকলহের মধ্য দিয়া হিংসা, ক্রোধ, পরনিন্দা ভীষণভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। একতার বন্ধন চিরজীবনের জন্য যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কুলীন, অকুলীন ও পতিতগণের মধ্যে ভেদনীতি সুন্দরভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে।

* * * * *

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ, কুটুম্ব বিচ্ছেদ এমন কি পিতা পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যদিও কিঞ্চিৎ বিচ্ছেদের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল বটে কিন্তু তাহা নগণ্য। কর্কোটকনাগপরিচালিত ক্ষত্রিয়সমাজের সহিত, বল্লাল পরিচালিত সমাজের সংঘর্ষ হইবার সম্ভব এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল কিন্তু কর্কোটকনাগ পরিচালিত দল পূর্ব্বেই বল্লাল-সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া ভোজন ক্ষেত্রে বিপ্লব উপস্থিত হইল না। বৈশ্যগণের মধ্যে কোন গুরুতর কলহ উপস্থিত হইল না। সৎ-শূদ্রগণের মধ্যে যদিও আত্মকলহ উপস্থিত হইল কিন্তু কঠোর রাজশাসনে তাহারা অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। শূদ্রগণের শাসনের জন্য, সেই ভোজনস্থানে বেত্র ও তরবারী ধারী প্রহরীরা নিযুক্ত ছিল। তাহাদের তীব্র শাসনে উহারা ধীরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

* * * * *

অন্নপরিবেষণার্থ সাংকেতিক শব্দ উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে

সুন্দরবেশে সুবর্ণপাত্র ও দর্ব্বী হস্তে পরিবেষকগণ উপস্থিত হইলেন পরিবেষকগণের বেশ ভূষা অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য বিলম্বিত রহিয়াছে। কোন্ শ্রেষ্ঠ ভোক্তার পাত্রে ঘৃত অন্ন সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হইবে, সর্ব্ব প্রথমে ইহারই মীমাংসার জন্য পরিদর্শক ও নেতাগণ তর্ক উপস্থাপিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "কোন্ পাত্রে অগ্রে অন্ন প্রদত্ত হইবে" ইহার মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক অধিকতর বাদ বিতণ্ডা আরম্ভ হইল, পরিবেষকগণ দর্ব্বী হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। ভোক্তা পরিদর্শক ও নেতাগণের মধ্যে ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অদ্য এ মীমাংসা হইবে, কি হইবে না, ইহার স্থির নিশ্চয় হইল না। পশুপতি প্রমুখ নেতাগণ বলিলেন—মহারাজ বল্লাল সেন দেব যাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম সম্মান প্রদান করিয়াছেন তাঁহার ভোজন পাত্রেই অগ্রে সঘৃত অন্ন প্রদত্ত হউক। জনৈক যুবক পরিবেষক তাঁহার পাত্রে দর্ব্বীপূর্ণ পলান্ন প্রদান করিল। তৎপরে কোন্ পাত্রে অন্ন প্রদান করা আবশ্যক ইহার বিচার করিবার অবকাশ প্রদান না করিয়া পশুপতি বলিলেন—"ওহে পরিবেষকগণ, আপনারা পর পর উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের পাত্রে অন্ন পরিবেষণ করুন।" পশুপতির আদেশের প্রতিবাদ কোন কোন ভোক্তা করিলেন কিন্তু পশুপতির বিকৃত মুখ-ভঙ্গি ও তীব্র দৃষ্টিপাতে কেহ কোন প্রকার বাক্য উচ্চারণে সাহসী হইলেন না। প্রতিবার নূতন ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান কালে পূর্ব্ব প্রথার অনুকরণ চলিতেছিল।

* * * * *

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সমাজপতি মহারাজ বল্লালের ভোজনপাত্রে প্রথমে সঘৃত অন্ন প্রদত্ত হইল। তৎপরে বৃদ্ধ কুলীনগণের, তৎপরে অপর কুলীনগণের, তৎপশ্চাৎ সিদ্ধ মৌলিক বৃদ্ধগণের ও মৌলিকগণের পরিশেষে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের পাত্রে ঘৃতান্ন প্রদান করিলেন। পরিবেষকগণ প্রতিবার

নূতন ব্যঞ্জন প্রদানকালে সতর্কপূর্ব্বক পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার সময় ভোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ "অনুমতি হউক" বলিয়া চীৎকার করিলেন। সমাজপতি বলিলেন "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই" চতুর্দ্দিক হইতে 'ভোজন কর' 'ভোজন কর' রব উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুপ সাপ্ শব্দ সমুত্থিত হইল। মৎস্য সুপ পরিবেষণ সময়ে একটি সুবৃহৎ মীনমুণ্ড সমাজপতির ভোজনপাত্রে অগ্রে প্রদত্ত হইল। তৎপরে প্রথম অন্ন প্রদানের নিয়মানুসরণে 'মীনমুণ্ড' প্রদত্ত হইবার পর, অপর সাধারণ ভোক্তাগণকে 'মীন ব্যঞ্জন' প্রদত্ত হইল। কেহ কেহ বলিলেন—"সাগর দীঘির মৎস্য অতি সুস্বাদু," কেহ বলিলেন "ইঁহাকে মৎস্য দাও", "উহাকে দাও" "কেহ বলিলেন, 'মীনমুণ্ড' অতিরিক্ত থাকিলে আমাকে প্রদত্ত হউক"। নেতাগণ বলিলেন—উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত 'পূর্ণ মীন মুণ্ড' অপর কাহার প্রাপ্তির অধিকার নাই। পরিবেষকগণ মীনমুণ্ড ভগ্ন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাঁহাদের পাত্রে অর্পণ করিলেন। মীনের বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেষণের পর ছাগ, হরিণ প্রভৃতি মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন পৃথকভাবে পরিবেষণ করা হইল। তৎপরে অন্ন এবং বহুবিধ পিষ্টক প্রদানের পর ঘৃত বিমিশ্রিত কর্পূর-মৃগনাভী-সংযুক্ত পায়স ভূরি পরিমাণে প্রদত্ত হইল। আচমনান্তে প্রথমে সমাজপতি বল্লাল উচ্চৈস্বরে বলিলেন—আপনাদের আহার কার্য্য শেষ হইয়াছে ত! অনুমতি করিলে সকলে গাত্রোত্থান করিতে পারেন। ভোক্তাগণ বলিলেন—আহার কার্য্য সুন্দর ও পূর্ণ ভাবে সমাধা হইয়াছে। প্রথমে সমাজপতি, তৎপরে কুলীন, তৎপশ্চাৎ সিদ্ধ মৌলিক এবং সর্ব্বশেষে অপর মৌলিক ক্ষত্রিয়গণ আসন ত্যাগ পূর্ব্বক মুখপ্রক্ষালন স্থানে গমন করিলেন। ভৃত্যগণ হস্তধৌতার্থে জল প্রদান করিল। মুখ, হস্ত, পদ ধৌত করিয়া একে একে সভামণ্ডপে গমন করিলেন। তথায় সুবৃহৎ বহু সুবর্ণ পাত্রে তাম্বুল সজ্জিত

ছিল। সকলে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পরস্পর রহস্যালাপে নিমগ্ন হইলেন।

রমণীগণের ভোজন-মণ্ডপ

যে সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রমণীগণের ভোজন মণ্ডপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রমণীগণ পৃথক পৃথক ভোজনাগারে ভোজনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আসন, উপবেশন স্থান ও অগ্র পশ্চাৎভাবে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান হেতু কোন প্রকার বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হয় নাই। কেবল মাত্র রাজ অন্তঃপুর-মহিলাগণের মধ্যে শ্রীমতী চান্দেলীকে লইয়া ভীষণ কলহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে চান্দেলী ক্ষত্রিয়ারমণীগণের সহিত পুরমহিলাগণের মধ্যে আহারার্থ উপবিষ্টা হইয়াছিলেন। রমণীগণের মধ্যে বহুসংখ্যক মহিলা চান্দেলীর সহিত এক পঙক্তিতে উপবিষ্টা না হইয়া স্বতন্ত্র পঙ্ক্তিতে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া চান্দেলী ঘোর কলহ করিলেন। চান্দেলী বলিলেন—আমার সহিত সকলকেই এক পঙ্ক্তিতে উপবিষ্ট হইতে হইবে।

মহিলাগণের মধ্যে শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেবের মাতা বলিলেন—দেখ ভগ্নি! কেঁদে মান বাড়াইবার প্রয়োজন কি? যাহা শোভা পায় তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তোমার সহিত বসিয়া আহার করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন, জোর করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া তোমার আহার করিবার প্রয়োজন কি?

চান্দেলী—আমি তাহা হইতে দিব না। আমি সকলের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া আহার করিবই করিব।

মহারাণীর কথার সমর্থনপূর্ব্বক রমণীগণ মধ্য হইতে জনৈকা রমণী

বলিলেন—আহার না করিতে হয় তাহাও স্বীকার তত্রাচ রাজমহিষী চান্দেলীর সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিব না।

চান্দেলী—আমি যাহা আদেশ করিব তাহা রাজ অন্তঃপুর মধ্যে সকলকেই পালন করিতে হইবে।

রামদেবী—এ স্থান ত রাজান্তঃপুর নহে! এ যে রামাবতী জয়স্কন্ধাবারস্থ ভোজনাগার। এস্থলে রাজমহিষীর আদেশ প্রতিপালনের উপযুক্ত লোকের নিতান্ত অভাবই দেখিতেছি!

সুবেশিনী পরিচারিকাগণ যুক্ত করে সকলকে শান্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কাহার কথা শুনিল না, বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হইল। রামদেবী চান্দেলীকে ধীরে ধীরে বলিলেন—বৃথা কলহে ভোজন ব্যাপার পণ্ড হইবে, দেশ মধ্যে রাজ মহিলাগণেরই নিন্দা হইবে। যাহাতে সকলে আহার করিয়া আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন তাহারই উপায় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়াছে। রাজ-মহিষী চান্দেলী একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলেই সকল বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়।

চান্দেলী—বিবাদের মীমাংসা হউক আর নাই হউক, কেহ এ স্থানে আহার করুগ্ আর নাই করুগ্, তাহাতে আমার কিছুই অনিষ্ট হইবে না। যাহারা আমার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিবে, আমি তাহাদিগকে লইয়া এই গৃহে আহার করিব। অপর সকলে এ স্থান হইতে অন্যত্র গমন করুগ্! কে কে আমার সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতে সম্মত রহিয়াছ? আইস—আমার পার্শ্বে উপবেশন কর। প্রায় শতাধিক পুরমহিলা এবং নিমন্ত্রিত রমণীগণ চান্দেলীর সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিলেন। অপর ক্ষত্রিয়া মহিলাগণ কুমার লক্ষ্মণের মাতা ও স্ত্রীর সহিত পার্শ্বস্থ ভোজনগৃহে

প্রবেশ করিলেন। এই দলভুক্ত মহিলাগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত হইবে।

এই প্রকারে রমণীগণের দল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একটি চান্দেলীর এবং অপরটি পট্ট-মহিষীর দল। দুই দলই ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। চান্দেলী আপন মহিলাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার সহিত বিবাদ করিয়া কে গৌড়দেশে বাস করিবে তাহা আমি দেখিব। রাজকুমার লক্ষ্মণের মাতা ও স্ত্রী তারার কতদূর ক্ষমতা তাহা আমাকে দেখিতেই হইবে। আমি চান্দেলী, আমার বাক্য অবহেলা করিয়া গৌড় নগরের রাজ অন্তঃপুরে বাস করা সহজ হইবে না।"

"চান্দেলীর অদৃষ্টে যাহাই লেখা থাকুক না কেন! কিন্তু চান্দেলী যাহা বলিবে তাহা করিবেই করিবে। চান্দেলী নিতান্ত বালিকা নহে। চান্দেলীর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবে না। চান্দেলী এই রাজ-সংসারের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছে। চান্দেলী গৌড় রাজ্যটিকে সামান্য ভাঁটার ন্যায় যদ্রূপ ইচ্ছা ক্রীড়া করিতে পারে। তোমরা দেখিবে চান্দেলী তিন দিবসের মধ্যে এই ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবে।" এই প্রকারের বহু বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে আহার সমাধা পূর্ব্বক বিশ্রাম-মন্দিরে গমন করিলেন। রমণীগণ চান্দেলী সংক্রান্ত বিবিধ আলাপ করিতে করিতে আপনাপন বিশ্রাম স্থানে গমন করিলেন।

* * * *

নিমন্ত্রিত জনগণ একে একে সভামণ্ডপে আগমন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সকলেই তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণগণ গৌড় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা একত্রে দলবদ্ধভাবে পরামর্শ করিতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

হে জ্ঞানবৃদ্ধ সভ্যমণ্ডলী, আপনারা নির্ব্বাসন-দণ্ডপ্রাপ্ত দ্বিজগণের একটি সকরুণ আবেদন শ্রবণ করুন এবং সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজের নিকট এই দণ্ড হইতে শোকাতুর ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্য আবেদন করুন—

নির্ব্বাসনদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গৌড়বাসী ব্রাহ্মণগণ, বিদেশে বিধর্ম্মীগণের সংস্রবে, আপনাপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহারা সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের জীবন ধারণ করা বৃথা হইবে। সমাজে তাঁহারা জাতিচ্যুত হইবেন। অতএব মহারাজ তাঁহাদের উপর দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক এই ঘোর নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের মান রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। দিব্যোক নামক এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন— ওহে ব্রাহ্মণ যুবক! তুমি বৃথা চীৎকার করিতেছ কেন? যিনি নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন, যিনি আমাদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণগণের একতা বিনাশোপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ভেদনীতি দ্বারা আত্মকলহ সম্পাদন করিতেছেন তুমি সেই মহাত্মার নিকটেই করুণা ভিক্ষা করিতেছ! যিনি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য সর্পমুখে প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই নিষ্ঠুর ঘাতকের নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিতেছ! ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কার্য্য আর জগতে কি আছে? পশুহত্যাকারীর নিকট, পশুর কাতর ক্রন্দন কি ফলদায়ক হয়? তুমি ব্রাহ্মণ ইহা মনে রাখিও—ব্রাহ্মণ কদাচ আপন প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না। পূর্ব্বকালে ভারতের ব্রাহ্মণই যবন নগরে গমন করিয়া, সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, অনলে জীবন অর্প্পণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য কর—"ত্যাগেই ধর্ম্মের আরম্ভ ত্যাগেই উহার সমাপ্তি" ইহা মনে রাখিও। চল ব্রাহ্মণ যুবক!

মাতৃভূমির সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বে ব্যাপিয়া প্রচার করিবে চল—তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম যথায় ইচ্ছা তথায় চল। ভারতের উজ্জ্বল ধর্ম্ম উজ্জ্বলতর করিবার জন্য সূর্য্যলোকে গমন করিতে—পুড়িয়া মরিতে চল। তুমি ব্রাহ্মণ! জগতে একমাত্র ব্রাহ্মণই ত্যাগ ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন, বিশ্ব-সেবা একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঘোর বিভীষিকাপূর্ণ তমোময় নরকে যাইতে হইলে আমরাই যাইব। আমরা সেই নরককে স্বর্গের নন্দন-কাননে পরিবর্ত্তিত করিব। সমগ্র জগৎবাসীকে আমরাই ধর্ম্ম, সত্য, ত্যাগ ও সেবা-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া মানবপদবাচ্য করিয়াছি—পুনরায় চল গৌড়ীয় ধর্ম্ম প্রভাবে বিশ্ব-জগৎকে মোহিত করি। দেখ ব্রাহ্মণ যুবক! মহামুণি ত্যাগবীর অগস্ত আত্ম-বলিদান দ্বারা দাক্ষিণাত্যের বর্ব্বরগণকে দেবতা করিয়া গিয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা দেবতা, আমরাই স্পর্শমণি, যাহা স্পর্শ করিব তাহাই উজ্জ্বল সুবর্ণে পরিণত হইবে—তাহাই পবিত্র হইবে। চল আমরা ত্যাগ ধর্ম্মের মহিমা দ্বারা গৌড়ীয় মহিমা উজ্জ্বল করি!

পশুপতি যুবককে বাধা দিয়া বলিলেন—ওহে দিব্যোক! স্থির হও, স্থির হও, তুমি ত গৌড়রাষ্ট্র হইতে অন্যত্র গমনে আদিষ্ট হও নাই। তত্রাচ কেন এ প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ?

দিব্যোক—আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। আপনার ধমণী দেব-রূপী ব্রাহ্মণ-শোনিতে পূর্ণ রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণের দুঃখে এমন কি একটি মাত্র পতিত চণ্ডালের দুঃখেও ব্রাহ্মণ ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করিয়া থাকেন; ইহা কি আপনি অবগত নহেন? আমি নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হই আর নাই হই, তাহাতে চিন্তিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—আমি ত্যাগী আমার রাজদণ্ডে চিত্ত বিচলিত হয় না। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের মহিমা হইতে বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, সেই মহিমা-চ্যুত

ব্রাহ্মণকে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। নির্ভীক ত্যাগী ব্রাহ্মণ কি মৃত্যু ভয়ে ভীত হন? না ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়? ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম রূপে সংসারে অবস্থান করেন—ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্ম পৃথক নহে। দৈবাৎ যদি ব্রাহ্মণ আপন মহিমাচ্যুত হন তবে ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা। আমি সেই কারণে আত্মরক্ষার্থ, বিশ্বরক্ষার্থ, গৌড়রাষ্ট্র রক্ষার্থ ব্রাহ্মণগনকে উত্তেজিত করিতেছি।

পশুপতি—তুমি রাজ সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজ-নিন্দা করিও না।

দিব্যোক—আমার যাহা বলিবার, আমার কর্ত্তব্যবোধ তাহা বলাইবে। আমি যাঁহার শিষ্য, তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারই আদেশ উপদেশ শ্রবণ করিব। অযাচিত উপদেশ দ্বারা আপনি আমাকে মোহিত করিতে পারিবেন না। আমার বক্তব্য আমি বলিব—আপনার বক্তব্য আপনি বলিবেন—যাহাদের ইচ্ছা হইবে তাহারা শ্রবণ করিবে। সত্য কথা, ত্যাগের কথা ব্রাহ্মণ চিরকাল বলিবে।

পশুপতি—ধর্ম্ম সভায় তোমার বক্তৃতা শ্রবণ করা যাইবে উপস্থিত বাক্য সংযত কর।

মহারাজ বল্লাল সেন দেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—ওহে দিব্যোক আপনি ব্রাহ্মণ! আমি আপনার চরণে মস্তক নত করিতেছি। কুটিল রাজনীতি এবং ব্রাহ্মণের ত্যাগ ও সেবা স্বতন্ত্র বস্তু। চাণক্যও ব্রাহ্মণ ছিলেন আপনিও ব্রাহ্মণ। উভয়েই ব্রাহ্মণ্য তেজ বীর্য্যে পূর্ণ। আপনিও তাঁহাতে কি ভিন্ন ভেদ কিছু মাত্র নাই? তদ্রূপ আপনাতে ও নির্ব্বাসন আদেশপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে স্মরণ পূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করুন।

দিব্যোক—মহারাজ! ব্রাহ্মণ ত্রিবর্ণের মধ্যে সকল বর্ণের অভিনয়ে সম্যক সমর্থ। চাণক্য, ব্রাহ্মণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার

উদাহরণ স্থল। চাণক্য রাজগণের অত্যাচার প্রশমনের জন্য ক্ষত্রিয় বীর্য্যের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন—আর আপনি যে কূট রাজনীতির কথা বলিলেন তাহা শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, চাণক্য নামক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বকার্য্যে সক্ষম হইয়াও উদাসীন—ভোগ্য বস্তুর বিধাতা হইয়াও ত্যাগী—সকলের দ্বারা স্তুয়মান হইয়াও সর্ব্ব জীবের সেবায় নিযুক্ত ইহা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ-শাসন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন।

বল্লাল—দিব্যোক! আপনি মহৎ আমি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি শান্ত হউন!

দিব্যোক কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া উপবেশন করিলেন। পশু-পতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—হে সভাসদ্‌গণ শিল্প-প্রদর্শনী মণ্ডপে গমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে আপনারা সকলে শিল্প-মণ্ডপে গমনার্থ প্রস্তুত হউন। নেপথ্যে মধুর বীণাসহ মৃদঙ্গ বাদিত হইল। সভ্যগণ সভাত্যাগ করিলেন। মহারাজ ও পারিষদগণ ভিন্নপথে শিল্প-প্রদর্শনী মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

* * * * *

শিল্প-প্রদর্শনাগার

গৌড়ীয় শিল্পীগণ বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারে প্রদর্শনী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক শিল্পী আপনাপন শিল্প-জাত দ্রব্য সজ্জিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দর্শকগণ প্রত্যেক দ্রব্য আগ্রহের সহিত দর্শন পূর্ব্বক শিল্পসম্বন্ধে বিবিধ বাক্যালাপ করিতেছেন। ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্পশালায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রধান প্রধান গৌড়ীয় রাজ-শিল্পীগণ শিল্প দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা দ্বারা কোন্ কোন্

শিল্পীর দ্রব্য পারিতোষিকের উপযুক্ত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। শিল্পীগণ বৈশ্যজাতির অবমাননায় বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্ত অপ্রসন্নতার দ্বারা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মহারাজের কার্য্যের প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করিতেছেন। পানীয় শালায় বিবিধ বর্ণের বিবিধ প্রকার সুরা এবং তীক্ষ্ণ কোহল স্ফাটিকাধারে সজ্জিত রহিয়াছে। রঞ্জক শিল্পীগণ তাঁহাদের কৃত বিবিধ বস্ত্র, সূত্র, রঞ্জন-কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। ভাস্করগণ দেব, দেবী মূর্ত্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহারাজ বল্লাল দেব শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি প্রদান করিতেছেন। শিল্পীগণ বৈশ্য জাতীয়—শূদ্রত্ব পরিহারের জন্য রাজসকাশে অনুনয় বিনয় সহ আবেদন করিতে-ছেন। মহারাজ শিল্পীগণের মধ্যে শূলপানী, মাণিক্য, রত্নাকর, রাগরাজ প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিলেন। ধূর্জ্জটী নামক জনৈক রাঢ়ীয় ভাস্কর করযোড়ে মহারাজকে বলিলেন—মহারাজ! আমরা বৈশ্য কিন্তু আপনার আদেশে বৈশ্য বণিকগণ যে প্রকার লাঞ্ছিত হইয়াছেন তদ্দারা আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। শুনিতেছি আমাদিগকেও শূদ্রত্ব প্রদান করিয়া-ছেন। মহারাজ! আমাদিগকে সংহার করিয়া আপনি কি সুখানুভব করিতেছেন?

বল্লাল—ধূর্জ্জটী তোমাকে "শিল্পরাজ" উপাধি প্রদান করিলাম। তুমি অস্ত্র-শিল্পে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছ।

ধূর্জ্জটী—মহারাজ আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বৈশ্যশ্রেণী মধ্যে আমার জাতিকে রক্ষা করুন! 'শিল্পরাজ' উপাধি অপেক্ষা আমার জাতি রক্ষার বাঞ্ছা করিতেছি।

বল্লাল—তোমরা সৎশূদ্র জাতি মধ্যে গণ্য হইবে। এই কথা ব্যক্ত করিয়া সপরিসদে মহারাজ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

সুবর্ণ-শিল্পীগণকে পতিত শূদ্রবৎ ব্যবহার করিলেন। শিলামুখ নামক স্বর্ণকার মহারাজকে অভিবাদন করিলেন, মহারাজ তাঁহাকে প্রতি অভিবাদন করিলেন না। শিলামুখ বলিলেন—মহারাজ আমি গৌড়নগরের প্রধান স্বর্ণ-শিল্পীগণের অন্যতম হইয়াও আপনার করুণা হইতে বঞ্চিত হইলাম! মহারাজ কোন প্রকার বাক্যোচ্চারণ না করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। এই প্রকারে শিল্পাগার পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রদর্শনী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম মন্দিরে গমন করিলেন।

* * * * *

শিল্প প্রদর্শনী-মণ্ডপ মধ্যে ঘোর অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত হইল। শিল্পীগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজনিন্দা আরম্ভ করিল। শিল্পীগণ আপনাপন দ্রব্যভার পেটক মধ্যে আবদ্ধ পূর্ব্বক প্রদর্শনী-মণ্ডপ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। রাজকর্ম্মচারীগণ বারম্বার বলিতেছিলেন—তোমরা কল্য প্রাতে দ্রব্যভার লইয়া স্বগৃহে গমন করিও। সন্ধ্যাকালে পুরমহিলাগণ প্রদর্শনী দর্শনার্থ আগমন করিবেন। কিন্তু কোন শিল্পীই তাঁহাদের আদেশ মান্য করিল না। হঠাৎ প্রদর্শনী-মণ্ডপে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে দৃষ্ট হইল। প্রাণ ভয়ে সকলে প্রদর্শনাগৃহ ত্যাগ করিতেছে। সেবক সমিতির যুবক কর্ম্মীগণ অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে প্রাণান্ত পণ করিয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইল কিন্তু দুই জন যুবককর্ম্মী দগ্ধ হইয়া গেল।

সমবেত জনগণ সেবাব্রতে দীক্ষিত যুবকদ্বয়ের দগ্ধ মৃতদেহোপরি গঙ্গোদক, চন্দন, পুষ্প বর্ষণ দ্বারা পুষ্পস্তূপে পরিণত করিল। গৌড়দেশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাগণ সকলেই মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জয়োচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। রক্তচন্দনের তিলকধারী যুবকগণ শব বহন পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আনয়ন করিল। ঘৃত ও চন্দন কাষ্ঠে তাহাদের চিতা সজ্জিত করিয়া মৃতদেহ পবিত্র ভস্মে পরিণত করিল। শিল্পীগণ ক্ষিপ্রতার

সহিত তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। সেই ত্যাগী স্বদেশসেবকদ্বয়ের সমাধিমন্দিরোপরি “স্বর্গ-দ্বার” লিখিত স্বুবর্ণ ফলক স্বতন্ত্র কীলক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া পুষ্পমালায় মন্দির মণ্ডিত করিল। তৎপরে দর্শকগণ গৌড়বিজয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জাহ্নবী জলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাত্র এক প্রহরের মধ্যেই এই সমুদায় কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। দেশবাসী নর-নারীগণ বলিতে লাগিলেন—স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ও বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গীয় শিল্পীবেশে আগমন করিয়া এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। মানবের অসাধ্য কার্য্য দেবগণ ব্যতিত আর কাহারও সম্পাদন করিবার ক্ষমতা নাই।

* * * *

জয়স্কন্ধাবার আলোকমালায় শোভিত হইয়াছে। নাট্যমন্দিরে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। রাজকীয় নাট্যমন্দিরে ‘বল্লালের রাজ্যাভিষেক’ অভিনয় হইতেছে। যুবক-সমিতি রামাবতী নাট্যমন্দিরে—‘চান্দেলী-বিদায়’ ও ‘শেষ’ অভিনয় করিতেছেন। গৌড়নগরস্থ নাট্যালয়ে “শান্তি” অভিনয় হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

অশান্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

চান্দেলীর অভিমান

সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া দুঃখের সাগরে ডুবিলাম! আমি রাজরাণী হইয়াছি। আমার দেশের লোকে আমার সুখের কথা শুনিয়া কত রকম কি মনে করিতেছে। আমি যদি তাহাদিগকে বলি, আমার হৃদয় হইতে সুখ শান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কেবল স্তূপাকার অশান্তির ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছে; তাহা হইলে তাহারা কি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিবে? তাহা তাহারা কদাচ বিশ্বাস করিবে না! রাজরাণী হইবার পূর্ব্বে আমিই যে রাজরাণীর সুখের শত শত কল্পনা করিয়া আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করিয়াছিলাম—আমি যে সমুদায় সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, প্রকৃত পক্ষে তাহার একটিও সত্য নহে। সকলি মিথ্যা!

এই রাজপ্রাসাদ আমার পক্ষে কারাগার—কারাগার বলিলেও ঠিক বুঝায় না। পিতার নিকট যে ভীষণ নরকের বর্ণনা শুনিতাম এক্ষণে দেখিতেছি রাজান্তঃপুরই সেই নরক! ছি! ছি! মানুষ কি এই নরকে থাকিতে পারে! আমার সেই পর্ণকুটীরের চারিদিকে কি সুন্দর ফুল ফুটিত সেই ছোট নদীটি কেমন শৈবাল দামগুলিকে দোলাইয়া দোলাইয়া প্রবাহিত হইত। কেমন কলহংসনিচয় সেই জলে সন্তরণ দিতে দিতে শৈবাল দাম মধ্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত। আমার গাভীটিকে লইয়া আমি সেই নদীর স্বচ্ছ জল পান করাইয়া আনিতাম। আমার প্রিয় পল্লীবাসিনী সঙ্গিনীগণের সহিত সেই জলে সন্তরণ করিতে করিতে স্নান করিতাম। সেই সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত মাঠের মধ্য দিয়া নাচিতে নাচিতে পিতার ধান্যক্ষেত্রে গমন করিতাম। আমার জন্মভূমির সেই স্নেহের পল্লীটির কতই শোভা—কেমন শীতল বাতাস, কেমন নীল আকাশ মাথার উপর দেখা যাইত।

রাত্রে আকাশের গায়ে নক্ষত্রের কতই শোভা। আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীর খানি—রাজপ্রাসাদ হইতে সহস্রগুণে সুন্দর। আমার পল্লীর নরনারী কেহই ত আমাকে ঘৃণা করিত না! কেহই ত আমার নিন্দা করিত না—কেমন হাসিতাম, কেমন গল্প করিতাম। কাজের সময় কাজ করিতাম—খেলার সময় খেলা করিতাম। আর সেই মলিন শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমার পিতৃগৃহে আমি বেশ সুখে ছিলাম। এখন সে সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে—পূর্ব্বে রাজরাণীর সুখের স্বপ্ন, সেই আমার দেশের ঘরে দেখিতাম। এক্ষণে রাজরাণী হইয়া রাজ-মন্দিরে থাকিয়া সেই বাল্যকালের সুখের স্বপ্ন দেখিতেছি। সেই গত সময়ের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিবার অবকাশ হয় নাই। অদ্য আমি তুলনা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি। একদিকে আমার সেই

পল্লীবাসের সুখ, অপর দিকে রাজপ্রাসাদে রাজরাণীর সুখ রাখিয়া তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া দেখিতেছি, পল্লীবাস সুখ সমধিক গুরুভারত্ব বিশিষ্ট হইতেছে। আমার পল্লীবাসীগণের হৃদয় সরলতাময়, আর এই রাজপুরস্থ নরনারীগণের মধ্যে কপটতা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যতপ্রকার কু-ভাব কুপ্রবৃত্তি মানব হৃদয়কে অপবিত্র করিতে পারে এখানে তাহার অভাব নাই। জলমগ্ন হইলে যে প্রকার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, আমারও সেই প্রকার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আর এই বিলাসস্রোতে, প্রবঞ্চণার মধ্যে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি—সেই দিকেই বিভীষিকা দেখিতেছি—সেই দিকেই পিশাচ, পিশাচীর তাণ্ডব নৃত্য—নরকের চিত্রে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমি অদ্যই আমার পূর্ব্বপল্লীগৃহে গমন করিব। চান্দেলী আপন মনে এই প্রকার বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে বিলাস ভবন হইতে পুষ্পোদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকাগণ গৃহান্তর হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। চান্দেলী বিদ্যুল্লতা নামক পরিচারিকাকে বলিলেন—আমাকে আমার পিতৃগৃহে লইয়া চল।

বিদ্যুল্লতা মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বলিল—সে কি রাণী মা! আপনি কি করিয়া একাকী পুরীর বাহির হইবেন? আপনি যে রাজরাণী!

চান্দেলী—আমি রাজরাণী নহি তুমি আমাকে শীঘ্র আমার বাপের বাড়ী লইয়া চল।

বিদ্যুল্লতা—এত অভিমান কেন?

চান্দেলী—অভিমান নয় বিদ্যুৎ! আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আমি বাড়ী যাইব, এস্থানে থাকিব না।

বিদ্যুৎ—রাজার অনুমতি ব্যতীত রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইবার

অধিকার আমাদের নাই—রাণীমাদের কথা ত স্বতন্ত্র। দরিদ্রা রমণীর মত আপনি কি এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন? বিশেষ আড়ম্বর করিয়া আপনি পিতৃ গৃহে যাইতে পারেন বটে কিন্তু তাহা ত রাজার বিনা আদেশে হইবে না!

চান্দেলী—কেন, আমার আদেশ কি তোমরা মান্য করিবে না?

বিদ্যুৎ—আমরা মান্য করিতে বাধ্য কিন্তু এই রাজ অন্তঃপুরের মধ্যেই আমাদের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ!

চান্দেলী—তাহা হইলে আমি এক প্রকার বন্দিনী!

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে চান্দেলীর এক জন নূতন সখী সেই স্থানে আগমন করিয়া বিদ্যুল্লতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—

বিদ্যুৎ!—তোমার সীমাবদ্ধ কর্ত্তব্যের দ্বারা আমার প্রিয় সখীর অসীম কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শিত হইবে না। আমি সখীকে কর্ত্তব্যের সুন্দর পথ দেখাইয়া দিব।

চান্দেলা সখীর আগমনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—সখি বরুণা!—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

বরুণা—রাণী মহলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

চান্দেলী—কোন প্রয়োজন ছিল কি?

বরুণা—আমার আবার প্রয়োজন কি?—যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তবে তোমারই।

বরুণা—বিদ্যুল্লতার প্রতি মধুর স্বরে বলিলেন—বিদ্যুৎ! তোমাকে দেখ্‌তে না পেলে আমার মনটা কেমন করে, আর তোমার নিকট হইতে ক্ষণকাল দূরেও থাকিতে পারি না। কেন বল দেখি?

চান্দেলী—ভালবাস বলে!

বিদ্যুৎ—রাণী মা! বরুণা মামীমা আমাকে বড়ই ভালবাসেন এমন

ভাল মানুষ আমি দেখিনি।—দেখুন মামী মা, রাণী মার মন টা বড় ভাল নাই। আমাকে বলিতেছিলেন বাপের বাড়ী যাবেন।

বরুণা—কেন? দিদি হঠাৎ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য মন উতলা হইল কেন?

চান্দেলী—সখি! এ রাজপুরী প্রবঞ্চনাময়ী, সত্যের আদর নাই, মিথ্যা, শঠতা, দ্বেষ, হিংসা দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এ কুস্থানে আমি থাকিব না।

বরুণা—দেখ সখি! কু-স্থানকে সু-স্থান করিয়া লইতে হইবে। প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, শঠতা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিনিচয়কে শাসনের কশাঘাতে আপন আয়ত্বের অধীন করিয়া লইতে হইবে।

চান্দেলী—এই যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ রাজ-গৃহে উহা অসম্ভব।

বরুণা—সকলি সম্ভব, অসম্ভব বলিয়া জগতে কিছু নাই।

বিদ্যুৎ—রাণীমাকে সকলে নিন্দাকরে, বলে চণ্ডালিণী। যতবড় মুখ তত বড় কথা। আমার ইচ্ছা হয় সেই দুষ্টদিগকে পদাঘাত করে তাড়াইয়া দিই।

বরুণা—ছিঃ বিদ্যুৎ, ও কথা বলিও না—সকলের সম্মান রাখিতে শিখিবে তাহা হইলে তুমি সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

চান্দেলীর গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল—আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন—সখি! নিয়ত এ অপমান সহ্য করিতে করিতে আমার হৃদয় পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, আর অপমান সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাজ-মুখ আমার নিকট নরকের ভীষণ জ্বালা মালার সৃষ্টি করিয়াছে—অশান্তি আমার হৃদয়ের কোমলতা বিদূরিত করিয়া দিয়াছে—আমি উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছি, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতেছি। আর নয়! আমি রাজপুরী ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিব, সিংহের গুহায়,

সর্পের বিবরে বাস করিব, তত্রাচ এ নরকে অবস্থান করিব না। বরুণা চান্দেলীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—সখি! কে তোমায় চণ্ডালিণী বলিয়াছে? কে তোমার অবমাননা করিয়াছে? কাহার এমন অসীম সাহস যে, বল্লাল-মহিষী চান্দেলীকে চণ্ডালিণী বলে? যাহারা বলে তাহারাই চণ্ডাল, তাহারাই চণ্ডালাধম। সেই চণ্ডাল ও চণ্ডালিণীগণের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করিলে তাহারা শিক্ষালাভ করিবে না। তাহাদের বিদ্রূপ বাক্য তাহাদেরই হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিবে। তাহারাই তোমার চরণে কৃপা ভিক্ষা চাহিবে। সেই দুর্মুখ চণ্ডাল, চণ্ডালিণীগুলাকে তুমিই চরণে বিদলিত করিবে। তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।

চান্দেলী—আমি সহায় হীন, সম্পদ হীন, প্রভুত্বহীন রাজ-অন্তঃপুরে বন্দিনী, আমার সাধ্য কি এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করি।

বরুণা—মহারাজ কি আপনাকে ভালবাসেন না? মহারাজই সেই দুষ্ট জনের শাস্তি প্রদান করিবেন।

চান্দেলী—বৃদ্ধ রাজার ক্ষমতা নাই। রাজপুরীর কেহই তাঁহার শাসন পূর্ণভাবে মান্য করে না। তাঁহার সাক্ষাতেই আমাকে অপরাপর রাজমহিষীরা রাজবধূগণ চণ্ডালিণী বলিয়া বিদ্রূপ করে।

বরুণা—তাহারা গর্ব্বীতা—তুমি রাজ কন্যা নহ বলিয়া তাহাদের গর্ব্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা মনে করে রাজা ও ধনীগণই মানব—দরিদ্র কৃষকগণ পশু। এই গর্ব্বের জন্যই এ দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে।

সখি! দুঃখিতা হইও না—ঈশ্বর রাজার গৃহেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ আবদ্ধ রাখেন নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, কি রাজগৃহেই আলোক বিতরণ করেন? চণ্ডাল কি মানব নহে? চণ্ডালের কি হৃদয় নাই? তুমি রাজ-

রাণী আমি তোমার সখী। তুমি দেবী, আমি তোমার মূর্ত্তি এই রাজপুরী মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব। স্বয়ং মহারাজ তোমার আয়ত্তাধীনে অবস্থান করিবেন। সমগ্র পুরবাসী তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

চান্দেলী—পারিবে না।

বরুণা—নিশ্চয় পারিব। তুমি গৌড়রাজ্যের উপাস্য দেবী স্বরূপিণী হইয়া গৌড়ীয় দেবীমন্দিরে রাজরাজেশ্বরী বেশে বসিবে। আমি বলি-তেছি ইহা করিবই করিব।

চান্দেলী—যদি না পার ?

বরুণা—যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে না পারি তাহা হইলে এই রাজ-পুরী মহাশ্মশানে পরিণত করিব—নরনারীর চিতাভস্মে দেহ রঞ্জিত করিয়া, দুই সখীতে ভৈরবী বেশে মরণের পথে উন্মত্তের ন্যায় চলিয়া যাইব।

চান্দেলী—সাধনা ! সাধনা !—কিসের সাধনা সখি ?

বরুণা—তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে। গৌড় জনপদ তোমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

চান্দেলী—অসাধ্য সাধন ! রমণীর দ্বারা কি সম্ভবে ?

বরুণা—রমণীর কোমল হৃদয় যখন ভীষণ লাঞ্ছনা দ্বারা কঠিন হইয়া উঠে তখন রমণীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশূল হস্তে চামুণ্ডার ন্যায় নৃমুণ্ডমালিনী রূপে বিশ্ববিনাশে সমর্থা হয়। সখি ! মহামায়া রুদ্রাণীর চরণে প্রণাম করিয়া, এই কঠোর সাধনার পথে প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে দিক্‌বিদিক অগ্নিময় করিয়া তোল, রমণীর হৃদয়-বল দ্বারা যে শক্তিময় তেজ উৎপন্ন হইবে, সেই মহান্ তেজে মৃত সজীব হইবে। তোমার আহ্বানে তাহারা দাঁড়াইবে—তোমার আদেশ পালন করিবে। তাহারা তোমারই উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিবে। তোমারই প্রীতির জন্য সেই মুহূর্ত্তে তাহারা আত্মবলি

দিবে, সেই মুহূর্ত্তে মূর্ত্তিমান সিদ্ধি আসিয়া তোমাকে রাজরাজেশ্বরী বেশে সজ্জিত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসাইবে।

বরুণা এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে চান্দেলীর সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিল। সম্মুখস্থিত জবাবৃক্ষ হইতে একটি প্রস্ফুটিত রক্তবর্ণ পুষ্প সবলে চয়ন করিয়া চান্দেলীর বদন মণ্ডলের অতি সন্নিকটে ধারণ করিয়া বলিল—সখি! দেখ! দেখ!—'কেমন সুন্দর'—পুষ্পদল স্পর্শ করিয়া—'কেমন কোমল'!—অঙ্গুলি নির্দ্দেশে—কেমন ঘোর রক্তবর্ণ অথচ কোমল, স্নিগ্ধ অথচ ভীষণ। এই রকম হ'তে হবে!—হ'তে পারবে ত?—যদি পার তবে সাধনা সফল হবে। ঐ দেখ সিদ্ধি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি রাজরাজেশ্বরী হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে আইস এই প্রমোদোদ্যান ত্যাগ করিয়া, কঠোর সাধনায় জীবনের সুখ, দুঃখ সকলি রুদ্রাণীর চরণে বিসর্জ্জন দিই। এই কথা বলিতে বলিতে চান্দেলীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিল। চান্দেলী নিস্পন্দের ন্যায় বরুণার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'পারিব'।

বরুণা—পারিবে বৈকি! আমার সখী—গৌড়রাজ্যের রাণী, পারিবে না ত আর কে পারিবে? বরুণা এই কথা বলিয়া চান্দেলীর কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কি কথা বলিলেন। তৎপরে বিদ্যুল্লতার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন—দেখ সখি! বিদ্যুতের মত সৎ পরিচারিকা থাকিতে তোমার আবার চিন্তা কি? আমি বিদ্যুৎকে বড় ভালবাসি—বিদ্যুতের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, তাহার মুখের নিকটে আপন মুখ লইয়া বলিলেন—বিদ্যুৎ তুমি কি আমাকে ভালবাস?—বিদ্যুৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিল।—আহা বিদ্যুতের মত নম্র স্বভাবা রমণী অতি বিরল। বিদ্যুৎ তোমার কে আছে?

বিদ্যুৎ—কেহই নাই—ভগবান আমার সব কেড়ে নিয়েছেন।

ছিল সকলি—এক্ষণে কেহই নাই—পোড়া যম আমার হৃদয় শূন্য করিয়া দিয়াছে। বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিয়া ফেলিল।

বরুণা—আহা! ভগবানের কি বিচার নাই?

চান্দেলী—বিদ্যুৎ! কাঁদিও না, আমি তোমায় কন্যার ন্যায় সেবা করিব। আজ হইতে তুমি আমার 'মা' হইলে। মা আমার! কাঁদিস্ না—বলিয়া আপন বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং আপন কণ্ঠস্থ সুবর্ণ হার বিদ্যুতের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—কাঁদিস্ না মা ঘরে যা। বিদ্যুৎ একবার চান্দেলীর মুখের প্রতি তাকাইয়া চান্দেলীর চরণতলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। চান্দেলী তাঁহার অলঙ্কার-শোভিত ভুজদ্বয় দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিতে করিতে বলিলেন—তোমার কন্যার অমঙ্গল হইবে—ছিঃ মা, কন্যার কি পা ধরিতে আছে? ঘরে চল। অবোধ শিশুর ন্যায় বিদ্যুৎ প্রমোদোদ্যান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অপর পরিচারিকাগণকেও চান্দেলী আপন অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার ভগ্নী—তোমাদের ভালবাসা ও স্নেহে আমি সুখে রহিয়াছি—যাও ভগ্নিগণ গৃহে যাও। তাহারা বিদ্যুতের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিল। বরুণা চান্দেলীকে বলিলেন—সখি! তোমাকে সর্ব্ব প্রথমে একটি কথা বলিব, মনে রাখিও—

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত কার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ণজায়তে॥

কেমন মনে থাকিবে ত? আর একটি কথা—আমি যাহা শিক্ষা দিব তাহা শিক্ষা করিবে—ভুলিবে না। আমার সকল কার্য্যের অনুসরণ করিবে—কখন কখন আমার অগ্রেও চলিতে হইবে। তবে তাহার একটু বিলম্ব আছে। দেখ এ কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম আছে। সর্ব্বদা

সতর্ক থাকিতে হইবে—আর এমন সময় উপস্থিত হইবে যখন লজ্জাভয় একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার লক্ষ্যের উপর নিয়ত দৃষ্টি রাখিবে। শত ঝঞ্ঝাপাতেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। আর এই জবাফুলের কথাটি ভুলিও না। বাহিরে অতি কোমল, অতি নম্র ও সদালাপী হইবে, আর অন্তরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জবার ন্যায় রক্তবর্ণ থাকিবে। মনে রেখো—আমি নাবিক তুমি নৌকা, আমি গুরু তুমি আমার আজ্ঞাকারী শিষ্য—কেমন!—এখন চল। এই বলিয়া উভয়ে প্রমোদোদ্যান ত্যাগ করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
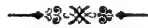
নির্ব্বাসিত কুমার লক্ষ্মণ

ধূসরবসনে ধরণীদেহ আবৃত হইয়াছে—ভাগীরথীবক্ষে শত দাঁড়বিশিষ্ট একটি সুন্দর তরণি দ্রুতবেগে চলিয়াছে—আলোকমালাশোভিত গৌড়নগর তখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় নাই। গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া গৌড় দুর্গের শীর্ষদেশস্থ আলোক সুখতারার ন্যায় দপ্ দপ্ করিয়া জলিতেছে। কুমার লক্ষ্মণ তরণির বহির্ভাগে উপবিষ্ট থাকিয়া একদৃষ্টে গৌড়-দুর্গ শিখরস্থ আলোক দর্শন করিতে করিতে বলিলেন—শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে বঙ্গাধি-পতির পুত্র সিংহবাহু পিতার আদেশে, পবিত্র জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আজ আমিও স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি গৌড়নগর হইতে পিতৃ আজ্ঞায় নির্ব্বাসিত। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার

ললাটস্থিত চির উজ্জ্বল সিন্দুর-তিলকের ন্যায় ঐ দুর্গশিখরস্থ আলোক বিন্দু আপনার মহিমার কথা ব্যক্ত করিতেছে—আমাকে স্বদেশ সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। মা! তোমারি মহিমা, অন্য আমি হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। মা! তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা এতদিন বুঝিতে পারি নাই—আজ সহস্রধারায় প্রবাহিত তোমারি করুণা আমার শিরে বর্ষিত হইতেছে কেন মা? এতদিন তোমার মহিমাময়ীমূর্ত্তি কেন নেত্রগোচর হয় নাই? আজ তোমার পবিত্র ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া তোমার শান্তিপূর্ণ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতেছি কেন মা? কি সুন্দর—কি মনোহর—কি স্নেহময়! তোমার মূর্ত্তি! মা! তোমার এ অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি এতদিন কোথায় লুকান ছিল মা? তোমার ক্রোড় হইতে যতদূরে যাইতেছি, ততই যেন হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—তোমার প্রতি এ অধম সন্তানের অনুরাগ শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। হৃৎপিণ্ড ক্রমেই অধিকতর বেগে স্পন্দিত হইতেছে। কেবল গভীর অন্ধকারস্তূপের মধ্য হইতে তোমার ঐ মুকুটমণির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। কি সুন্দর! কি মনোহর! ঐ ক্ষুদ্র আলোকটি—কত শতবার দেখিয়াছি—কৈ তখন ত উহা এতাদৃশ সুন্দর দেখায় নাই! এমন স্নেহপূর্ণ নির্ম্মল জ্যোতিঃ কখনত দেখি নাই। আজ বুঝি আমাকে ক্রোড় হইতে বিতাড়িত করিয়া—স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া, মা তুমি মধুরতাময়ীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ।

নৌকা দূর হইতে দূরে ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ গৌড়দুর্গশিরের আলোকরশ্মি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নেত্রে প্রতিভাত হইতেছে। গঙ্গাবক্ষ ত্যাগ করিয়া নৌকা বিস্তীর্ণ বিলের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল—ঐ আলোক অদৃশ্য হইয়া গেল। কুমার লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—মা! কৈ সেই পবিত্র আলোক? পার্শ্বে ব্রাহ্মণযুবক দিব্যোক উপবিষ্ট

ছিলেন, তিনি লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন---কুমার! গৌড়দুর্গের আলোক এই স্থান হইতে আর দৃষ্ট হয় না—এই তীরস্থিত বনান্ত দ্বারা আলোক রুদ্ধ হইয়াছে। ঐ দেখ! তোমার বামভাগে অদিনাপুরস্থ রাহুল-কোট দুর্গশিরের উজ্জ্বল আলোক জলোপরি প্রতিফলিত হইয়া আমাদিগের গন্তব্য পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্র গৌড় নগরই কি তোমার মাতৃ ভূমি? তা নয় কুমার! আমাদের স্নেহময়ী মাতার হৃদয় অত ক্ষুদ্র নয়! সমগ্র গৌড়দেশ ব্যাপিয়া মায়ের শান্তিময়ী ক্রোড় আমাদের জন্য প্রসারিত রহিয়াছে। পবিত্র গৌড়ভূমির শত শত দুর্গশিখরের আলোকমালা, মাতৃভক্ত সন্তানের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগরিত করিবার জন্য নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। দিবসে শত শত দুর্গশিখরের জাতীয়পতাকা বায়ুহিল্লোলে পত্ পত্ শব্দে উড্ডীন হইয়া, মাতৃভক্ত সন্তানের হৃদয়ে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা করিয়া থাকে। কুমার! আমাদের মা, আমাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য, মাতৃ-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য, সন্তানের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের জন্য, এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গ্রহণ করেন মাত্র। মা আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করেন না। মাতৃভূমির দৈন্যতা অপনোদনের জন্য মা, মধ্যে মধ্যে আমাদের ন্যায় আত্মবিস্মৃত সন্তানের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেন। কুমার! জাগ, সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে জাগাও—মাতৃসেবায় মন দাও। মা আমার ক্ষুদ্রা নহেন—তিনি বিরাটরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কুমার! ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে মা আমার অনন্ত মূর্ত্তিমতী অনন্ত জ্যোতিষ্কে জ্যোতির্ম্ময়ী রহিয়াছেন। মা আমার জগৎধারিণী! জগৎতারিণী!

তরণির অগ্রভাগ হইতে সুললিত স্বরে দিবাকর গাহিলেন—

ঐ ডুবিল ঘোর তিমিরে সোনার কান্তিখানি,
হীরা, জহর, মণিমুক্তার শোভন শান্তিরাণী।

যাঁর অণুতে ভক্তি প্রেম, সেবা ত্যাগের খনি,
জন্মভূমি, মাতৃভূমি, স্বর্গভূমি, যাঁর মধুর বাণী
ঐ ডুবিল ঘোর তিমিরে সোনার কান্তিখানি।

আঁধার আসি চোখ বেঁধেছে, মন বেঁধেছে কই ?
মনের মাঝে ঝড় উঠেছে থাম্‌বে ক্ষণেক বই !
দপ্‌দপিয়ে উঠ্‌ল জ্বলে স্বাধীন আলোক ঐ,
ভরে গেছে মায়ের রূপে শুন্‌ছি মায়ের বাণী,
ঐ ডুবিল ঘোর তিমিরে সোনার কান্তি খানি।

কুমার চমকিত হইয়া বলিলেন—কে গান গাহিতেছে ? দিব্যোক বলিলেন—ও দিবাকর। কুমার বিস্মিত হইয়া বলিলেন—মন্ত্রীপুত্র দিবাকর !

দিব্যোক—হাঁ কুমার—সে যে নৌকার পথপ্রদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কুমার—পিতার নিকট অনুমতি লইয়াছে ?

দিব্যোক—না।—

'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ য স্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।'

কুমার—দিবাকরের অনিষ্ট সম্ভব এবং তৎসঙ্গে মন্ত্রীর প্রতি পিতার বিশ্বাস হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে করি।

দিব্যোক—দিবাকর অদ্য প্রাতে মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন। নগরে ইহা প্রচারিত হইয়াছে।

কুমার—তাহার অমঙ্গল না হইলেই মঙ্গল।

দিব্যোক—কুমার ! মঙ্গল আর অমঙ্গলে বেশী দূর সম্পর্ক নাই। একের বর্ত্তমানে অপরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে, নতুবা উভয়ের

অস্তিত্ব বোধ হইত না। অমঙ্গল মঙ্গলের পথপ্রদর্শক। অমঙ্গলই মঙ্গলের নিকট লইয়া যায়।

দিবাকর গাহিলেন—

মঙ্গলময়ী জননী মোদের, মঙ্গল-বর-দায়িনী,
অযুত ধারে পীযূষ যাঁর ক্ষরিছে দিবস যামিনী।
মাতৃভক্ত সন্তান যাঁর,
ভ্রাতৃ প্রেমে হৃদয় দ্বার
খুলিয়া দিয়াছে অযুত করে
শুনিয়া মায়ের অভয় বাণী।

সংঙ্গীত সমাপনের অব্যবহিত পরেই রাহুল-কোট শিখর হইতে নালিকাস্ত্রের ভৈরব গর্জ্জনে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। তীরস্থিত পাদপরাজি মধ্যস্থ পক্ষীকুল কলরব করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাস্থিত নালিকাস্ত্রও ভীম গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কুমার চমকিত হইয়া বলিলেন—দিব্যোক গভীর রাত্রে দুর্গ হইতে নালিকাস্ত্রের ধ্বনি হইল কেন? এবং তৎসঙ্গে আমাদের নৌকা হইতে তাহার সম্বর্দ্ধনা কেন করা হইল?

দিব্যোক বলিলেন—কুমার! দুর্গরক্ষক আপনার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

কুমার—দুর্গরক্ষক, আমার আগমন কি প্রকারে অবগত হইল?

দিব্যোক—রাজকুমারের অকপট বন্ধু মদন ঘোষ তাঁহার মনোভাব নালিকাস্ত্র প্রয়োগে বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে তরণি গভীর অন্ধকার মধ্যেও লুক্কায়িত হইতে সমর্থ হয় নাই।

কুমার—আমি এই নৌকায় রহিয়াছি সেনাপতি মদন কি প্রকারে অবগত হইলেন।

দিব্যোক—রাজকুমারের পতাকা দৃষ্টে।

কুমার—রাত্রে পতাকা দিবার প্রয়োজন ?

দিব্যোক—নৌকায় আলোক রাখি নাই। পতাকা তুলিয়া না দিলে নদীমোহনা-রক্ষী জলসৈন্তগণ নৌকার গতিরোধ করিবে।

পার্শ্বদেশে একটি ক্ষুদ্র তরণি জলের উপর ভাসিতেছে দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র তরণি কুমারের নৌকা সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র তীব্র আলোক প্রজ্জলিত হইল—একজন বীরপুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন,—কে যায় ?

দিবাকার বলিলেন—"স্বাধীন"। বীরপুরুষ কোষবদ্ধ তরবারি উন্মুক্ত করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—"অধীন"। ক্ষুদ্র নৌকার আলোক হঠাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল এবং অন্ধকারের মধ্যে কোথায় লুক্কায়িত হইয়া গেল।

দিব্যোক বলিলেন—কুমার! মদন অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজকুমার নিস্তব্ধভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। নৌকা বিলভূমি ত্যাগ করিয়া গাঙ্গিনাক্ নদীবক্ষে পতিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। পূর্ব্বগগনে স্তখতারা উদিত হইল। নৌকা জগদ্দল মহাবিহারের পাষাণনির্ম্মিত উন্নত শৌধমালার সন্নিকট দিয়া চলিয়াছে। উক্ত বিহারস্থ শ্রমণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য শয্যাত্যাগ-বিজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। কুমার, জগদ্দল মহাবিহারস্থ লোকেশ্বর এবং তারাদেবীর চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। জগদ্দল তুর্গ-শিখরের উর্দ্ধদেশে জাতীয় পতাকা মন্দ মন্দ প্রাতঃসমীরণ দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে। নৌকা দ্রুতবেগে চলিয়াছে। উষার আলোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। নৌকাখানি গাঙ্গিনাক্ ও পুনর্ভবানদী সঙ্গম স্থলের বিস্তীর্ণ জলভাগ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। জলের আবর্ত্তনজনিত কল্ কল্ শব্দ এবং প্রভাত-অনিল-তাড়িত তরঙ্গনিচয়ের আঘাতে, নৌকার

আলোড়নে যাত্রিগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেছিল। দূরে কর্কোটকনাগের সুরক্ষিত রাজধানী কৃষ্ণবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাজকুমার নিস্পন্দের ন্যায় প্রকৃতির অতুল সম্পদ দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। পার্শ্বে দিব্যোক পূর্ব্বগগনে উষার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী একান্ত মনে অবলোকন করিতেছেন। দিবাকর একদৃষ্টে বরেন্দ্ররাজধানী কর্কোটকনাগের শোণিতপুর দুর্গশিখরস্থ পতাকা দর্শন আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে তীরভূমি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। উষারাণীর পশ্চাতে তরুণ অরুণ-রাগ-রঞ্জিত রক্তিম গোলকের অর্দ্ধভাগ বনান্তরাল হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে দৃষ্ট হইল।

শোণিতপুরের দুর্গশিখরস্থ রক্তবর্ণ ত্রিশূলাঙ্কিত বৃষভলাঞ্ছিত জাতায় পাতাকা দৃষ্ট হইতেছে। দুর্গপার্শ্বস্থ মর্ম্মর-প্রস্তর-গ্রথিত সুপ্রশস্ত সোপান-শ্রেণী সুস্পষ্ট দর্শন পথে উদিত হইল। দিবাকর তরণির অগ্রভাগস্থ নালি-কাস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করিবামাত্র ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। দুর্গপ্রাকারস্থ নালিকাস্ত্র শ্বেতবর্ণ ধূমরাশি উদ্গীরণ করিল এবং তৎপশ্চাৎ দুইটি পর পর নালিকা গর্জ্জনের ধ্বনি শ্রুত হইল। তরণি গতিহীন হইল। শ্বেত-সোপানোপরি মহাসামন্তাধিপতি কর্কোটকনাগ সপারিষদ্ দণ্ডায়মান রহিয়া-ছেন দৃষ্ট হইল। নৌকা স্থূল শৈল-স্তম্ভ-সংবদ্ধ লোহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। কর্কোটকনাগ রাজকুমারের নৌকায় আরোহণ করিবামাত্র কুমার, দিব্যোক ও দিবাকর দণ্ডায়মান হইয়া নাগরাজের অভ্যর্থনা করিলেন। নাগরাজ, যুবরাজ লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া নৌকা হইতে ধীর পদ-বিক্ষেপে তীরদেশে অবতরণ করিলেন। দুর্গ হইতে নালিকাধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হইতে লাগিল—তীরদেশে সুসজ্জিত সৈনিক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তূর্য্যধ্বনিসহ দুন্দুভীধ্বনি নিনাদিত হইল। রাজপথে লাজ ও পুষ্প বর্ষিত হইল—"জয় যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনদেবের জয়" শতবার উচ্চারিত হইল।

সুবর্ণ চতুর্দ্দোলে যুবরাজ আরোহণ করিলেন—কর্কোটকনাগ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। চতুরাশ্বযানে দিব্যোক, দিবাকর ও নাগ পারিষদ্গণ রাজপ্রাসাদাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। রমণীগণ গবাক্ষ উন্মোচন পূর্ব্বক পুষ্প, লাজ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। শঙ্খ নিনাদিত হইল। যুবরাজ স্বদলবলে কর্কোটনকাগ-প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

সুসজ্জিত সভাগৃহের দ্বারদেশে চতুর্দ্দোল রক্ষিত হইলে, কর্কোটকনাগ শ্রীমান লক্ষ্মণসেনদেবের হস্তধারণ পূর্ব্বক সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বরেন্দ্র দেশের গণ্যমান্য জনগণ সেই সভায় যথোপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মনগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজসিংহাসনের অনতি সন্নিকটে সুবর্ণময় সিংহাসনে গৈরিকবসন-পরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-বিভুষিত শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করনান্তর তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক আপন আসনের পার্শ্বস্থিত সুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইতে অনুজ্ঞা করিয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন। দিব্যোক, ভট্টের সন্নিকটে এবং দিবাকর, মন্ত্রীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সামন্ত শাসনাধিপতি শ্রীমান কর্কোটকনাগ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—অদ্যকার প্রভাত আমার পক্ষে সুপ্রভাত। যুবরাজ আমার গৃহে অদ্য অতিথিস্বরূপ আগমন করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন। কেবল যে আমি ধন্য ও আনন্দিত হইয়াছি তাহা নহে। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বরেন্দ্রভূমিবাসী প্রত্যেক নরনারী অদ্য ধন্য ও আনন্দিত হইয়াছেন। অদ্য আমাদের স্বদেশপ্রেমিক যুবরাজকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছি। মহারাজ বল্লালসেন দেব কর্ত্তৃক অর্জ্জিত বরেন্দ্রভূমির সামন্ত শাসকরূপে আমি নিযুক্ত রহিয়াছি। মহারাজ বরেন্দ্রবাসীর উপর

সন্তোষ নহেন—তাঁহার অন্যায় ব্যবহারে বরেন্দ্রবাসী প্রত্যেক নরনারী ক্ষুব্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্তবংশীয় মহাত্মাগণ মহারাজের শাসন মান্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আমার অপমানে তাঁহাদের অপমান হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছেন। মহারাজ এই বরেন্দ্রবাসী জনগণের অসন্তোষ সংবাদে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে কি, আমি মহারাজের অসন্তোষের কারণ স্বরূপ কোন ন্যায়-বিগর্হিত আচরণ করি নাই। যাহাহউক আমরা রাজদ্রোহী নহি, আমরা রাজভক্ত—রাজার প্রতি আমাদের অচলা ভক্তি চির বিরাজিত রহিয়াছে। আমরা বরেন্দ্রবাসী, মহারাজ কর্ত্তৃক বারম্বার উৎপীড়িত হইয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করি নাই।

তত্রাচ প্রকৃতিপুঞ্জ দৈনন্দিন রাজভক্তিহীন হইতেছে দেখিয়া আমি ভীষণ চিন্তায় কালাতিবাহিত করিতেছিলাম। অদ্য যুবরাজের আগমনে আমার হৃদয়গত চিন্তানল অপসারিত হইল। সভাসদগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, আমি যুবরাজ শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেবকে এই বরেন্দ্র সিংহাসন প্রদান করিলাম—এই কথা উচ্চারণ করিয়া যুবরাজকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।—পুষ্পবৃষ্টি হইল—ছত্রধর মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিল। যুবতীগণ চামর ব্যজন করিল। তৎপরে কর্কোটকনাগ করযোড়ে বলিলেন—বরেন্দ্ররাজ শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব অদ্য হইতে বরেন্দ্র রাজ্যের সুশাসনে মনোযোগী হইবেন—আমি মন্ত্রীস্বরূপে তাঁহার পার্শ্বে নিয়ত অবস্থান করিব। শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্ট দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন শ্রীমান কর্কোটকনাগের ত্যাগ ও সৌজন্যে আমি নিতান্ত মোহিত হইয়াছি। মহারাজ বল্লালসেন দেব মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন কর্কোটক বরেন্দ্র রাজ্যের স্বাধীন রাজা হইবেন—এই প্রকারের চক্রান্ত করিয়াছেন। ত্যাগী স্বদেশ প্রাণ কর্কোটক সে তুচ্ছ বাসনা আদৌ হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই।

তিনি হাস্যমুখে অদম্য লোভ সম্বরণ পূর্ব্বক অদ্য মহান ত্যাগের মহিমা প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—ভগবান শঙ্কর তাঁহার মঙ্গল করিবেন। আমি এই রক্তচন্দনের তিলক দ্বারা শ্রীমান লক্ষ্মণকে রাজটিকা প্রদান করিলাম। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাদের নব বরেন্দ্রাধিপতিকে আশীর্ব্বাদ করুন। দেবদ্বিজভক্ত স্বদেশ-প্রেমিক নব বরেন্দ্রাধিপতি শ্রীমান লক্ষ্মণসেন দেব জয়যুক্ত হউন। সভাস্থ সকলে মহারাজের জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। দুন্দুভি নিনাদিত হইল—মৃদঙ্গ ও বীণাধ্বনিসহ রমণীগণ জাতীয় সংগীত গাহিল—কর্কোটক নাগ রাজদণ্ড ও সুবর্ণময় কোষবদ্ধ তরবারি লক্ষ্মণের সিংহাসন সম্মুখে রক্ষা করিয়া প্রণাম করিলেন।

দিব্যোক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমার প্রিয় বন্ধু লক্ষ্মণ, অদ্য বরেন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তিনি সমগ্র গৌড় জনপদের একছত্রী নরপতি হইবেন। আমাদের প্রিয় রাজা সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা কল্পে ব্রাহ্মণের সহায় হইবেন। আমাদের দেশ, আবার বেদমন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিবে, যজ্ঞধূমে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইবে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শাসনে সমগ্র জনপদ শ্রীমান হইয়া উঠিবে। ভ্রাতৃভাব, একপ্রাণতা একমাত্র ব্রাহ্মণ শাসনেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরাই ত্যাগ ও সেবার মহিমা প্রচার করিব। আমরাই জনপদবাসীগণের হৃদয় অধিকার করিব। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা ব্রহ্মণ্য দেবকে স্মরণ পূর্ব্বক, বীর্য্যময় আশীর্ব্বাদ দ্বারা মহারাজের দেহ ও মন পবিত্র করিয়া দিন। চতুর্দ্দিক হইতে ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান লক্ষ্মণের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণনেত্রে তিনি ব্রাহ্মণগণের চরণে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর যুক্তকরে বলিলেন—ব্রাহ্মণ দেবতা, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদই আমার শক্তি, ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টি—মঙ্গলময় ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দেশ মঙ্গলময় হউক। আমি ব্রাহ্মণের সেবকরূপে নিয়ত অবস্থান করিব। ব্রাহ্মণ আমার মস্তকের মণি। তৎপরে কর্কোটক নাগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মহাসামন্তাধিপতি শ্রীমান কর্কোটক নাগের হৃদয় অতি মহৎ—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার ন্যায় হৃদয়বান হইতে সক্ষম হই। আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, আপনি পূর্ণ করিবেন—এই বরেন্দ্র রাজ্য পূর্ণভাবে আপনারই শাসনাধীন রহিবে, আপনি ইহার শাসন করিবেন, আমি আপনার সাহায্যকারীরূপে অবস্থান করিব।

কর্কোটক—আমি মহারাজের মন্ত্রীস্বরূপে রাজ্যশাসন করিব।

চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য রব উঠিল। সভাভঙ্গ হইল—মহারাজ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন।

দিবাকর গাহিলেন—

চলে তরি ঘোর তুফানে,
পাবে কি না কূল কে জানে,
ওগো কেউ জান যদি ব'লোনা
সুখের আশা হৃদে রাখি না,
দুঃখের কথাও কানে শুনি না,
(কেবল)—চেয়ে আছি, ঐ মায়ের মুখপানে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বল্লালের দুশ্চিন্তা

মহারাজাধিরাজ শ্রীমান বল্লালসেন দেব আপন শয়ন কক্ষে সুখ-শয্যাপরি উপবেশন পূর্ব্বক ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। পার্শ্বে স্বর্ণ পাত্রে তাম্বুল সজ্জিত রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বে দুই জন যুবতী পরিচারিকা দণ্ডায়মানা থাকিয়া শ্বেতচামর দ্বারা মহারাজকে ব্যজন করিতেছে। নেপথ্যে মৃদঙ্গ-ধ্বনিসহ বীণা বাদিত হইতেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ ক্রমে বিবিধ রাগরাগিণীর আলাপন হইতেছে—মহারাজ ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। চিন্তা ক্রমশ গভীরতর ভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। মহারাজের চিত্তবিনোদনার্থে নেপথ্যে রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

রমণীগণ গাহিল—

স্বপনেরি মত এ মর জীবন ক্ষণাদর প্রায় নিবিবে,
অমানিশা সম ভবিষ্য জলদ মরনেরি রোলে গরজিবে।
ধূলি রাশি সম এ সুখ সম্পদ কালের অঙ্গে মিলিবে
রবেনাকো কিছু সকলি ফুরাবে, এমতি বিশ্ব তখনো রহিবে।
(কেবল) যাবে তুমি চলি কুকীর্ত্তি তোমার
এ জগতের লোকে ঘোষিবে।

মহারাজ চামরব্যজনকারিণীদ্বয়কে গৃহত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা করিয়া শয্যাপরি শয়ন করিলেন। কয়েকবার পার্শ্বপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনশ্চ শয্যা-পরি উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন—বিশ্বটা কি

স্বপনের মত মিথ্যা ? নিশ্চয় মিথ্যা—যদি মিথ্যাই হইবে তাহা হইলে এই আমার দেহও কি মিথ্যা, রাজ্য মিথ্যা, ঐশ্বর্য্য মিথ্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ কি মিথ্যা ?—আমার মনে হইতেছে এই প্রকার চিন্তা করাই মিথ্যা। মৃত্যু ! মৃত্যুও কি মিথ্যা—নিশ্চয় সত্য, আমি মরিব। এ কথা মিথ্যা কি সত্য ? নিশ্চয় সত্য। মরিতে হইবে বলিয়া কি সংসার মিথ্যা—তাহা হইতেই পারে না। আমার সেই বাল্যকালের দেহ, মন এক্ষণে নাই, তাই বলিয়া কি আমার বাল্যকাল মিথ্যা ! নির্ব্বোধের মত চিন্তা করা উচিত নহে।

বর্ত্তমানে আমি বৃদ্ধ—ইহা কি মিথ্যা ? পরিবর্ত্তনটাকে একদল পণ্ডিত মিথ্যা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহা মিথ্যা বলেন, বাস্তবিক উহা সত্য—কেবল পরিবর্ত্তন। অদ্য আমার মন যে প্রকার রহিয়াছে কল্য হয় ত তাহা থাকিবে না, তাহা হইলে অদ্যকার চিন্তা কল্য কি মিথ্যা হইবে ?—আমি এতাদৃশ মূর্খ নহি। মিথ্যা—জগতে আদৌ নাই। সকলি সত্য—কেবল পরিবর্ত্তন প্রভাবে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। বেশ ! যদি পরিবর্ত্তনটি ধ্রুব সত্য হয়, তাহা হইলে পরিবর্ত্তনটিই বিশ্বসৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংসের প্রকৃত মূল। বেশ ! তাই যদি হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করি না কেন ? বর্ত্তমানে আমি যে নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছি এই নীতিটার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই সাধারণের নিকট আমার পূর্ব্ব আচরিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে কি ? নির্ব্বোধ লোকে পরিবর্ত্তনটাই বুঝিতে সক্ষম নহে ! পরিবর্ত্তনটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ !—বেশ ! আমি তাহাই করিব—আমার নীতি পরিবর্ত্তিত হইলেই তাহারা মুগ্ধের ন্যায় একবার চম্‌কিয়া দাঁড়াইবে, তৎপরে তাহারাই আমার দিকে গড়াইয়া পড়িবে—মূর্খ প্রকৃতিপুঞ্জ, নিয়ত এই প্রকারের রাজনীতির নিকট প্রতারিত হইতেছে। তাহা না হইলে কি

রাজ্যশাসন করা চলিত! মূর্খেরা দুদিন চীৎকার করে। যেমন একটি নীতির পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য একটা রাজনীতির পাকা চাল ধরা যাইবে অমনি সকলের চীৎকার থামিবে। নীতি-বিশারদগণ তাঁহাদের রাজনীতির চক্র ধীরে ধীরে ঘুরাইয়া আপন উদ্দেশ্য পথে পুনশ্চ নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করেন। মূর্খেরা তাহা আদৌ বুঝিতে পারে না। পরিবর্ত্তন! বড় চমৎকার শক্তি ধারণ করে—দেখি কি হয়।

আমার পরিচালিত রাজনৈতিক চক্রটির এমন একটি চিহ্নিত স্থান হইতে ঘুরাইব, যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ আমারই পরাভব হইল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। রাজনীতি প্রজাপুঞ্জের উপর কি করিয়া অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করে? তাহারা একতাহীন, রাজকৃপাভিখারী—রাজ অনুগ্রহকেই পরম পদার্থ বলিয়াই মনে করে। তাহারা মেষের পালের মত রাজনীতির গর্ত্তে পড়ে, আর আমাদের বধ্য হয়। বেশ! বেশ! মন্দ নয়। অবাধ্য হইলে একটির প্রাণ বিনিময়ে বাধ্যতা লাভ হয়। ক্ষনকাল জোরে টিপিয়া ছাড়িয়া দাও—প্রকৃতিপুঞ্জ শান্ত শিষ্ট হইবে। টিপুনী ছাড়িলে চলিবে না। কয়েক বৎসর হইতে ভীষণ কূট শাসনে প্রকৃতিপুঞ্জের মর্ম্মস্থল ক্ষুদ্রায়তন করিয়া দিয়াছি—দয়া, মায়া দেখাই নাই। কিঞ্চিৎ দয়া—কিঞ্চিৎ মায়া দেখাইয়া রাজনীতির পরিবর্ত্তনটা বাহ্যিক ভাবেই দেখাইব। প্রজা জাতিটা বড়ই দুষ্ট, বড়ই আব্দারে, বড়ই আদুরে,—সহস্র বন্ধনে বাঁধিয়া না রাখিতে পারিলে আস্তো রাজ্য রক্ষা করা চলে না। মূর্খেরা ঘন ঘন পরিবর্ত্তন চায়—এক বারও বুঝিতে পারে না—পরিবর্ত্তনেই তাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। বেশ! তোমরা পরিবর্ত্তন চাও, দিব।—নিশ্চয় কল্য হইতেই পাইবে—কিন্তু নির্ব্বোধ পশুগুলো বোঝো না, যে তোমাদের পুরাতন বন্ধনের উপর আর একটা নূতন বন্ধন যোগ করা হইল মাত্র। বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িলে ক্রমশই দৃঢ়তর হয়ে উঠে। প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্ধন

প্রজাশক্তির উপর কীদৃশ কার্য্যকরী হয়, তাহারও পরীক্ষা করিতে হয়—সফলতা সর্ব্বত্র সম্ভবে না। যদি বিফলই হয়, তত্রাচ সেই বিফলতা নূতন শিক্ষাদান করিয়া থাকে। কপটতা এবং পরিবর্ত্তন, জটীলতা এবং বন্ধন তোমরা ভালবাস।

মহারাজ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিয়া নিস্তব্ধ হইলেন—দূর ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

বৈকালিক রাজসভার অধিবেশন বিজ্ঞাপক দুন্দুভিসহ তূর্য্য নিনাদিত হইল। মহারাজের দিবা-শয়ন-কক্ষের অন্তরাল হইতে নিদ্রাভঙ্গ-সূচক রমণী-কণ্ঠ-নিসৃত সুললিত সঙ্গীতলহরী সমুত্থিত হইল। মহারাজ চিন্তান্বিত হৃদয়ে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। পরিচারিকাদ্বয় দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাম্বুলাধার হইতে তাম্বুল গ্রহণপূর্ব্বক চর্ব্বন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রথমা পরিচারিকা দ্বিতীয়টীর চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—তুই ভাই চন্দেলী, আর আমি ভাই বুড়ো রাজা—কেমন ?

২য়া পরি—না, আমি বুড়ো রাজা তুই ভাই চান্দেলী। তাম্বুলাধার হইতে তাম্বুল লইয়া প্রথমা পরিচারিকার মুখে প্রদান করিল। নৃত্য করিতে করিতে প্রথমা পরিচারিণী বলিল—বুড়োর সোহাগ আর ভাল লাগে না।

২য়া পরি—কে বুড়ো লো—আমি বুড়ো হতে যাব কেন? এমন রূপ কি বুড়োর হয়।

১মা পরি—তুই যে বুড়ো রাজা লা!

২য়া পরি—ওঃ বটে বটে—বলি প্রিয়ে চান্দেলি!

১মা পরি—কেন পোড়ার মুখ!

২য়া পরি—ও আবার কি—আমি যে রাজা লো।

১মা পরি—আমি যে চান্দেলী তাও কি মনে নাই ? আমি নিজেই রাজা নিজেই রাণী—রাজাকে কি মানি ? রাজা রুজি ত পোষা ভ্যাড়া !

উভয়ে হস্তধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে গাহিল—

আমি নিজেই রাজা নিজেই রাণী,
ভাতার শাসাতে, বশে রাখিতে,
ওঠাতে বসাতে, কাঁদাতে হাসাতে
তোমরা কেউ জাননা আমিই একলা জানি।
ভাতার, পোষা কুকুর আমার,
আমিই একলা মনিব তাহার,
কান টানিলে, লাথি মারিলে—ভেউ করেনা
কেবল আঁক্ড়ে ধরে (এই রাঙ্গা) চরণ দুখানি !

দ্বিতীয়া পরিচারিকা প্রথমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইতে লাগিল—প্রথমা বলিল—একি ?

দ্বিতীয়া—আমি যে লো তোর ভাতার ! বুড়ো রাজা—তোর পা চাট্‌ছি। প্রথমা বলিল—দেখ্‌বি ? সদাপে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া বলিল—কেমন লাথি ! ভূপতিতা দ্বিতীয়া পরিচারিকা—উর্দ্ধমুখে কেঁউ করিয়া উঠিল।—বেশ পোষ মেনেছে।

পট্ট-রাজমহিষীর প্রিয় সখী রত্নমালা মহারাজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পরিচারিকাদ্বয় হাস্য কৌতুকে নিমগ্না রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বেশ যাই হক্‌ ! তোদের কি রঙ্গরসের সময় অসময় নাই ? তিনি তো'দিগকে রাজা নিদ্রিত কি জাগরিত রহিয়াছেন, অবগতির জন্য প্রেরণ করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে অবস্থান

করিতেছেন, আর তোরা নৃত্য ও হাস্য কৌতুকে রত রহিয়াছিস? ছি! ছি! একটুও কি কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই। মাথার উপর দাউ দাউ ক'রে আগুন জল্‌ছে—আর তোরা নিশ্চিন্ত মনে নৃত্য করিতেছিস?

১মা পরি—কি করব দিদি—রাজান্তঃপুর হইতে পালাই পালাই হয়েছি। একটু জোরে নিশ্বাস ফেল্‌তে ভয় হয়—কি জানি ছোট রাণী যদি রাগ করেন!

২য়া পরি—তাঁর রাগ হ'লে ত আর রক্ষা নাই—এই দণ্ডে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হ'তে হবে।

রত্ন—তাই বুঝি তোরা আনন্দ করচ্চিস্?—যাক্, মহারাজ এখন কোথায় বল দেখি?

২য়া পরি—তিনি রাজসভা কি—দাসীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে শ্রীমতী চান্দেলী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—তোরা এখানে কি করিতেছিস্—রাজা কোথায়?

রত্ন—শুনিতেছি তিনি রাজসভায় গিয়েছেন।

চান্দেলা—ডেকে নিয়ে আয়!

১ মা পরি—রাজসভায় কি করিয়া যাইব।

চান্দেলী—চলে যা, সভায় গিয়ে বল্‌বি চান্দেলী ডাকুছে? যা, দেরি করিস্ নি।

২য়া পরি—তাইত রাজসভা যে গা!

চান্দেলী—যা বল্‌ছি! নতুবা এখনি লাথি মেরে দূর করে দিব।

পরিচারিকাদ্বয় দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ রত্নমালা কক্ষ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিবামাত্র চান্দেলী রুক্ষস্বরে তাহাকে বলিলেন—রত্নমালা, কোথা যাও—শোন! রত্নমালা চান্দেলীকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইবামাত্র চান্দেলী বিদ্রূপ স্বরে বলিলেন—প্রণাম করিতে

এতক্ষণে বুঝি মনে পড়িল! তা বেশ! আমি কাহার প্রণামের জন্য আকাজ্ক্ষা রাখি না। তোমার রাণীমা কোথায়?

রত্নমালা—তাঁহার কক্ষের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া আছেন।

চান্দেলী—তিনি গৌড়েশ্বরের শ্রেষ্ঠা মহিষী—বসিয়া নয়—শয়নে নয়—দাঁড়িয়ে কেন?—থাকুন! তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি করুন—যাহাতে তাঁর সুখ হয় তাই করুন—তুমি এখানে কেন?

রত্নমালা—মহারাজ নিদ্রিত কি জাগরিত, তাই জানিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

চান্দেলী—তাঁকে বলগে, চান্দেলী—সেই ডোম্‌ণী—বলে দিলে—রাজা নিদ্রিত, রাজার চেতন আমি হরণ করেছি—রাজা আর জাগরিত হইবে না। রাজা! রাজা!—আরও রাজা আছে!—রাজা যদি থাকে তবে সে আমার আছে—তাঁর কি? দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক—ঐ দেখ—তাঁর রাজা, চান্দেলীর রূপমদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া চান্দেলীর পদসেবা করিতে আসিতেছে—তাঁকে বলগে রাজা চান্দেলীর নিকট আছে। চলে যাও দেরি কর না—'এই পথে যাও'—বলিয়া কক্ষের পশ্চাৎভাগস্থ দ্বার দেখাইলেন। রত্নমালা মস্তক অবনত পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মহারাজ বল্লাল কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চান্দেলী দ্রুতপদে মহারাজের সন্নি-কটে উপস্থিত হইয়া, রত্নাভরণভূষিত শ্বেতবর্ণ ভুজলতা দ্বারা মহারাজের কণ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক অধরে চুম্বন করিলেন।

বল্লাল—চান্দেলি! চান্দেলি!

চান্দেলী বল্লালকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—এই যে আপনার চান্দেলী—আপনাকে দেখিতে না পাইয়া চাতকিনীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ!—চান্দেলী পুনশ্চ রাজার অধরে চুম্বন করিলেন—আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় শীতল হইল।

বল্লাল—আমাকে রাজসভায় শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে কি ?

চান্দেলী—বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কি অসময়ে ডাকিয়াছি। যথেষ্ট প্রয়োজন আছে !

বল্লাল—আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিব না—প্রয়োজনটি কি শুনিতে পাই না ?

চান্দেলী—এই, আমার নিকটে উপবেশন করিয়া আমাকে দু চারিটি ভালবাসার কথা শুনাবেন; আর আমি আপনার পক্বকেশ উৎপাটন করিব।

বল্লাল—এই সামান্য কার্য্যের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ করিয়া অন্তঃপুরে আবদ্ধ রহিব !

চান্দেলী—এটি বুঝি সামান্য কার্য্য হ'ল !—তবে যান, আমাকে কি ভালবাসেন ? রাজসভাই আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ল ! বেশ ! হউক !

বল্লাল—না, না, চান্দেলি ! এই আমি উপবেশন করিলাম, এস নিকটে বস। চান্দেলী মহারাজকে দক্ষিণে রাখিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মস্তকের পক্বকেশ উৎপাটন করিতে করিতে বলিলেন—এত কম বয়সে এত চুল পাকিল কেন ?

বল্লাল চান্দেলীর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার চিবুক ধারণান্তর বলিলেন—চান্দেলী—তুমি অপ্সরী ! তোমার অনিন্দ-সুন্দর রূপের নিকট বিশ্বসংসার তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় !—তোমার রূপে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিদ্যমান—এ বিশ্ববিমোহিনী রূপের তুলনা একমাত্র তোমাতেই দেখিতেছি। অসম্ভব রূপ—অপরূপ রূপ !" চান্দেলী মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন—আপনার সোহাগ ও বিলাস-কৌতুককলা চরিতার্থের জন্যই আমার রূপমাধুর্য্য আপনার নিকট পরম সুন্দর বোধ হইতেছে ! আমি ত আপনার ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। আমার একান্ত

ইচ্ছা আপনার সহিত প্রমোদোত্থানে আনন্দ বিহারে অন্ধকার নিশা অতিবাহিত করি। মহারাজ! আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে? মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন। চান্দেলী নিজ ভুজলতা দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে প্রমোদোত্থানাভিমুখে গমন করিলেন।

গৈরিক বসনা হাস্যমুখী বরুণা জবাকুসুম হস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল গরীমাময়ী—চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল অথচ স্থির, পূর্ণ যৌবন শ্রী-সম্পদে দেহ পরিপূর্ণ—ভালে সিন্দুরের স্থূল ফোঁটা ধক্ ধক্ করিয়া যেন জ্বলিতেছে। বরুণা স্বর্গীয় প্রতিমা—অলঙ্কারহীনা অথচ সালঙ্কারাপেক্ষা অনিন্দ শোভায় সজ্জিতা। বরুণা চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন—দম্ভ, গর্ব্ব, প্রতিহিংসা, আত্মসুখ যাহার হৃদয় অধিকার করে—এই বিশ্বটাকে সে তৃণাপেক্ষা লঘু মনে করে! দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণে দুর্জ্জয় পিপাসার মরুজ্বালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়—সে সর্ব্বদা মরীচিকার ন্যায় একটা মিথ্যা সুন্দর বস্তুর অনুবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুর অন্ধকার গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। মা জগজ্জননী চণ্ডীকে! তোমার মায়া অতি সুন্দর অতি অপূর্ব্ব! অতি কোমল! অতি ভীষণ! তোমার মায়ার রীতি কি স্বতন্ত্র মা! সকলি কি তোমার মায়ার নিকট পরাভূত? যাই হউক মা! তুমিই ধন্যা! তুমিই বরেন্যা! আমার নিজের স্বার্থ নাই—ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা নাই—আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষা নাই—দেশের কার্য্য—মাতার আদেশ—অনন্ত কর্ম্মসমুদ্রের অনুকূল স্রোতে ভাসিয়াছি—কূল পাইবার প্রত্যাশা রাখি না—অকূল আমার কূল—ভগবান বাসুদেব আমার পথ প্রদর্শক। চলিয়াছি—অতি দূরে—অতি দূরে—আরও দূরে চলিয়াছি! কার্য্যের শেষ নাই—কর্ম্মের সমাপ্তি নাই—বিশ্রামের অবসর নাই।

গুরুদেব বলেছেন—ত্যাগ ও সেবা ব্যতীত কোন ধর্ম্ম-কার্য্য মহৎ

নহে। জগৎ মাতার সেবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করি—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়া গুরুদেব বলেছিলেন—মা, ক্ষমা নামক কণ্ঠহার তোমার কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম—সর্ব্বদা যত্নে রাখিও। আমার গুরুদত্ত কণ্ঠহার যাহাতে অযত্নে মলীন না হয় তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টিত আছি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—গুরুদেব! আমি স্ত্রীজাতি। ব্রত নিয়ম কি কিছু করিব? তিনি হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—পাগলী মেয়ে আমার! ত্যাগ ও সেবা দ্বারা পরোপকার ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে—সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এই ব্রত। যে নারী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বাসুদেবের অতি প্রিয় হন—তাঁহার হৃদয় ভগবানের প্রিয় বাসস্থান।

ভগবানের প্রিয় হইতে হইবে—কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্রদেশবাসীর বা সমগ্র ধরণীর জনগণের প্রিয় হইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিবে না, অথচ বিশ্বের সেবা করিব ইহা অসম্ভব! অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই মঙ্গল দৃষ্ট হয়। হয় ত কাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে কিন্তু সেই আঘাতের পরই নির্ম্মল সুখ সম্পদ তাহাকে পূর্ব্ব আঘাতের স্মৃতি মুছাইয়া দিবে। আমার কার্য্যের মধ্য দিয়া হয়ত কাহার গর্ব্ব, হিংসা, প্রভুত্ব দপ্ দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিবে—সেই ভীষণ উত্তাপে কাহার দেহের সামান্য স্থান হয়ত দগ্ধ হইবে—কিন্তু ভবিষ্যৎ সর্ব্বজনীন মঙ্গল প্রলেপের দ্বারা তাহার ক্ষতস্থান নিরাময় হইয়া, অপার অফুরন্ত অম্লান সুখ শান্তি প্রদান করিবে। স্বদেশ প্রেমিকের ত্যাগ ও সেবার অনিন্দ সুন্দর ফল সর্ব্বসাধারণের রসনায় সমান ভাবে তৃপ্তি বিধান করে না। কাহার কাহার রসনায় তীব্রকটু ও তিক্ত বোধ হইলেও সর্ব্বত্র অমৃত বলিয়াই আদৃত হইবে। এই চান্দেলীর বাসনা অতৃপ্তির মধ্যে অশান্তির মধ্যেও তৃপ্তিলাভ করিতেছে—ত্যাগ ও সেবার ফলে যুবরাজ লক্ষ্মণের হৃদয়ে দারুণ দাবদাহ বিস্তারিত হইয়াছে। উহাই আবার

ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা করিয়াছে—রাষ্ট্রমধ্যে ঘোর অশান্তির তীব্র কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। দুদিন পরেই এই অশান্তির আবরণ ঢাকা রাষ্ট্রীয় সর্ব্বজনীন শান্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইবে—বর্ত্তমান আশান্তির কোলাহল শান্তির উৎসবে পরিণত হইবে। এই হস্তস্থিত বিকশিত জবাকুসুম কীদৃশ সুকোমল সুখ-স্পর্শ অথচ কি ভীষণ দর্শন—মানব প্রকৃতি জবার ন্যায় কোমল সুখস্পর্শ অথচ ভীষণ-দর্শন না হইলে মানব জাতির মঙ্গল কোথায়? জননি! স্নেহময়ী মা! তুমি এই জবাকে প্রকাশ করিয়াছ, আমাকেও জন্ম দিয়াছ।

আকাশের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া বরুণা বলিলেন—বল্লালের কৌশল ত্যাগী সেবাধর্ম্মের আদর্শ, আমার গুরু শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ ভট্টের নীতির নিকট, একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে গৌড়রাষ্ট্র নিরাময় হইয়াছে। লক্ষ্মণ, তুমি গুরুর কৃপায় গৌড় রাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আসিতেছ! সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ—বেশ! বেশ! রাষ্ট্রীয় অশান্তি দূরে অতিদূরে পলাইতেছে! ঐ দেখ, স্বদেশবাসী প্রগাঢ় অন্ধকারের আবরণ হইতে চির মুক্ত হইতেছে। চির উজ্জ্বল স্বাধীনতার মূর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইতেছে। পূর্ণগ্রাসের পর ঐ যে চন্দ্রদেবের একাংশ মুক্ত হইতেছে—অচিরে গৌড়-রাজ্য পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। চান্দেলি! তোমার ভাগ্যাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তুমি ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া, ত্যাগ-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হও—প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া সেবিকা হও—স্বদেশ-সেবারূপ মধুর পথের পথিক হও। লক্ষ্মণ নির্ব্বাসনের অদ্য দুই বৎসর পূর্ণ হইল। কল্য গৌড়রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। চান্দেলীর কঠোর শাসন হইতে রাজান্তঃপুর মুক্তিলাভ করিবে। আমার জ্ঞানলাভের পর হইতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে এক

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিবিধ কর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছে! ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার! যে স্থানে কতিপয় কর্ম্মফল একত্রিত হয়, তথায় এক অভিনব কর্ত্তব্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে। এক স্থানের সুবৃষ্টি অন্য স্থানে বন্যা উৎপাদন করে। এক দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব—অন্য দেশের বাণিজ্য বিস্তারের সাহায্য করে। এক রাষ্ট্রের পতনে তৎসম্পর্কহীন অন্য রাষ্ট্রের নব জাগরণ উপস্থিত করে। ফলে অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই মঙ্গল উদ্ভূত হয়। গৌড়রাজ্যের অশান্তি—মগধের রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও আরাকাণের নব জাগরণ সূচিত করিতেছে। উৎকল, শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত হইয়াছে। আর সুদূর পশ্চিম হইতে এক দল রাজ্যহীন, অর্থহীন যৌধেয় জাতীয় দলপুষ্ট হইয়া ভারতের বক্ষে বিজয় পতাকা প্রোথিত করিতেছে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তীব্র লোলুপ দৃষ্টিতে এই সুবর্ণপুরীর প্রতি, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা গৌড়রাষ্ট্রের প্রতি আপতিত হইতে আসিয়াছে। ঘটনাবলীর বিচিত্র ভাবময় দুর্নিরীক্ষ্য গতি কখন কোথায় কীদৃশ ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে কে বলিবে? ভবিষ্যৎ তুমিও সম্ভবতঃ অবগত নহ। স্বদেশ! মাতৃভূমি! এই মধুময় বাণী চিরকাল সকলের কণ্ঠে—স্বাধীনতার ধ্বনিসহ—সমুত্থিত হইতেই পারে না!—এই স্থানেই অসম্ভব বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে।

জাতীয় পতন, উত্থান, জাগরণ চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে। যে জাতি দীর্ঘ জাগরণের পর সুদীর্ঘ পতনে মূর্চ্ছিত মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সে জাতির দেহেও আবার স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া নিয়ত সৃষ্টি, নিয়ত বিনাশ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। স্থিতির কালটা সুখদ ও দ্রষ্টব্য হইলেও সৃষ্টি ও প্রলয় উপেক্ষণীয় নহে। জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুদয় হইবে, স্থিতি হইবে পুনশ্চ বিনাশ বা লয় হইবে। গৌড়, তুমি সবল হও! উঠ! জাগরিত

হইয়া সৃষ্টি স্থিতির কার্য্য দেখাইয়া, সুদূর ভবিষ্যতে অনন্তের গাত্রে বিনীল হও। অবসাদ তোমার শরীর হইতে দূর হউক! ব্রাহ্মণের সঞ্জীবনী মন্ত্রে তুমি নবজীবন লাভ কর। কর্ম্মী, কর্ম্মকর। তোমার কর্ম্মফলের জন্য তুমি দুঃখ বা সুখবোধ করিও না—ভগবান বাসুদেবের চরণে তোমার কর্ম্মফল চিরতরে উৎসর্গ কর। তুমি উদ্বেগহীন ও সুস্থ হও। মনে রাখিও তুমি ব্রাহ্মণের হোমানলোদ্ভূত মূর্ত্তিমান সনাতন ধর্ম্মের উপাসক—তুমি ত্যাগী, তুমি সেবক, তুমি কর্ম্মবীর!

পট্টরাজমহিষী লক্ষ্মণজননী ধীরপদবিক্ষেপে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসে বরুণাদেবীকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন—মা, আপনার হতভাগিণী কন্যার কি হইবে? কৃপাময়ি! লক্ষ্মণকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইব না মা? সাক্ষাৎ ভবানী-রূপিণী বরুণা, রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত হস্তদ্বয় দ্বারা পট্টরাণীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন এবং তাঁহার নয়নাশ্রু নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া আপন বক্ষে ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ জননী বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বরুণা স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিলেন—অবোধ কন্যা আমার। পাগলিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিও না! চিন্তা কি মা! ভগবান শঙ্কর তোমার মঙ্গল করিবেন। স্বদেশপ্রেমিক প্রজাবৎসল লক্ষ্মণের অমঙ্গল চিন্তা করিয়া বৃথা উদ্বিগ্ন হইও না—মাতৃভক্ত সন্তানের অমঙ্গল অসম্ভব। মা, তোমার লক্ষ্মণ আবার তোমার চরণবন্দনা করিবে—শান্ত হও—ব্যাকুলিতা হইও না। যুবরাজ লক্ষ্মণ শীঘ্র আসিবেন। আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যা,নৈষ্ঠিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পত্নী, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। লক্ষ্মণজননী যুক্তকরে বলিলেন—মা শক্তিরূপিণী সতী সাবিত্রী! ব্রাহ্মণ গুরু—ব্রাহ্মণ দেবতা—আমি ব্রাহ্মণ পদে কোটী কোটী প্রণাম করি।

বরুণা।—আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে তোমার লক্ষ্মণের কল্যাণার্থ নিয়ত আশীর্বচন উচ্চারিত হইয়া থাকে—তিনি বলিয়াছেন লক্ষ্মণ দীর্ঘ কাল ব্যাপী গৌড়রাজ্য শাসন করিবে। গুরুবাক্য মিথ্যা হইবার নহে। লক্ষ্মণজননী গুরুদেব উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন—সাক্ষাৎ শঙ্করদেব সদৃশ শ্রীমান অনিরুদ্ধ ভট্টের শ্রীমুখের উক্তি কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ভগবান সদাশিব লক্ষ্মণের মঙ্গল করুন। গুরু কৃপায় লক্ষ্মণ সর্ব্ব বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। তৎপরে বরুণার বদন মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া বলিলেন—মা! লক্ষ্মণ এক্ষণে কোথায় আছে? বরুণা রাজমহিষীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—বৎসে! বরেন্দ্রপতি মহানুভব রাজভক্ত কর্কোটক নাগের ভবনে পরম সুখে অবস্থান করিতেছেন। সে অতি পবিত্র স্থান, তথায় তিনি রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র উত্তর বরেন্দ্র শাসন করিতেছেন। রাজ-মহিষী পুলকিত হৃদয়ে বলিলেন—মহারাজের নিকট শুনিয়াছি, কর্কোটক নাগ মহারাজের শত্রুদলের নেতা এবং গৌড়রাষ্ট্রে রাজবিদ্রোহী দলের পুষ্টিসাধন করিয়া মহারাজের রাজশক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টিত আছেন। কি জানি মা, যদি আমার লক্ষ্মণকে বিষ প্রয়োগে গোপনে হত্যা করে!

বরুণা—অসম্ভব চিন্তা! কর্কোটকনাগ পরম সাধু, তিনি আত্ম সুখের জন্য রাজ্যশাসন করেন না, প্রজাপুঞ্জের সুখ শান্তি বিধানে তিনি নিয়ত তৎ-পর। তিনি ত্যাগী, মাতৃ ভূমির একনিষ্ঠ সেবক—সনাতন আর্য্যধর্ম্ম, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম তাঁহার নিকট সমান পূজ্য! তিনি সকল ধর্ম্ম সমন্বয় দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টিসাধনে নিয়ত তৎপর। ত্যাগ ও সেবা তাঁহার কর্ম্মের বন্ধন। একতা দ্বারা তিনি মাতৃভক্ত সন্তানগণকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছেন—গৌড়রাজ্য তাঁহার শাসনে শান্তিলাভ করিতেছে। বর্ত্ত-

মানে তিনি যুবরাজ লক্ষ্মণের মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন। সাধু প্রজা প্রিয় কর্কোটকনাগ কর্ত্তৃক আপনার পুত্রের অমঙ্গল হইবে না। অদ্য দুই বৎসর পূর্ণ হইবে—এই দীর্ঘকাল লক্ষ্মণ তাঁহারই সাহায্যে যশোলাভ করিয়াছেন। সমগ্র গৌড়, বঙ্গ, উৎকল লক্ষ্মণের যশোগান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মণের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছেন। বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণ নিরুদ্বেগে বৈদিক অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতেছেন। অগ্নি সম্মুখে লক্ষণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। শঙ্কর-ভক্ত লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণের নীতি বলে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। চিন্তা কি মা! নাগরাজ আপনার পুত্রের পরম বন্ধু, লক্ষ্মণের রক্ষক, সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাপক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

লক্ষ্মণ-জননী কুণ্ঠিত হৃদয়ে বলিলেন—সতি! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে না? বরুণা বলিলেন।—কিসের প্রায়-শ্চিত্ত মা!

লক্ষ্মণ-জননী—আমি বহুবার কর্কোটকনাগের অমঙ্গল চিন্তা করিয়াছি, তাঁহাকে বহুবার অভিশাপ দিয়াছি—আমার অন্যায় হইয়াছে।

বরুণা—পুত্রস্নেহে আপনার কোমল হৃদয় অতি তরল হইয়া গিয়াছে। পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতা বিশ্বসংসার ত্যাগ করিতে পারেন। পুণ্য ত্যাগ করিয়া পাপ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিতা হন না। ইহা স্বাভাবিক। তজ্জন্য চিন্তা কি মা! যে হৃদয়ে নাগরাজের অমঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, সেই হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করুন। যে মুখে আপনি নাগরাজকে অভিশাপ দিয়াছেন—সেই মুখে নিয়ত আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করুন। তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ত্যাগ ও সেবা দ্বারা বিশ্বজননীর মূর্ত্তি ধারণ করুন। মঙ্গলময় শঙ্করের ইচ্ছায় আপনার মঙ্গল হইবে, বাসুদেবে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া উদ্বেগ-বিহীনা হউন। এস মা, সন্ধ্যা হইয়াছে—

রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার আরাত্রিক কার্য্য দর্শন করিগে—বরুণা রাজ-মহিষীর হস্তধারণ পূর্ব্বক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

দেবী মন্দির হইতে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইয়া বীণার ঝঙ্কার ও মৃদঙ্গসহ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উর্দ্ধে সুনীল তারকা মণ্ডিত গগনে
সুশ্যাম শ্যামলা ধরণী চরণে।
বিশ্বমন্দির ব্যাপিয়া বসেছেন মা ঐ সাজিয়া,
কোটী কোটী ভক্ত-হৃদয়-আসনে
(আজি) বসেছেন দেবী ঐ যোগ সাধনে।

* * * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চান্দেলীর অজ্ঞাতবাস

তামসী রজনীর দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতীত হইয়াছে। নগরের কোলাহল ছিন্নতার বীণার ন্যায় নীরব হইয়াছে। নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্কে পূর্ণ হইয়াছে। প্রকৃতিসুন্দরী আজ অসামান্যা রূপমাধুর্য্যে পূর্ণা। খগোলকের একান্তে ক্ষীণকলা শশাঙ্ক, শ্যামামায়ের লোল জিহ্বার ন্যায় বিশ্ব লেহনের স্মৃতি জাগরিত করিতেছে। অনন্তকালরূপী রুদ্রের বক্ষে শক্তি মায়ের তাণ্ডব নৃত্যের পূর্ণ অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

শিবাগণ নিশাদেবীর প্রহরী স্বরূপে মধ্যে মধ্যে সমবেত চীৎকার ধ্বনি করিতেছে। রাজপ্রহরীগণ প্রহরার স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তন্দ্রাঘোরে নয়নদ্বয় মুদিত করিয়া শিরসঞ্চালন করিতেছে। গৌড় রাজপুরীর প্রমোদোত্থানস্থ গুপ্ত বহির্দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক বস্ত্রাবৃত শিবিকা স্কন্ধে বাহকগণ নীরবে আম্রকাননের মধ্যস্থ নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অন্য একটি মুক্তদ্বারবিশিষ্ট শিবিকা রাজপুরীর প্রধান দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক শব্দায়মান বাহকগণের স্কন্ধে আন্দোলিত হইতে হইতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রহরাকার্য্যে নিযুক্ত জনৈক চৌরদ্ধরণিক দোঃসাধিককে বলিলেন—ছোটরাণী চান্দেলী পীড়িতা, রাজ বৈদ্য চক্রপানি দত্ত বলিয়া গেলেন, চান্দেলীর মৃত্যুকাল সমুপস্থিত প্রায়, ঔষধ প্রয়োগে আর ফললাভের আশা নাই। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে প্রহরীদ্বয় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরাভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থিত হইলেন।

গৌড়নগরের দক্ষিণস্থ লৌহতোরণ দ্বার অতি সতর্কতা সহকারে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। বস্ত্রাবৃত শিবিকসহ বাহকগণ নিঃশব্দে সিংহদ্বার অতিক্রম করিবামাত্র লৌহ কপাট ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইল। দক্ষিণ মশানস্থ চামুণ্ডা-মন্দিরের গুপ্ত দ্বার দিয়া শিবিকাসহ বাহকগণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

পূর্ব্বগগনে ঊষারাণী দেহজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সবেমাত্র আপন শুভাগমন বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। শীকরব দ্বারা বনভূমি মৃদুল কম্পিত হইতেছে। এখন ঊষার স্নিগ্ধ শিশিরশিক্ত ললাটে সিন্দুরবিন্দুবৎ সুখতারা শোভিত রহিয়াছে। ধীর মলয় সমীরণ পুষ্পিত-লতা বিজড়িত চারু পাদপশির আন্দোলিত করিয়া যেন চামর ব্যজন করিতেছে। হাস্তমুখী প্রকৃতি সুন্দরী ঊষার সাহায্যে ধরণীর ধূসরবাস ধীরে ধীরে অপসারিত

করিতেছেন। ধরিত্রী মাতা সন্তানগণের পুষ্টিবিধানের জন্য আপন অমৃত-স্রাবী স্তন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন। ভাগীরথী নীরোপরি ক্ষীণ তরঙ্গ-ধ্বনি সুস্পষ্ট শ্রবণ গোচর হইতেছে। বিহঙ্গমকুল শাখা ত্যাগ না করিয়াই মধুর জাগরণ গীত গাহিতেছে। তন্দ্রাভার-ক্লান্ত আরক্তিম নেত্র, হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে যুবকগণ যুবতীর পার্শ্ব ত্যাগ করিতেছে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ কমণ্ডলু হস্তে গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিতেছেন। কর্ম্মীগণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। এমত সময়ে গঙ্গাতীরস্থ রাজ-মহা-শশ্মানের পাদকরাজির অন্তরাল দিয়া কুণ্ডলিত চিতাধূম উর্দ্ধে সমুত্থিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। দগ্ধ চন্দন কাষ্ঠ ও গব্য ঘৃতের সৌরভে ভাগীরথী পুলিন সৌরভময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চিতাগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত হইল। মহারাজ বল্লাল সেন দেব গঙ্গাস্নানান্তে রক্ষিগণ পরিবৃত হইয়া শিবিকারোহণে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রাজপুরী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

চান্দেলীর মৃত্যু হইয়াছে—ঐ চান্দেলীর সুবর্ণকান্তি শ্মশানস্থ চিতাগ্নি মধ্যে ভষ্মীভূত হইতেছে। এমন সুন্দর রূপ যে রূপের মোহে বৃদ্ধ মহারাজ স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র মধ্যে অপযশের পসরা মস্তকে ধারণ করিয়াছেন—ঐ দেখ সেই চান্দেলীর প্রাণহীন দেহ দগ্ধ হইতেছে। ঐ চান্দেলীই রাজরাণীগণকে পদতলে দলিত করিয়া, আপন প্রভুত্ব বিস্তার দ্বারা রাজপুরী কম্পিত করিয়া সমগ্র গৌড়রাষ্ট্রের উপর আপন একাধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অদ্য সেই মদমত্তা চান্দেলী সংসার হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

সিন্দূর-লিপ্ত গোলক পূর্ব্বগগনে উদিত হইল। 'সুপ্রভাত, সুপ্রভাত' রবে জনগণ শয্যাত্যাগ করিতেছে। অরুণরাগে দেবালয়-শিখরস্থ সুবর্ণ কলসনিচয় ঝিক্ মিক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। উন্নত প্রাসাদ-শিখরের

একদেশ তরুণ অরুণ কিরণে মণ্ডিত সুন্দর শ্রী ধারণ করিল। নগরে রাষ্ট্র হইয়াছে—চান্দেলীর মৃত্যু হইয়াছে। শশ্মানে সেই শবদেহ দগ্ধ হইতেছে।

নগরবাসী বহুনরনারী চান্দেলীর প্রজ্বলিত চিতাগ্নি দর্শনার্থ দলে দলে শশ্মানোদ্দেশে গমন করিতেছে। চান্দেলীর দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। চিতা মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। শবদাহকারীগণ "শিব শঙ্কর উমা মহেশ্বর" নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিতে করিতে কলসীপূর্ণ গঙ্গাজল দ্বারা চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতেছেন।

অকস্মাৎ চান্দেলীর মৃত্যু সংবাদে নগরবাসীগণ নানা প্রকার সদসৎ কথার আলোচনা করিতেছে। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত নাগরীকগণের বিশ্বাস যে চান্দেলীকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে চান্দেলী আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে চান্দেলীর মৃত্যু সংবাদে সাধারণের মনে ভীষণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। রাজান্তঃপুর-বাসিনী রমণীগণ চান্দেলীর মৃত্যু সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছেন। সন্ধ্যার পরও চান্দেলী সুস্থা ছিলেন। কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্থা হইবার সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হয় নাই। চান্দেলীর সখী ও পরিচারিণীগণ চান্দেলীর প্রাসাদে দৃষ্ট হইতেছে না। চান্দেলীর বাস-ভবন, প্রমোদাগর, প্রমোদো-দ্যান জনহীন ও নিস্তব্ধ রহিয়াছে। যেন কোন যাদুমন্ত্রে সখীগণ ও পরিচারিণীগণসহ চান্দেলী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। রাজান্তঃপুরবাসীরা এই প্রকার আকস্মিক ব্যাপারে ভীত হইয়াছেন। চান্দেলীর বাস-ভবনের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

মহারাজ বল্লালসেন দেব শীঘ্র নবদ্বীপ নগরে গমন করিবেন প্রচারিত হইয়াছে। তিনি চান্দেলীর আকস্মিক বিয়োগে যৎপরনাস্তি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। চান্দেলীর বাস-ভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তিনি

একেবারেই অক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার মন চান্দেলী বিহনে অস্থির হইয়াছে। তিনি কিছুদিনের জন্য গৌড়নগর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের প্রাসাদে অবস্থান করিবেন ও শিবারাধনায় নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রীগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে বরেন্দ্রপতি কর্কোটকনাগের আলয় হইতে গৌড়নগরে আনয়ন পূর্ব্বক গৌড় সিংহাসন প্রদান করিবেন। মহেশমাঝির যন্ত্রযুক্ত দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক জনৈক মন্ত্রী কর্কোটক নাগের নগরে গমন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শ্রীমান লক্ষ্মণ অদ্য প্রত্যাগমন করিবেন। নাগরিকগণ এই প্রকার রাজ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের হেতু অবগত হইতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। যুবরাজ লক্ষ্মণের আগমন সংবাদে নগরবাসী সকলেই উৎফুল্ল হইয়াছেন। চান্দেলীর মৃত্যুতে দেশের কল্যাণ হইয়াছে মনে করিয়া, জনগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। নগরের প্রধান রাজমার্গে দাঁড়াইয়া জনৈক পাগল ভিক্ষুক গান গাহিতেছে—আর হস্তস্থিত একতারা বাজাইতেছে—

পাগলা গান ধরিল—

চান্দেলী মল ভালই হল, হাড় জুড়াল এত কালে।
বল্লালের ছুট্‌ল নেশা প্রেম পিপাসা,
(দেখ ভাই)—ফোগ্‌লা দাঁতে আর পাকা চুলে !
শ্যামা মা তোর, ঘোর চাহনি, দাঁত কটমটানি
(কেবল) শিবের বুকে নাচন কালে,
আমি তোর্ পাগলা ছেলে, খেলায় ভুলে
ডাকি নাই একটী বারও মা মা বলে।
নেনা মা কোলে তুলে, রইবনা আর গো ভুলে
পারবি না থাক্‌তে বসে, ছেলেটী তোর কেঁদে মলে।

গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—নেমে আয়! নেমে আয়! চট্ করে নেমে আয়! হাতের খাঁড়াটা শান দিয়েছিস্? দেশের ভূতগুলোকে ডেকেছিস্?—হা! হা! হা! করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। তৎপরে একতারাটি দুই হাতে ধরিয়া ছাগ বলী-দানের ন্যায় শূন্যে বারংবার আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল—কচাকচ্—কচ্ কচ্—দে বলি—নেমে আয়—দে বলি—অসুর দলনী শ্যামা মা, রণে মেতেছে—ভূতগুলোর সব ঘুম ভেঙ্গেছে—দক্ষযজ্ঞ! ভেঙ্গে ফ্যাল—জ্বেলে দে! ঘোর শ্মশানে চিতার আগুন! অসুর! পুড়ে মরুগ্—কচ্ কচাকচ্—দে বলি।

পাগল নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিল—

শ্যামা মা তোর ভূতের দলে, হুড়াহুড়ী লেগেছে,
ডাকিনী যোগিনী গুলা, রণরঙ্গে মেতেছে।
বিকট দশনা শ্যামা অট্ট অট্ট হাসিছে,
অসুরের কেশে ধরি হুংকারেতে নাশিছে।
শোনিত তরঙ্গে মাগো বসুধা যে ভাসিছে।
আনন্দে পিশাচ গুলা গায়ে রক্ত মাখিছে।

পাগল গান গাহিতে গাহিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

* * * * * *

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

দেশের মুখ চাহিয়া, মহারাজ বল্লালসেন দেব চান্দেলীকে গোপনে চামুণ্ডা-মন্দিরে বন্দিনী করিলেন। চান্দেলী এই স্থানে নির্জ্জনবাস উপভোগ করিবেন। শ্রীমান সিংহগিরি ও শ্রীমতী বিশালাক্ষী চান্দেলীর তত্ত্বাবধান করিবেন। চান্দেলীকে একাকিনী অবস্থান করিতে হইবে। কিছুদিন চান্দেলী তাঁহার অবস্থান্তরের রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। যখন অবগত হইলেন যে, মহারাজ বল্লাল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; তখন তিনি অপূর্ব্ব রূপের মোহে সিংহগিরির জনৈক প্রধান শিষ্যকে মুগ্ধ করিলেন। বৌদ্ধশ্রমণ চান্দেলীর রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়েন। তাঁহার সাহায্যে চান্দেলী শ্রীমান সিংহগিরি ও শ্রীমতী বিশালাক্ষীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

প্রধান মঠাধ্যক্ষের মৃত্যুর পর, সিংহগিরির প্রধান শিষ্য গৌড়মণ্ডলের প্রধান ভিক্ষুর পদ অধিকার করেন। চান্দেলী আত্মগোপনপূর্ব্বক পৃথক নাম গ্রহণ করিয়া বিশালাক্ষীর আসনে উপবিষ্টা হন। চান্দেলীর চক্রান্তে ও কৌশলে গৌড়মণ্ডলের সমগ্র বৌদ্ধসমাজ তাঁহার পদানত হইয়া পড়ে।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলবাসী বৌদ্ধগণের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করেন। সমগ্র বৌদ্ধসমাজ ভীষণ ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। দেশের মধ্যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে। এই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের ঘাত প্রতিঘাতে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বিচলিত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধসমাজের ইচ্ছা গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধ-রাজা হন। ব্রাহ্মণগণের বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্-

রিত হইয়া বৈদিকধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। ছদ্মবেশিনী চান্দেলী গৌড়েশ্বরী হইবেন এবং প্রধান ভিক্ষু গৌড়েশ্বর হইবেন এই ইচ্ছায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। এই ষড়যন্ত্র সমগ্র গৌড়মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ দ্বন্দ্বের ফলে গৌড়মণ্ডলে মোস্‌লেম পতাকা উড্ডীন হয়। শ্রীমতী চান্দেলী এই ঘটনার মূল স্থানের অধিকারিণী ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে চান্দেলী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ও দেশের পূর্ণ পতনের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

বিশ্ব-শক্তি

অন্যুন ৩৫০ পৃষ্ঠা ডবলক্রাউন ১৬ পেজী মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

'গৃহস্থে' প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবন্ধাবলী হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। ইহাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, চিত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালার প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন:—

"'গৃহস্থ' আমাদের এ সময়ে যে সকল কথা সমাজে প্রয়োজনীয় সেই সকল কথারই আলোচনা করিতেছেন। আর আলোচনার পন্থাও অতি নূতন ধরণের। তাহাতে কাব্যাংশ প্রায়ই থাকে না,—আসল কথা কখন সংক্ষেপে কখন বিস্তারিত ভাবে থাকে। সকল বিষয়েই আত্মদৃষ্টি ফুটাইবার বিশেষ চেষ্টা আছে।"

এই আলোচনাগুলি সম্বন্ধে Amrita Bazar Patrika বলেন—

"These portions alone are simply worth their weight in gold and their perusal will mean a rich education for young Bengal."

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী

ডবল ক্রাউন য়্যান্টিক কাগজ ১৫০ পৃষ্ঠা মূল্য ॥৵০

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলেন—

"'গৃহস্থ' পত্রে 'রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধ-লেখক যিনিই হউন, তিনি অতি সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ-য়ুরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, কিন্তু যিনিই বিশেষ মনোযোগ সহকারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা কোন্ উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে। লেখক সে কথাটি অতি বিশদভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।"

এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ "কলেজিয়ান পত্রিকার" সম্পাদকীয় অংশে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিক্ষা ও সমালোচনা বিষয়ক পত্র THE ACADEMY এ সম্বন্ধে বলেন:—

"A highly learned and sober appreciation of the idealist literature of Dr. Rabindranath Tagore. * * * The criticism of his work is favourable and masterly."

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা রয়াল ৮ পেজীর ৪৬ পৃষ্ঠার পুস্তক
মূল্য নাম মাত্র ৵০ আনা।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত 'শিক্ষাষ্টক' ভক্তের কাছে—বৈষ্ণবের কাছে অমূল্য নিধি। এই শিক্ষাষ্টকের একটি সুন্দর সংস্করণ মূল, টীকা, পদ্যানুবাদ, ভাবার্থ প্রভৃতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে।

Amrita Bazar Patrika Says :—"This admirable publication contains some of the excellent teachings of Sree Chaitanya, the Great prophet of Nadia. 'Sree Sree Sikshastakam' is a famous treatise in Vaishnava literature, and the editor has done well in placing it before the reading public. Each verse (in all eight) is followed by exhaustive notes and explanations which will make its sense clear even to the ordinary reader. It ought undoubtedly to be hailed as a treasure by Hindus in general and Vaisnavas in particular."

পল্লীবাসী বলেন :—"শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেমন শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় তেমনি 'শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক'। যে 'তৃণাদপি' শ্লোকের তুণ্ডে তুণ্ডে নৃত্য করে তাহা এই অষ্টকের অন্তর্গত। টীকা, ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যানুশীলনে এই পুস্তিকা এক টুকরা হীরা বলিয়া মনে হইল।"

বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র

মূল্য ॥৵৹ আনা মাত্র।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের এরূপ বিস্তৃত আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। ইহার প্রতি পত্রে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন;—গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে অনেক ভাবিবার কথা আছে। লেখক বিলাতে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ বলেন :—"অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র' ইতঃপূর্ব্বে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সেই সময়েই বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে এই সুন্দর হৃদয়-গ্রাহী সন্দর্ভ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। যখন ইউরোপে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ইংলণ্ড জর্ম্মনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন বিনয়বাবু ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন; তাই তিনি এমন সুন্দরভাবে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। * * * ইহাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে তাহা আর কোথাও পাইবার যো নাই; সমস্তই বিনয়বাবুর স্বচক্ষে দেখা।"

প্রবাসী বলেন :—" * * * লেখক ইংলণ্ডে বসিয়া এই প্রবন্ধটী রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এমন কোন কোন জিনিষ ইহাতে আছে যাহা আমাদের পক্ষে অন্য প্রকারে জানা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ব্যাপারটা যে কি যাঁহারা তাহা জানিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পড়িলে মোটামুটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।"

Amrita Bazar Patrika Says :—" * * * Prof. Sarkar has done well to place before the Bengalee reading public a lucidly written account of the historical,

economic and legal aspects of the War. Such books are rare in the Bengalee language, and the more they appear, the better for our people, for they will then take an intelligent and informed interest in the great international events of the day."

ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস

মূল্য ১৷৹ আনা মাত্র।

সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা ৩১৭ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পুস্তক।

উপন্যাস-বহুল বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে খাঁটি "ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস" বলিয়া অনেক বাজে বই চলিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞাপনের ও ছবির চটকে ভুলিয়া অনেকে সেই সমস্ত পুস্তক ক্রয় করিয়া গৃহলক্ষ্মীদের হাতে তুলিয়া দেন। তাহার ফলে আমাদের অন্তঃপুর বিষময় হইয়া উঠে।

বাঙ্গালী পাঠক ও পাঠিকাসমাজ উপন্যাসক্রয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন,—একবার 'কমলা' ক্রয় করিয়া পাঠ করুন,—দেখিবেন কমলা হিন্দুগৃহের উপযোগী ধর্ম্মমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস।

Amrita Bazar Patrika Says :—"In this volume the author has attempted to produce a religious literature in the form of a novel. We think he has been in some number successful in making the desired impressions on the minds of its readers. The language is always chaste, easy and elegant."

পাগল

মূল্য দশ আনা মাত্র।

'পাগল' বঙ্গ-সাহিত্যে বাস্তবিকই অভিনব ধরণের পুস্তক। উপন্যাসের ভাষার ন্যায় তরল ভাষায়, আমাদের সনাতন তত্ত্বকথা, উপনিষদ্ ও পুরাণাদির ভাবময়ী ব্যাখ্যা—নূতন ধরণে বেশ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে এমন সরল, সহজ ও সুন্দর পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না।

বঙ্গবাসী বলেন—"পাগল প্রবন্ধটি সুলিখিত। ইহাতে শিখিবার কথা অনেক আছে।"

নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত

সুন্দর শিল্কে বাঁধাই—মূল্য ১।০ আনা মাত্র।

(টেক্স্‌ট্ বুক কমিটী কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত)।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদ। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়া সামান্ত অবস্থা হইতে দেশের উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কর্ম্মবীর হইতে হইলে কিরূপে জীবন-যাত্রা-

প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিত তাহার জলন্ত উদাহরণ।

Amrita Bazar Patrika Says:—"It furnishes at once delightful and stimulating reading. A distinct acquisition to the Bengalee literature."

Bengalee Says:—"Every Bengalee who wants to serve his mother-land ought to carefully read and re-read it."

বাঙ্গালী বলেন:—"'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'কে আমাদেরই 'কর্ম্মবীর' বলিয়া মনে হয়। * * * বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া বিনয়বাবু বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমাদের দেশে এখন এই শ্রেণীর জীবনচরিত যত বেশী পঠিত হয়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত ও তৃপ্ত হইয়াছি।"

বসুমতী বলেন:—"'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' সকলের পাঠ করা উচিত।"

আনন্দবাজার বলেন:—"এইরূপ মহামহিমময় জীবন-চরিতের বঙ্গানুবাদে প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গভাষার সম্প্রদ্-গৌরবের বৃদ্ধিসাধন করে। সুখের বিষয় এই যে, বিনয়বাবু এই মহাপুরুষের জীবনের আখ্যায়িকা উপন্যাসের চিত্তাকর্ষী সরল বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়াছেন।"

নায়ক বলেন—"অনুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে হইয়াছে।"

সাহিত্য বলেন—"কোনও বাঙ্গালী যেন 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পড়িতে না ভুলেন।"

ভারতবর্ষ বলেন—"এই সুন্দর পুস্তকখানির লেখক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম, এ, মহাশয়। অধ্যাপক, মনীষী, উদারহৃদয়, শিক্ষা-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের পরিচয় প্রদান করা নিতান্তই অনাবশ্যক; বাঙ্গালা ভাষার সহিত, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত যাঁহার

সামান্ত পরিচয় আছে, তিনি বিনয়কুমার বাবুকে জানেন। সেই বিনয়বাবু এই 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' লিখিয়াছেন—কর্ম্মবীরের লেখনী 'কর্ম্মবীর' লিখিয়াছেন ; সুতরাং পুস্তকখানি যে অমূল্য রত্ন হইয়াছে, তাহা না বলিলেও হয়।

* * * এই পুস্তকখানিতে গবেষণা নাই ; যাহাকে originality বা মৌলিকতা বলে তাহাও এ পুস্তকে নাই—এখানি অনুবাদ। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতখানি বিনয়বাবু বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। অনুবাদই বটে ; কিন্তু বইখানির আগাগোড়া পড়িয়া কেহই বুঝিতে পারিবেন না যে, বিনয়বাবু এখানি অনুবাদ করিয়াছেন—মনে হইবে বুকার ওয়াসিংটন মহোদয় যেন বাঙ্গালা ভাষাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব, অমূল্য, বরণীয়, পবিত্র জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

* * * বিনয়বাবু নিজে প্রচারক, যাহাতে দেশের লোক সুশিক্ষা প্রাপ্ত—আমাদের যুবকগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে বিভূষিত হয়, তাহারই জন্য বিনয়বাবু এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সেই চেষ্টার ফলই তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক। এই 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর'ও সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * * * ”

হিন্দু স্কুলের হেড্ মাষ্টার রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র এম, এ বাহাদুর বলেন:—“'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' পাঠ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। এখানি সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেশ্যও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ করে, এই গ্রন্থবর্ণিত মহাপুরুষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।”

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—“মনুষ্য স্বীয় অধ্যবসায়ের গুণে কতদূর উচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা সংসারে উন্নতিলাভ করিতে চাহেন এবং শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রমণ করিয়া সংসারের কার্য্য করিতে চাহেন তাঁহাদের এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। এইরূপ

উচ্চ ভাবপূর্ণ সুললিত ভাষায় লিখিত এবং সকল জাতীয় লোকের ব্যবহার্য্য পুস্তক বাঙ্গালায় আর নাই।"

বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের প্রধান বাঙ্গালা অনুবাদক, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, বাহাদুর বলেন :—"'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। আজকাল বাঙ্গালায় কর্ম্মযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে প্রকৃত কর্ম্মীদিগের জীবন-চরিতের আলোচনায় উপকার হইবারই সম্ভাবনা। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ে এ গ্রন্থের উপকারিতা ও উপযোগিতা যথেষ্ঠ। * * * "

বাঙ্গালার একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহোদয় বলেন :—
"* * * আশা করি ইহা ঘরে ঘরে স্থান দখল করিবে। * * * এই পুস্তকে বিনয়বাবু একজন বিদেশীর জীবন-কথা লিখিয়াছেন—সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। উদ্দেশ্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে উদ্বোধিত করা—জাগান। * * * তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ভাবের সহিত কর্ম্মের সমন্বয় না হইলে এ কাজ হইতে পারে না। বিনয়বাবু একাধারে ভাবুক ও কর্ম্মী। তাঁহার কর্ম্ম ব্যর্থ হইবার নহে।"

বঙ্গ সাহিত্যের চিন্তাশীল লেখক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সম্পাদক ও বর্দ্ধমানের সব্‌জজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্. এ, বি, এল্, মহাশয় বলেন—

"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরের মতন পুস্তকই বাঙ্গালী আজকাল চায়—বাঙ্গালী আজকাল কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরের মতন পুস্তক বাঙ্গালীর কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে।"

বর্ত্তমান জগৎ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ প্রণীত

বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। সুবৃহৎ পাঁচটী খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকেই লেখেন কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়া তাহার কাহিনী কেহই এ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের দেশের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য দেশের প্রত্যেক খুটীনাটী বিষয়টীর আলোচনা পর্য্যন্ত ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া অতীত ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারিবেন। এক কথায় দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহা জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা এই গ্রন্থে আছে।

প্রথম খণ্ড

মিশরের পথে ও কবরের দেশে (মিশর) দিন পনের।

ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী ইহার আচার ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই খণ্ডে ৩৭ খানি হাফ্‌টোন ছবি আছে।

সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ের বাধাই ২১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইংরাজের জন্মভূমি।

ইহাতে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়রলণ্ডের কথা আছে আর আছে গ্রেটব্রিটনের ধীমান পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, তাঁহাদের শিল্প বাণিজ্য কৃষি ও সমাজতত্ত্বের কথা, তাঁহাদের গবেষণামূলক আবিষ্কারের বার্ত্তা—এক কথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়—বর্ত্তমানে তাহাই সুন্দর সংযতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ তার উপর মনোরঞ্জন বাঁধাই, প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা—মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

বঙ্গীয় পতিত—জাতির কর্ম্মী

‘গম্ভীরা’-প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কিরূপে একজন তথা-কথিত পতিত জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবল অধ্যবসায় এবং আত্মনির্ভর বলে বিদ্যায়, চরিত্রে ও মনুষ্যত্বে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী সরল সুন্দর ভাষায় কথিত।

এই পুস্তক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি বালক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই ইহা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহাতে উপন্যাসের মাদকতা আছে, অথচ কোন কুরুচি বা কুভাবের ইঙ্গিতের আভাষ পর্য্যন্ত নাই।

ছাপা ও বাঁধা ঠিক বিলাতী বইয়ের মত। সোণার জলে নাম লেখা। উপহার দিবার সুন্দর পুস্তক।

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

স্বাধীন বঙ্গের প্রাণোন্মাদ চিত্র। বাঙ্গালার স্বনামধন্য নরপতি মহারাজ বল্লাল সেনের জীবনের ঘটনাপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তৎ-

কালীন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র। আধুনিক পাশ্চাত্যভাব-বর্জ্জিত অভিনব উপন্যাস গ্রন্থ।

সেকালের সমাজের আভ্যন্তরিক বিবরণ, তাহার ঘাত প্রতিঘাত, বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আখ্যায়িকা লেখক উপন্যাসচ্ছলে অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। উপন্যাস পাঠের আমোদের সহিত ইতিহাস পাঠের জ্ঞান লাভ হইবে। বলা বাহুল্য হাল ফ্যাসানের উপন্যাস নবন্যাসের প্রেমের পঙ্কিল প্রবাহ ইহাতে নাই।

গ্রন্থের বিশেষত্ব—বাঙ্গলাভাষায় প্রকাশিত ওলাউঠা-চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক সকলে জ্ঞাতব্য যাহা আছে সে সমুদায়ই এই পুস্তকে আছে। অধিকন্তু ইহাতে মূত্ররোধন জনিত বিকার ও টাইফয়েডের লক্ষণ-সূচক অবস্থায় চিকিৎসা-প্রণালী বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কলেরা রোগে প্রযুক্ত ভেষজসমূহের লক্ষণাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান ঔষধসমূহের প্রকৃতিগত পার্থক্যের বিচার করা গিয়াছে এবং তুলনাদ্বারা সেই প্রভেদের স্বরূপ নিরাকরণ করা হইয়াছে। **বিস্তারিত সূচীপত্র** ও স্বতন্ত্র **ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ঔষধ নির্ব্বাচন-প্রদর্শিকা** (Repertory) চিকিৎসক ও ছাত্র সকলেরই বিশেষ উপকার সাধন করিবে। অবশেষে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি অর্থাৎ ক্রম বিচার করা হইয়াছে। এত বড় উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ ওলাউঠা-গ্রন্থ বাঙ্গালায় কেন, ইংরাজীতেও এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

চিকিৎসক ও ছাত্রদিগের পক্ষে

নিতান্ত আবশ্যকীয় পুস্তক।

বিলাতী পুস্তকের ন্যায় পরিষ্কার সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা ডবল ক্রাউন ১৬ পেজীর আকারে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা মূল্য—২॥০ টাকা—ভিপি-যোগে ২৸৵০

— টেক্সট বুক কমিটি কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তক রূপে অনুমোদিত

শিক্ষা-প্রবেশ

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

(৩য় ও ৪র্থ মানের উপযোগী)

শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত

সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা মূল্য—৵০ পাঁচ আনা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন :—"ইহার গদ্য, পদ্য ও ব্যাকরণ এই তিন অংশই বালকগণের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী হইয়াছে। অনেক উচ্চনীতি সরল ভাষায়

বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিবে।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস প্রণীত ৩য় ও ৪র্থ মানের উপযোগী "শিক্ষাপ্রবেশ" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। প্রবন্ধ নির্ব্বাচন বিষয়ে গ্রন্থকারের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এইরূপ গ্রন্থ স্কুল-পাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইলে ভাল হয়।"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনি যে সকল অবশ্য পাঠ্য, সুন্দর সুন্দর বিষয়, আপনার প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহার পাঠে কেবল ছাত্রের নহে, শিক্ষক মহোদয়গণেরও তৃপ্তি জন্মিবার কথা।"

Mahamahopadhya Pandit Kaliprasanna Bhattacharya, M.A., Bidyaratna, late Principal Sanskrit College, Says :—

" * * * It purports to be a Text Book for the Standards III. & IV. and may fairly come under the class of books that is accepted as text books. The stories given are mostly of interesting nature."

শিক্ষা-প্রবেশ

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ

(৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের উপযোগী)

শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত

সুন্দর মসৃন কাগজে ছাপা মূল্য ।৶০ সাত আনা মাত্র।

Babu Avinas Chandra Guha, M.A., B.L., Vakil, High Court, and Examiner in Sanskrit, Calcutta University, writes :—

"I have read some portions of a Bengali School-Book

named **Siksha-Prabesh**, Parts V. & VI. by Babu Umacharan Das. The author seems to have followed faithfully and with scrupulous care, the syllabus prescribed by the Director of Public Instruction for standards V and VI."

Mahamahopadhya Pandit Satis Chandra Vidyabhusan, M.A., Ph.D., M.R.A.S., Principal Sanskrit College, Calcutta writes :—

"I have read with great pleasure the book called **Sikhas-Prabesh** by Babu Umacharan Das and find it admirably suited to the capacities of boys preparing for the Upper Primary Examination. There is a judicious selection of subjects couched in simple and idiomatic Bengali."

মহাত্মা শ্রীশ্রীঠাকুর পাগল হরনাথের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই। তিনি সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সচরাচর এরূপ ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না।

পাগল হরনাথকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ভক্তমণ্ডলীর পিপাসা পরিতৃপ্ত্যর্থ—

"পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী" বা

পাগল হরনাথ

বিরচিত

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (একত্রে) তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৲ টাকা। তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৲ টাকা। চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংস্করণ—মূল্য ১৲ টাকা। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

'পত্রাবলী' আকারে প্রকাণ্ড এবং এই আকার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। একদিকে ব্যয়াধিক্য, তদুপরি নানা কারণে লোকের এখন অবসর অল্প, ইচ্ছা থাকিলেও সমগ্র পত্রাবলী সর্ব্বদা পাঠ করিতে সকলে পারিয়া উঠেন না, অথচ উহাদের মর্ম্মটুকু হৃদয়ে ধারণ করিতে সাধ

যায়। এ অভাব দূরীকরণার্থ এবং ধনী দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক বর্গকে 'পত্রাবলী'সহ অধিকতর পরিচিত করিবার মানসে, ঐ 'পত্রাবলী' হইতে এক এক বিষয়ের ভাবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া

উপদেশামৃত

প্রকাশিত হইয়াছে।

উপনিষদ সমূহের সাররূপে গীতার যেরূপ সমাদর, পত্রাবলীর পাঠক-বৃন্দ এই উপদেশামৃত খানিকে নিত্যপাঠের পুস্তক স্বরূপ পড়িয়া তদ্রূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন।

এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ের সুদৃশ্য বাঁধাই—মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সোনার দেশ

ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র গল্পের বই।

ইহাতে ভূতপেত্নী, রাক্ষসখোক্কস, গন্ধর্ব্বপরী প্রভৃতির আজগুবি গল্প নাই; যাহাতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শৈশব হইতেই আমাদের দেশের পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদির সুমধুর কাহিনীর সহিত পরিচিত হয়, যাহাতে আমাদের ছেলে-মেয়েদের হৃদয়ে শৈশব হইতে ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। পালিত মহাশয়ের রচণাগুণে গ্রন্থখানি কিরূপ সুখপাঠ্য হইয়াছে তাহা একবার চারি আনা মাত্র খরচ করিয়া দেখুন।

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫০।১ কলেজস্ট্রীট্‌ কলিকাতা ‖ অন্দরকেল্লা চট্টগ্রাম ‖ পাটুয়াটুলী ঢাকা

India Press, Calcutta.